মনচোরা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচিপত্র

1..2
2..19
3..47
4..64
5..92
6..125
7..158
8..183

1

রাত্রির কলিকাতা। মহানগরীর পথে পথে বিদ্যুদ্দীপালী। জলন্ত চক্ষু মোটরের ছুটাছুটি। উচ্চাঙ্গের বিলাতী হোটেলে যৌথনৃত্য। রেডিও যন্ত্রে গগনভেদী সঙ্গীত। কোনও নবাগত দর্শক দেখিয়া শুনিয়া মনে করিতে পারেন না যে নগরের একটা অন্ধকার দিকও আছে।

আকাশে শুক্লা তিথির চাঁদ; তাহারও অর্ধেক উজ্জ্বল, অর্ধেক অন্ধকার।

কলিকাতার পথে-বিপথে সঞ্চরণ করিয়া শেষে একটি অপেক্ষাকৃত নির্জন অভিজাত পল্লীতে আসিয়া উপনীত হওয়া যায়। এ অঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক বাড়ি পাঁচিল দিয়া ঘেরা, আপন আপন ঐশ্বর্যবোধের গর্বে পরস্পর হইতে দূরে দূরে অবস্থিত।

একটি পাঁচিল-ঘেরা বাড়ির ফটক। ফটক না বলিয়া সিংদরজা বলিলেই ভাল হয়। লোহার গরাদযুক্ত উচ্চ দরজার সম্মুখে গুর্খা দারোয়ান গাদা বন্দুক কাঁধে তুলিয়া ধীর গম্ভীর পদে পায়চারি করিতেছে। গরাদের ফাঁক দিয়া অভ্যন্তরের বৃহৎ দ্বিতল বাড়ি দেখা যাইতেছে; বাড়ি ও ফটকের মধ্যবর্তী স্থান নানা জাতীয় ফুলগাছ ও বিলাতী পাতাবাহারের ঝোপঝাড়ে পরিপূর্ণ। একটি কঙ্করাকীর্ণ পথ ফটক হইতে গাড়িবারান্দা পর্যন্ত গিয়া আবার চক্রাকারে ফিরিয়া আসিয়াছে।

ফটকের একটি স্তম্ভে পিতলের ফলকে খোদিত আছে—

যদুনাথ চৌধুরী

জমিদার–হুতুমগঞ্জ

সিংদরজা উত্তীর্ণ হইয়া বাড়ির সম্মুখীন হইলে দেখা যায়, গাড়িবারান্দার নীচে ভারী এবং মজবুত সদর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ রহিয়াছে।

সদর দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে সম্মুখেই পড়ে একটি আলোকোজ্জ্বল বড় হলঘর। ঘরের মধ্যস্থলে একটি গোল টেবিল; তাহার উপর টেলিফোন। টেবিলের চারিদিকে কয়েকটি চেয়ার। সম্মুখের দেয়ালে একটি বৃহৎ ঠাকুর্দা-ঘড়ি। তাছাড়া অন্যান্য আসবাবপত্রও আছে।

বাঁ দিকের দেয়ালে সারি সারি তিনটি ঘরের দ্বার। প্রথমটি ভোজনকক্ষ, দ্বিতীয়টি গৃহস্বামীর শয়নকক্ষ; তৃতীয়টি ঠাকুরঘর। ডান দিকে দুইটি ঘর; লাইব্রেরি ও ড্রয়িংরুম। পিছনের দেয়াল ঘেঁষিয়া উপরে উঠিবার সিঁড়ি।

হল-ঘরে কেহ নাই। কিন্তু ভোজনকক্ষ হইতে মানুষের কণ্ঠস্বর আসিতেছে। সুতরাং সেদিকে যাওয়া যাইতে পারে।

ভোজনকক্ষে দেশী প্রথায় মেঝেয় আসন পাতিয়া ভোজনের ব্যবস্থা। কিন্তু ঘরে একটি বড় ফ্রিজিডেয়ার ও কয়েকটি জালের দ্বারযুক্ত আলমারি আছে। মেঝেয় পাশাপাশি তিনটি আসন পাতা। মাঝের আসনটিতে বসিয়া বাড়ির কর্তা যদুনাথবাবু আহার করিতেছেন।

দুই দিকের আসন দুইটি খালি; তবে আসনের সম্মুখে থালায় খাদ্যদ্রব্যাদি সাজানো রহিয়াছে।

যদুনাথের অনূঢ়া নাতিনী নন্দা সম্মুখে বসিয়া আহার পরিদর্শন করিতেছে এবং মাঝে মাঝে কোনও বিশেষ ব্যঞ্জনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। সেই সঙ্গে দুই চারটি কথা হইতেছে। বাড়ির সাবেক ভৃত্য সেবকরাম এক ঝারি জল ও তোয়ালে লইয়া দ্বারের কাছে বসিয়া আছে। সেও কথাবার্তায় যোগ দিতেছে।

যদুনাথবাবুর বয়স অনুমান সত্তর; আকৃতি শীর্ণ এবং কঠোর; সহজ কথাও রুক্ষভাবে বলেন। একদিকে যেমন ঘোর নীতিপরায়ণ, অন্যদিকে তেমনি ছেলেমানুষ; তাই তাঁহার ব্যবহার কখনও সম্ভ্রম উৎপাদন করে, আবার কখনও হাস্যরসের উদ্রেক করে। শরীর বাতে পঙ্গু তাই সচরাচর লাঠি ধরিয়া চলাফেরা করেন। বর্তমানে লাঠি তাঁহার আসনের পাশে শয়ান রহিয়াছে।

নন্দার বয়স আঠারো উনিশ। সে একাধারে সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী, স্নেহময়ী ও তেজস্বিনী। বাড়িতে পড়িয়া আই-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এই নাতিনী ও এক নাতি ছাড়া যদুনাথের সংসারে আর কেহ নাই।

সেবক বয়সে বৃদ্ধ; সম্ভবত যদুনাথের সমবয়স্ক। কিন্তু তাহার ছোটখাটো ক্ষীণ দেহটি পঞ্চাশ বছরে আসিয়া আটকাইয়া গিয়াছে; আর অধিক পরিণতি লাভ করে নাই।

ছাড়া-ছাড়া কথাবার্তা চলিতেছে।

নন্দা বলিল——দাদু, অন্য জিনিস খেয়ে পেট ভরিয়ে ফেলো না, আমি নিজের হাতে তোমার জন্যে পুডিং তৈরি করেছি।

যদুনাথ গলার মধ্যে একটা শব্দ করিলেন। নন্দা গিয়া ফ্রিজিডেয়ার হইতে পুডিং-এর পাত্রটি আনিয়া আবার বসিল।

সেবক হঠাৎ বলিল-বাবু, ছাকড়াগাড়িবাবুকে তাড়িয়ে দিলে কেন? কী করেছিলেন তিনি?

নন্দা বলিল-হ্যাঁ, ভুবনবাবুকে ছাড়িয়ে দিলে কেন দাদু? সেক্রেটারির কাজ তত ভালই করছিলেন।

যদুনাথ কিছুক্ষণ নীরবে আহার করিয়া চক্ষুযুগল তুলিলেন, বলিলেন—ভুবন মিছে কথা বলেছিল। আমার কাছে মিথ্যে কথা! হতভাগা! ভেবেছিল আমার চোখে ধুলো দেবে।

যদুনাথ আবার আহারে মন দিলেন। নন্দা ও সেবক একবার চকিত শঙ্কিত দৃষ্টি বিনিময় করিল। সেবকের মুখের ভাব দেখিয়া মনে হয়, সে মনে মনে বলিতেছে কর্তা যদি আমাদের মিছে কথা জানতে পারেন তাহলে কি করবেন! নন্দা অস্বস্তিপুর্ণ মুখে একটু বসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—তা একটু-আধটু মিছে কথা কে না বলে? ভুবনবাবু কি টাকাকড়ি গোলমাল করেছিলেন?

যদুনাথ বলিলেন-না, কিন্তু করতে কতক্ষণ? যে-লোক মিছে কথা বলতে পারে, সে চুরিও করতে পারে। এরকম লোককে বাড়িতে রাখা যেতে পারে না। যদি আমার সূর্যমণি চুরি করে! তখন আমি কি করব?

নন্দা হাসিল-কী যে বল দাদু! ঠাকুরঘরের তালা ভেঙে সূর্যমণি চুরি করবে এত সাহস কারুর নেই।

তবু সাবধানের মার নেই। চুরিই বলো আর মিথ্যে কথাই বলো, সব এক জাতের। যার মিথ্যে কথা একবার ধরা পড়েছে, আমার বাড়িতে তার ঠাঁই নেই।

সে যেন হল। কিন্তু তোমার তো একজন সেক্রেটারি না হলে চলবে না। তার কি হবে?

এবার খুব দেখেশুনে বাছাই করে সেক্রেটারি রাখব।

বাছাই করে

হ্যাঁ, এবার কাগজে বিজ্ঞাপন দেব ঠিকুজি-কোষ্ঠীসহ আবেদন করহ। যারা দেখা করতে আসবে তাদের ঠিকুজি আনতে হবে। ঠিকুজি পরীক্ষা করে যদি দেখি লোকটা ভাল, চোরবাটপাড় নয়, মিথ্যেবাদী নয়, তবেই তাকে রাখব। আর চালাকি চলবে না।

নন্দার ঠোঁটে মৃদু হাসি খেলিয়া গেল। সেবক গলা খাঁকারি দিল।

বলিল—ঠিকুজি-কোষ্ঠীর কথায় মনে পড়ল, আমার দিদিমণির ঠিকুজি-কোষ্ঠী কী বলে? আর কতদিন বই পড়বে? ওনার বিয়ে-থা কি হবে না?

নন্দা ঠোঁটের উপর আঁচল চাপা দিল।

যদুনাথ কহিলেন-নন্দার কোষ্ঠী অনেকদিন দেখিনি, কাল দেখব!-নন্দা, তুই খেতে বসলি না?

নন্দা বলিল—আমার তাড়া নেই। দাদা আসুক, দুজনে একসঙ্গে খাব।

যদুনাথ পাশের আসনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তারপর কুঞ্চিত করিয়া মুখ তুলিলেন।

মন্মথ এখনও ফেরেনি?

এই সময় পাশের হল-ঘরে ঠং ঠং করিয়া নটা বাজিতে আরম্ভ করিল।

নন্দা হালকাভাবে বলিল—এই তো সবে নটা বাজল। দাদা দশটার আগেই ফিরবে।

যদুনাথ কিছুক্ষণ উদ্বিগ্ন চক্ষে নন্দার পানে চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন—আমি নটার সময় শুয়ে পড়ি, ডাক্তারের হুকুম; মন্মথ কখন বাড়ি ফেরে জানতে পারি না। ঠিক দশটার আগে ফেরে তো? দশটার পর আমার বাড়ির কেউ বাইরে থাকে আমি পছন্দ করি না।

নন্দার সহিত সেবকের আর একবার চকিত দৃষ্টি বিনিময় হইল। সেবক বলিল—আজ্ঞে বাবু, কোনও দিন দাদাবাবুর দশটা বেজে এক মিনিট হয় না, ঠিক দশটার আগে এসে হাজির হয়।

হুঁ। কিন্তু এত রাত্রি পর্যন্ত থাকে কোথায়? করে কি?

নন্দা কহিল-কী আর করবে, বন্ধুদের সঙ্গে ব্রিজ খ্যালে, না হয় ক্লাবে গিয়ে বিলিয়ার্ড ব্যালে—এই আর কি।

যদুনাথ ভারী গলায় বলিলেন—তা তাস-পাশা খ্যালে খেলুক। বিয়ের ছমাস যেতে না যেতে নাতবৌ মারা গেলেন, ওর মনে খুবই লেগেছে; তাই আমি আর বেশি কড়াকড়ি করি না। খেলাধুলোয় যদি মন ভাল থাকে তো থাক। কিন্তু দশটার পর বাড়ির বাইরে থাকার কোনও ওজুহাতই থাকতে পারে না। যারা বাইরে থাকে তারা বজ্জাৎ, দুশ্চরিত্র।

নন্দা আশ্বাসের সুরে বলিল—না দাদু, দাদা ঠিক সময়ে বাড়ি ফেরে।

সেবক বলিল—ঘরে বৌ থাকলে আরও সকাল সকাল বাড়ি ফিরত। কথায় বলে ঘর না ঘরণী। বাবু, এবার তাড়াতাড়ি দাদাবাবুর নতুন বিয়ে দাও; দেখবে ঘর ছেড়ে আর বেরুবে না।

যদুনাথ বলিলেন—আমার কি অনিচ্ছে। কিন্তু একটা বছর না কাটলে লোকে বলবে কি!—দে, হাতে জল দে।

সেবক হাতে জল ঢালিয়া দিল, যদুনাথ ভোজনপাত্রের উপরেই মুখ প্রক্ষালন করিয়া লাঠি হাতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—সেবক, বাড়ির দোর-জালা সব বন্ধ হয়েছে কিনা ভাল করে দেখে নিবি।

আজ্ঞে

ভোজনকক্ষ হইতে হল-ঘরে প্রবেশ করিয়া যদুনাথ ঠাকুরঘরের দিকে চলিলেন; নন্দা ও সেবক তাঁহার পিছনে চলিল। ঠাকুরঘরের দ্বারে একটি বড় তালা ঝুলিতেছিল, যদুনাথ কোমর হইতে চাবির থোলো লইয়া দ্বার খুলিলেন।

ঠাকুরঘরে দুইটি ঘৃত-প্রদীপ জ্বলিতেছে। ঘরের মধ্যস্থলে রূপার সিংহাসনের উপর একটি সোনার থালা খাড়াভাবে রাখা রহিয়াছে; থালার মাঝখানে চাকার নাভিকেন্দ্রের মতো একটি প্রকাণ্ড মাণিক্য আরক্ত প্রভা বিকীর্ণ করিতেছে। ইহাই অমূল্য সূর্যমণি; ইহাই যদুনাথের বংশানুক্রমিক গৃহদেবতা।

যদুনাথ দ্বারের সম্মুখে জোড়হাতে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিলেন।

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোস্মি দিবাকরম্।

যদুনাথের পশ্চাতে নন্দা ও সেবক যুক্ত কর কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। তারপর যদুনাথ আবার দ্বারে তালা লাগাইলেন।

শয়নকক্ষের দ্বার পর্যন্ত আসিয়া যদুনাথ সেবককে বলিলেন—সেবক, লাইব্রেরিতে উড়ুদায় প্রদীপ বইখানা আছে, এনে দে বিছানায় শুয়ে পড়ব।

যদুনাথ শয়নকক্ষে প্রবশ করিলেন। সেবক নন্দার মুখের পানে চাহিয়া কয়েকবার চক্ষু মিটিমিটি করিল—উড়ু উড়ু পিদ্দিম—সে আবার কি বই দিদিমণি?

নন্দা হাসিয়া বলিল—উড়ুদায় প্রদীপ—একখানা জ্যোতিষের বই। আয় দেখিয়ে দিচ্ছি।

দুইজনে হল-ঘরের অপর প্রান্তে লাইব্রেরির দিকে চলিল।

লাইব্রেরি-ঘরে একটি বড় টেবিল, কয়েকটি গদিমোড়া চেয়ার; অনেকগুলি আলমারিতে অসংখ্য পুস্তক সাজানো। নন্দা টেবিলের উপর হইতে উড়দায় প্রদীপ লইয়া সেবককে

দিল—এই নে। আর দ্যাখ সেবক, দাদার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে দে, বাবু যে কখন ফিরবেন তার তো কিছু ঠিক নেই, এগারোটাও হতে পারে-বারোটাও হতে পারে।

সেবক বিমর্ষভাবে বলিল—হুঁ। এদিকে কর্তার কাছে মিছে কথা বলে বলে আমাদের জিভ তেউড়ে গেল। কোথায় যায় বল দিকি? কি করে এত রাত অব্দি?

জানিনে বাপু। ভাবতেও ভাল লাগে না। দাদু যদি জানতে পারেন অনর্থ হবে। কিন্তু সে হুঁশ কি দাদার আছে?—থাকগে ও কথা, সেবক-তোকে আর-একটা কাজ করতে হবে। তুই নিজের খাওয়া-দাওয়া সেরে আমার খাবার ওপরে আমার ঘরে দিয়ে আসিস, লক্ষ্মীটি। এখন খেলে ঘুম পাবে, পড়াশুনা হবে না। এদিকে শিরে সংক্রান্তি, একজামিন এসে পড়েছে।

ঐ তো! রাত জেগে জেগে বই পড়ছ, এদিকে বিয়ের নামটি নেই। থুবড়ো মেয়ে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না।

নন্দা মুখ টিপিয়া হাসিল—আচ্ছা—হয়েছে

দুজনে লাইব্রেরি হইতে বাহির হইল। নন্দা সিঁড়ি দিয়া উপরে গেল; সেবক বই লইয়া যদুনাথের ঘরের দিকে গেল।

.

বাড়ির দ্বিতলে একটি লম্বা বারান্দার দুই পাশে দুই সারি ঘর। একটি ঘর নন্দার; তাহার সম্মুখেরটি মন্মথর। অন্য ঘরগুলি প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহৃত হয়।

নন্দা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিল এবং নিজের ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার ঘরটি বেশ বড়, একটু লম্বাটে ধরনের। একদিকে খাট বিছানা; অন্যদিকে পড়ার টেবিল, বই রাখার চরকি আলমারি ইত্যাদি। মাঝখানে একটি আয়নার কবাটযুক্ত বড় ওয়ার্ডরোব। ঘরটি মেয়েলি হাতের নিপুণতার সহিত পরিপাটিভাবে সাজানো।

নন্দা প্রথমে গিয়া বাহিরের দিকের জানালা খুলিয়া দিল। দ্বিতলের জানালা, তাই গরাদ নেই। বাহিরের অস্ফুট জ্যোৎসা ঘরে প্রবেশ করিল। নন্দা জানালায় দাঁড়াইয়া অলস হস্তে কানের দুল খুলিতে লাগিল। তারপর দুল দুটি ওয়ার্ডরোবে রাখিয়া দিয়া সে পড়ার টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; টেবিলের উপর একটি পড়ার আলো ছিল, তাহা জ্বালিয়া দিল।

টেবিলে একটি বই খোলা অবস্থায় উপুড় করা ছিল; মলাটের উপর তাহার নাম দেখা গেল-রঘুবংশম্। নন্দা চেয়ারে বসিল; ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বইটি তুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

.

হল-ঘরের ঘড়িতে দশটা বাজিতে পাঁচ মিনিট। ঘরের আলো নিষ্প্রভ; মাত্র একটা বা জ্বলিতেছে।

যদুনাথ শয্যায় শয়ন করিয়া বই পড়িতেছিলেন, আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িলেন। চাবির গোছ তাঁহার বালিশের পাশে ছিল, তাঁহার একটা হাত তাহার উপর ন্যস্ত হইল।

.

নন্দা নিজের ঘরে বসিয়া রঘুবংশ পড়িতেছে।

সা দুষ্প্রর্ধষা মনসাপি হিংস্রৈঃ —

ভেজানো দরজার বাহির হইতে সেবকের কণ্ঠস্বর আসিল

দিদিমণি, তোমার খাবার এনেছি

নন্দা গলা তুলিয়া বলিল—নিয়ে আয়।

সেবক দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং চরকি আলমারির উপর খাবারের থালা রাখিল। অনুযোগের স্বরে বলিল—দশটা বাজল, এখনও ছোট কর্তার দেখা নেই! আচ্ছা, রোজ রোজ এ কি ব্যাপার দিদিমণি? তুমি কিছু বলতে পার না?

নন্দা বলিল-হাজার বার বলেছি। রোজই বলে—আজ আর দেরি হবে না। কি করব বল?

সেবক বলিল-হুঁ। যাই, দোরের কাছে বসে থাকিগে। দোর খুলে দিতে হবে তো। কিন্তু এসব ভাল কথা নয়, মোট্টে ভাল কথা নয়—

দ্বার ভেজাইয়া দিয়া সেবক চলিয়া গেল। নন্দা কিছুক্ষণ উদ্বিগ্ন চক্ষে শুন্যে তাকাইয়া রহিল, তারপর বই টানিয়া লইয়া আবার পড়ায় মন দিল।

সেবক নীচে নামিয়া আসিয়া ভোজনকক্ষে গেল। আসনের সম্মুখে থালায় খাবার সাজানো ছিল, সেবক একটা জালের ঢাকনি দিয়া তাহা ঢাকা দিয়া রাখিল। হল-ঘরে ফিরিয়া সদর দরজা সন্তর্পণে খুলিয়া একবার বাহিরে উঁকি মারিল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া দরজা ভেজাইয়া দরজায় পিঠ দিয়া বসিল।

.

লিলি নাম্নী এক নর্তকীর ড্রয়িংরুম।

লিলি আধুনিকা নর্তকী। বয়স আন্দাজ ত্রিশ, কিন্তু ঠাটঠমক ও প্রসাধনের চাকচিক্যে নবযৌবনের বিভ্রম এখনও বজায় রাখিয়াছে। আজ রাত্রি দশটার সময় সে পিয়ানোতে বসিয়া গান গাহিতেছে এবং মন্মথ গগদ মুখে তাহার পাশে দাঁড়াইয়া আছে। মন্মথর বয়স

ছাব্বিশ, বুদ্ধিসুদ্ধি বেশি নাই, সে বিলাতী পোশাক পরিতে এবং বড়মানুষী দেখাইতে ভালবাসে।

লিলি ও মন্মথ ছাড়া ঘরে আরও দুইটি লোক রহিয়াছে—দাশু ও ফটিক। ইহারা লিলির দলের লোক। দাশু মোটা লম্বা, ফটিক রোগা বেঁটে; দুজনেরই সাজপোশাক বাবুয়ানির পরিচায়ক, যেন তাহারাও বড়লোকের ছেলে। আসলে তাহারা ভদ্রবেশী জুয়াচোর; লিলির সাহায্যে বড়মানুষের ছেলে ফাঁসাইয়া শোষণ করা তাহাদের পেশা। বর্তমানে তাহারা যেন লিলির প্রণয়াকাঙ্ক্ষী এবং মন্মথর প্রতিদ্বন্দ্বী—এইরূপ অভিনয় করিতেছে।

লিলি গাহিতেছে—

কেন পোহায় বলো সুখ-ফাগুন-নিশা
বঁধু না মিটিতে বুকে প্রেমতৃষা।
নব-যৌবন টলমল গো
চল চঞ্চল গো
চলে যায়–রহে না
তার ত্বর সহে না
চোখে বিজলী হানে কালোকাজল-দৃশা।
ফুলের বুকে আছে এখনও মধু,
আছে অরুণ হাসি অধরে, বঁধু
এস ধরিয়া রাখি—তারে ধরিয়া রাখি।

যেন পোহায় না গো সুখ-ফাগুন-নিশা।

গান শেষ হইলে মন্মথ সানন্দে করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল—ওয়াণ্ডারফুল! ওয়াণ্ডারফুল!

লিলি সলজ্জে বিভ্রম দেখাইয়া বলিল—ধন্যবাদ মন্মথবাবু। এই গানটা আমার নতুন নাচের সঙ্গে গাইব। ভাল হবে না?

মন্মথ সোৎসাহে বলিল—চমৎকার হবে। নাচও তৈরি করেছেন নাকি?

হ্যাঁ। দেখবেন?

লিলি উঠিয়া দাঁড়াইল। মন্মথ বক্রচক্ষে দাশু ও ফটিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। বলিল—আজ থাক। আর একদিন দেখব।

দাশু মুখ হইতে সিগার হাতে লইয়া হাসিল।

হে হে— আমি আগেই দেখেছি।

ফটিক বলিল-আমিও—হে হে।

মন্মথ ভর্ৎসনা-ভরা চোখে লিলির পানে তাকাইল।

ওঁদের আগেই দেখিয়েছেন। তা—বেশ। আমার দেখার কী দরকার?, আমি নাচের কী বা বুঝি?

প্রস্থানোদ্যত মন্মথকে হাত ধরিয়া লিলি থামাইল। বলিল—রাগ করছেন কেন, মন্মথবাবু? ওঁরা সেদিন জোর করে ধরলেন, না দেখে ছাড়লেন না। নইলে আপনাকেই তো আগে দেখাবার ইচ্ছে ছিল। বসুন, আজই আপনাকে নাচ দেখাব।

লিলি মন্মথকে ধরিয়া বসাইল। দাশু ফটিকের পানে চাহিয়া চোখ টিপিল। মন্মথ সন্তুষ্ট হইল বটে কিন্তু নিজের হাত-ঘড়ির দিকে চাহিয়া উৎকণ্ঠিত হইল।

আজ! কিন্তু আজ বড় দেরি হয়ে গেছে,

লিলি বলিল—কোথায় দেরি, এই তো সবে দশটা। ফটিকবাবু, ঘরের মাঝখান থেকে টেবিল-চেয়ারগুলো সরিয়ে নিন দেখি।

কিন্তু মন্মথ তথাপি ইতস্তত করিতে লাগিল।

আজ থাক, মিস লিলি। কাল আমি সকাল সকাল আসব। কাল হবে।

দাশু হাসিয়া উঠিল। বলিল—ওঁকে আজ ছেড়েই দিন, মিস লিলি। বাড়ি ফিরতে দেরি হলে হয়তো ঠাকুর্দার কাছে বকুনি খাবেন।

মন্মথ ক্রুদ্ধ চোখে তাহার পানে চাহিল।

মোটেই না—আসুন মিস লিলি, আজ আপনার নাচ দেখে বাড়ি যাব।

তখন দাশু ও ফটিক উঠিয়া আসবাবপত্র দেয়ালের দিকে সরাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল, লিলি শাড়ির আঁচলটা কোমরে জড়াইয়া নাচিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইতে বলিল—আপনাকে কিন্তু বাজাতে হবে, মন্মথবাবু। সুরটা তো শুনলেন, ফলো করতে পারবেন?

নিশ্চয়।

মন্মথ মিউজিক টুলে বসিল।

2

যদুনাথের হলঘর। ঘড়িতে সওয়া এগারোটা বাজিয়াছে।

সেবক পুর্ব্ববৎ দরজায় ঠেস দিয়া বসিয়া আছে, তাহার মাথাটি হাঁটুর উপর নত হইয়া পড়িয়াছে।

উপরের ঘরে নন্দা পড়িতেছে। তাহার চক্ষু ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছে। সে একটা হাই তুলিল; তারপর ঈষৎ সজাগ হইয়া আবার পড়িতে আরম্ভ করিল

অমূং পুরঃ পশ্যসি দেবদারুম–

বাড়ির ফটকের সম্মুখে গুর্খা দারোয়ান এখন আর পায়চারি করিতেছে না, ফটকের পাশে একটি টুলের উপর খাড়া বসিয়া আছে, দুই হাঁটুর মধ্যে বন্দুক। কিন্তু তাহার চক্ষুদুটি মুদ্রিত।

বাগানের অভ্যন্তর অপরিস্ফুট জ্যোৎস্নায় ঈষদালোকিত।

একটি মানুষ বাহিরের দিক হইতে পাঁচিলের উপর উঠিয়া বসিল, সতর্কভাবে এদিক ওদিক তাকাইয়া বাগানের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল। লোকটির চেহারা শীর্ণ, মুখে কয়েক

দিনের গোঁফ-দাড়ি, গায়ে ছিন্ন-মলিন কামিজ। চেহারা ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাহাকে ছিচকে চোর বলিয়া মনে হয়।

লঘু ক্ষিপ্রপদে চোর বাড়ির দিকে চলিল; আঁকাবাঁকাভাবে এক ঝোপ হইতে অন্য ঝোপে গিয়া ছায়ামূর্তির মতো সদর দরজার দিকে অগ্রসর হইল। শেষে বাড়ির গাড়ি বারান্দার পাশে একটা উঁই ফুলের ঝাড়ের পিছনে গিয়া লুকাইল।

হল-ঘরের ভিতরে সেবক দরজায় ঠেস দিয়া ঘুমাইতেছে।

ঘড়িটা ঠং করিয়া বাজিয়া উঠিতেই সেবক চমকিয়া মাথা তুলিল। সাড়ে এগারোটা। সে উদ্বিগ্ন মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল।

দ্বারের বাহিরে চোর উঁই ঝোপের আড়াল হইতে উঁকি মারিতেছিল, দ্বার খোলার শব্দে সে আবার লুকাইয়া পড়িল।

অর্ধ-উন্মুক্ত দ্বারপথে সেবকের মুণ্ড দেখা গেল। সে ফটকের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর মুণ্ড টানিয়া লইয়া আবার দ্বার ভেজাইয়া দিল।

সঙ্গে সঙ্গে চোর ঝোপের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল; নিঃশব্দে দ্বারের কাছে গিয়া কবাটে কান লাগাইয়া শুনিতে লাগিল।

দ্বারের অপর পারে সেবক চিন্তিতমুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে—এখনও বাবুর ইয়ার্কি দেওয়া শেষ হইল না! গলার মধ্যে একটা শব্দ করিয়া সে দ্বারের হুড়কা লাগাইবার উদ্যোগ করিল, তারপর কি ভাবিয়া হুড়কা না লাগাইয়াই পা টানিয়া টানিয়া আবার সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

সেবকের পদশব্দ উপরে মিলাইয়া গেলে, সদর দরজা বাহিরের চাপে একটু খুলিয়া গেল। চোরের মাথা সেই ফাঁক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া ক্ষিপ্র চকিত দৃষ্টিতে একবার চারিদিক দেখিয়া লইল, তারপর চোরের শরীরও ভিতরে প্রবেশ করিল।

পিছনে দরজা ভেজাইয়া দিয়া চোর ক্ষণকাল সমস্ত শরীর শক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর বিড়াল-পদক্ষেপে যদুনাথের শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হইল।

যদুনাথের দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া চোর উৎকর্ণভাবে শুনিল; ভিতর হইতে যদুনাথের মন্দ্রগভীর নাসিকাধ্বনি আসিতেছে। চোর তখন আরও কয়েক পা আগাইয়া গিয়া ঠাকুরঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল; ঝুঁকিয়া দেখিল দ্বারে ভারী তালা ঝুলিতেছে।

উপরে নন্দার দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া সেবক নন্দাকে বলিতেছে—তুমি আর কতক্ষণ জেগে থাকবে? খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়।

নন্দা বলিল—এত দেরি তো দাদা কোনও দিন করে না! কী হল আজ? না, আমি জেগে থাকব। আজ ফিরুক না, খুব বকবো।

সেবক ক্ষুব্ধস্বরে বলিল-বকে আর কি হবে দিদিমণি, চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। ও জানে আমরা তো আর ওকে কর্তার কাছে ধরিয়ে দিতে পারব না, তাই ওর অত বুকের পাটা।

সেবক আবার নীচে নামিয়া আসিল।

নীচে চোর ঠাকুরঘরের তালাটি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতেছিল, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিয়া চমকিয়া খাড়া হইল। সদর দরজা পর্যন্ত পৌঁছিবার আর সময় নাই, চোর ভোজনকক্ষের দ্বার খুলিয়া সুট করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

সেবক নীচে নামিয়া আসিয়া চোরকে দেখিতে পাইল না, কেবল দেখিল ভোজনকক্ষের দরজা একটু ফাঁক হইয়া আছে। সে ভাবিল, হয়তো বিড়াল ঢুকিয়াছে, কিংবা মন্মথ, তাহার অবর্তমানে ফিরিয়া আসিয়া আহারে বসিয়াছে। সে গিয়া দ্বারের নিকট হইতে ভিতরে উঁকি মারিল কিন্তু বিড়াল কিংবা মন্মথকে দেখিতে পাইল না; মন্মথর খাবার যেমন ঢাকা ছিল তেমনি ঢাকা আছে। সেবক তখন দরজা বন্ধ করিয়া বাহির হইতে শিকল লাগাইয়া দিল, তারপর আবার সদর দরজার সম্মুখে গিয়া বসিল।

.

ভোজনকক্ষে চোর একটা আলমারির পাশে লুকাইয়াছিল। শিকল লাগানোর শব্দ তাহার কানে গিয়াছিল, সে সশঙ্ক মুখে বাহির হইয়া আসিল; সন্তর্পণে দ্বার টানিয়া দেখিল নির্গমনের পথ বন্ধ, খাঁচার মধ্যে ইদুরের মতো সে ধরা পড়িয়াছে। চোরের চক্ষু ভয়ে বিস্ফারিত হইল; সে ছুটিয়া গিয়া জানালা খুলিল। কিন্তু জানালায় মোটা মোটা লোহার গরাদ বসানো; উপরন্তু ঘরের উজ্জ্বল আলো জানালা পথে বাহিরে যাইতেছে, কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। চোর তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিয়া দিল; তারপর হতাশভাবে দেয়ালে ঠেস দিয়া ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে আঙুল চালাইতে লাগিল।

আপন শয়নকক্ষে নন্দা পড়িতে পড়িতে বইয়ের উপর ঢুলিয়া পড়িতেছিল। একবার বইয়ের উপর মাথা ঠুকিয়া যাইতে তাহার ঘুমের ঘোর কাটিয়া গেল। সে উঠিয়া দ্বারের কাছে গেল, দ্বার খুলিয়া কিছুক্ষণ কান পাতিয়া শুনিল। নীচে সাড়াশব্দ নাই। নন্দা তখন বইখানা তুলিয়া লইয়া পায়চারি করিতে করিতে পড়া মুখস্থ করিতে লাগিল—

একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বম—

ভোজনকক্ষে চোর পুর্ববৎ দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার হতাশ বিভ্রান্ত চক্ষু ইতস্তত ঘুরিতে ঘুরিতে মন্মথর খাবারের উপর গিয়া স্থির হইল। সে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর গিয়া ঢাকা খুলিয়া দেখিল।

খাবার দেখিয়া চোরের মুখে ক্লিষ্ট হাসির মতো একটা ভঙ্গিমা ফুটিয়া উঠিল। সে আসনে বসিল, গেলাস চকাইয়া হাত ধুইল, তারপর থালার দিকে হাত বাড়াইল। তাহার মনের ভাব, যদি ধর পড়িতেই হয় শূন্য উদরে ধরা পড়িয়া লাভ কি?

ফটকের সম্মুখে গুর্খা দারোয়ান টুলের উপর খাড়া বসিয়া ঘুমাইতেছে। মন্মথ রাস্তার দিক হইতে আসিয়া তাহার কাঁধে টোকা মারিল। গুর্খা সটান উঠিয়া স্যালুট করিল, তারপর চাবি বাহির করিয় ফটক খুলিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রশ্ন করিল—

ক ঘড়ি ব্যজা হ্যায় সরকার?

মন্মথ হাতের ঘড়ি দেখিবার ভান করিল।

পৌনে দশটা। গুর্খা বলিল—জী সরকার।

মন্মথ ভিতরে প্রবেশ করিল : গুর্খা আবার ফটকে তালা লাগাইল।

হল-ঘরে সেবক হাঁটুতে মাথা রাখিয়া বসিয়া আছে। সদর দরজার মৃদু টোকা পড়িতেই সে উঠিয়া দ্বার অল্প খুলিল। মন্মথ পাশ কাটাইয়া প্রবেশ করিল।

সেবক কটমট করিয়া চাহিয়া মন্মথর একটা হাত চাপিয়া ধরিল, চাপা গলায় বলিল—

চল কর্তার কাছে। তিনি জেগে বসে আছেন। মন্মথ সভয়ে পিছু হটিল।

অ্যাঁ—দাদু জেগে!

সেবকের মুখে একটু হাসির আভাস দেখিয়া সে থামিয়া গেল; বুঝিতে পারিল সেবক মিথ্যা ভয় দেখাইতেছে। সে বিরক্ত হইয়া বলিল—দ্যাখ সেবক, এত রাত্রে ইয়ার্কি ভাল লাগে না। —নে জুতো খোল—

সেবক নত হইয়া তাহার জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল : মন্মথ ইতিমধ্যে কোট ও গলার টাই খুলিয়া ফেলিল।

সেবক বলিল—এবারটা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু ফের যদি দেরি করেছ—

সেবক উঠিয়া কোট ও টাই মন্মথর হাত হইতে লইল—

যাও, খেয়ে নাও গে। শুধু ইয়ার্কিতে পেট ভরে না।

ঘরের এককোণে একটা আলনা ছিল, সেবক জুতা কোট প্রভৃতি লইয়া সেই দিকে রাখিতে গেল। মন্মথ পা টিপিয়া ভোজনকক্ষের দিকে চলিল।

ভোজনকক্ষে চোর আসনে বসিয়া আহার আরম্ভ করিয়াছে এমন সময় হঠাৎ দ্বার খুলিয়া গেল। চোর চমকিয়া দেখিল এক ব্যক্তি দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া!

মন্মথও একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে তাহার খাদ্য আত্মসাৎ করিতে দেখিয়া ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিল, তারপর চিৎকার করিয়া উঠিল—

অ্যাঁ-কে। চোর—চোর!

চোর তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া একদিকে ছুটিল; মন্মথ চোর চোর বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে তাহার পশ্চাদ্বাধন করিল। ঘরের মধ্যে এক পাক ঘুরিয়া চোর সাঁ করিয়া দ্বার দিয়া বাহির হইল; মন্মথও তাহার পিছনে বাহির হইল।

হল-ঘরে সেবক মন্মথর চিৎকার শুনিয়া তাড়াতাড়ি ভোজনকক্ষের দিকে আসিতেছিল, চোর বিদ্যুদ্বেগে তাহাকে পাশ কাটাইয়া ঘরের অন্য দিকে পলায়ন করিল। কিন্তু মন্মথ সেবককে এড়াইতে পারিল না; সবেগে ঠোকাঠুকি হইয়া দুজনেই ভূমিসাৎ হইল এবং তারস্বরে চোর চোর বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল।

যদুনাথের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া প্রথমেই চাবির গোছাটা মুঠিতে চাপিয়া ধরিলেন, তারপর খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে হল-ঘরে বাহির হইয়া আসিলেন।

ওদিকে নন্দাও অপ্রত্যাশিত সোরগোল শুনিয়া দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিল।

চোর এতক্ষণ ড্রয়িংরুমের দ্বারের কাছে পর্দার আড়ালে লুকাইয়া ছিল; নন্দা নামিয়া আসিবার পর সে সরীসৃপের মতো নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়া উপরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

যদুনাথ ও নন্দা যখন ভূপতিত মন্মথ ও সেবকের কাছে উপস্থিত হইলেন তখন তাহারা পরস্পর ধরাধরি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে।

যদুনাথ কড়া স্বরে বলিলেন-কি হয়েছে, এত চেঁচামেচি কিসের?

মন্মথ ও সেবক একসঙ্গে বলিল—চোর চোর—

নন্দা বলিয়া উঠিল—কই কোথায় চোর?

সে চারিদিকে তাকাইল। যদুনাথ আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন—

অ্যাঁ—চোর! আমার সূর্যমণি—

তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে গিয়া ঠাকুরঘরের দ্বার খুলিলেন। দেখিলেন সূর্যমণি যথাস্থানে আছে, চুরি যায় নাই।

যদুনাথ দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন-যাক, আছে—

তিনি আবার ঠাকুরঘরে তালা লাগাইলেন। ইতিমধ্যে বাড়ির ভিতর হইতে আরও তিন-চারজন ভৃত্য উপস্থিত হইয়াছিল।

মন্মথ তাহাদের বলিল—বাড়িতে চোর ঢুকেছে। খোঁজো তোমরা—ওপরে নীচে চারিদিকে খুঁজে দ্যাখো-যাও—

চাকরেরা ইতি-উতি চাহিতে লাগিল, তারপর ভয়ে ভয়ে এদিকে ওদিকে প্রস্থান করিল।

যদুনাথ মন্মথকে প্রশ্ন করিলেন—কোথায় ছিল চোর? কে দেখলে তাকে?

মন্মথ থতমত খাইয়া বলিল—আমি খাবার জন্যে নীচে নেমে এসে দেখি—

যদুনাথ সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন—খাবার জন্যে? এত রাত্রে?

মন্মথ বলিল—আমি—পৌনে দশটার সময় বাড়ি ফিরেছি কিন্তু খিদে ছিল না তাই নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলাম। তারপর এই মিনিট পাঁচেক আগে নেমে এসে খাবার ঘরে ঢুকে দেখি–

ও—কি দেখলে?

দেখি একটা লোক আমার আসনে বসে বসে খাচ্ছে—

খাচ্ছে!

হ্যাঁ, টপাটপ খাচ্ছে।

নন্দা সহানুভূতির স্বরে বলিল—আহা বেচারা! হয়তো পেটের জ্বালাতেই চুরি করতে ঢুকেছিল—হয়তো কতদিন খেতে পায়নি?

মন্মথ বলিল–তা জানি না। কিন্তু এদিকে আমার নাড়ী জ্বলে যাচ্ছে।

নন্দা বলিল—এস তোমাকে খেতে দিই। আলমারিতে খাবার আছে।

তাহারা ভোজনকক্ষে গেল; যদুনাথ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। চাকরেরা বিভিন্ন দিক হইতে ফিরিয়া আসিল।

জনৈক ভৃত্য বলিল—বাড়িতে চোর নেই বাবু, ওপর নীচে আঁতিপাতি করে খুঁজেছি।

যদুনাথ বলিলেন—নেই তো গেল কোথায়? এই ছিল এই নেই—একি ভেলকিবাজি নাকি!-সদর দরজা খোলা রয়েছে, সেবক কই?

এই সময় একজোড়া ছেঁড়া জুতা দুই হাতে আস্ফালন করিতে করিতে সেবক দরজা দিয়া প্রবেশ করিল।

পেয়েছি! পেয়েছি!—এই দ্যাখো

সেবক দুর্গন্ধ জুতাজোড়া যদুনাথের নাকের সম্মুখে ধরিল। যদুনাথ দ্রুত নাক সরাইয়া লইয়া বিরক্ত স্বরে বলিলেন—

আ গেল যা। কি পেয়েছিস?

সেবক বলিল—জুতো গো বাবু-জুতো। উঁই ঝাড়ের পেছনে জুতো খুলে রেখে বাড়িতে ঢুকেছিল

যদুনাথ জুতার ছিন্ন গলিত অবস্থা নিরীক্ষণ করিলেন।

হুঁ, সত্যিই ছিচকে চোর, খাবার লোভে বাড়িতে ঢুকেছিল। যা রাস্তায় ফেলে দিগে যা।

সেবক লাফাইয়া উঠিল—ঐঃ। ফেলে দেব! পুলিসকে দিতে হবে না?

যদুনাথ অস্ফুটস্বরে বলিলেন-পুলিস! হ্যাঁ, পুলিশকে খবর দেওয়া দরকার। কিছু বলা যায় না।

ওদিকে ভোজনকক্ষে মন্মথ ও নন্দা মুখোমুখি দাঁড়াইয়া ছিল; মন্মথ একটা রেকাবি হাতে লইয়া আহার করিতেছিল। নন্দা ভর্ৎসনাপূর্ণ চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া ছিল।

মন্মথ চিবাইতে চিবাইতে বলিল—চোরে খাবার খেয়ে গেল—হুঁ!

নন্দা বলিল—যেমন কর্ম তেমনি ফল। খাবেই তো চোর। আরও দেরি করে এস!

মন্মথ বলিল-হুঁ।

ওদিকে হল-ঘরে যদুনাথ চাকরদের বলিতেছেন—

চোরটা পালিয়েছে যখন তখন আর কি হবে। তোরা যা, সাবধানে ঘুমোবি। আর সেবক, তুই ঠাকুরঘরের সামনে শুয়ে থাক। আজ অনেক রাত হয়েছে, কাল সকালে পুলিস ডাকব।

অন্য ভৃত্যরা চলিয়া গেল। সেবক চোরের জুতাজোড়া বগলে করিয়া বলিল—ঠাকুরঘরের সামনেই শোব। কিন্তু জুতো ছাড়ছি না। কাল সকালে পুলিস এলেই বলব, এই ন্যাও জুতো!

ইতিমধ্যে মন্মথ ও নন্দা ফিরিয়া আসিয়াছে। নন্দা বলিল—জুতো! কি হবে জুতো?

সেবক বলিল—কী আর হবে? চোরের জুতো পেয়েছি, আজ রাত্তিরে মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকব। তারপর কাল সকালে দেখো।

মন্মথ বলিল—মাথা খারাপ।

যদুনাথ নন্দা ও মন্মথকে বলিলেন—তোমরা শুয়ে পড় গিয়ে। রাত হয়েছে।

যদুনাথ নিজ কক্ষে ফিরিয়া গেলেন। নন্দা ও মন্মথ সিঁড়ি দিয়া উপরে চলিল। সেবক জুতাজোড়া বালিশের মতো মাথায় দিয়া ঠাকুরঘরের সম্মুখে শয়নের উদ্যোগ করিল।

নন্দা ও মন্মথ উপরে আসিয়া নিজেদের ঘরের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল। নন্দার দরজা খোলা রহিয়াছে, ভিতরে আলো জ্বলিতেছে। মন্মথ নিজের ঘরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে যাইবে এমন সময় নন্দা মিনতির সুরে বলিয়া উঠিল—

দাদা, কেন রোজ রোজ এত দেরি কর বল দেখি? আজ তো আর একটু হলেই ধরা পড়ে গিয়েছিলে।

আমি কি ছেলেমানুষ? কচি খোকা?

নন্দা বলিল—না। কিন্তু সে কথা দাদুকে বললেই পারো। আমরা কেন রোজ রোজ তোমার জন্যে দাদুর কাছে মিছে কথা বলব? জানো একটা মিছে কথা বলার জন্যে দাদু আজ ভুবনবাবুকে বিদেয় করে দিয়েছেন?

মন্মথ রুষ্ট কণ্ঠে বলিল—যথেষ্ট হয়েছে, আমাকে আর লেকচার দিও না। আমি তোমার দাদা, তুমি আমার দিদি নও।

মন্মথ নিজের ঘরে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। নন্দা কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া নীরবে অধর দংশন করিল, তারপর ফিরিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল এবং বেশ একটু জোরের সঙ্গে দ্বারের ছিটকিনি লাগাইয়া দিল। তারপর বিরক্ত আহত মুখে ওয়ার্ডরোবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুলের বিননি খুলিতে লাগিল।

ওদিকে মন্মথ নিজের ঘরে গিয়া আলো জ্বালিয়াছিল। ঘরটি নন্দার ঘরের জোড়া; ওয়ার্ডরোবের স্থানে একটি ড্রেসিং টেবিল আছে। মন্মথ ইতিমধ্যে পায়জামার উপর ড্রেসিং গাউন পরিয়াছে, সিগারেট ধরাইয়াছে। এখন সে টেবিলের সম্মুখে বসিয়া একটি দেরাজ খুলিল; দেরাজ হইতে লিলির একটি ছোট ফটোগ্রাফ বাহির করিয়া একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া রহিল এবং ঘন ঘন সিগারেট টানিতে লাগিল।

নন্দা নিজের ঘরে চুল আঁচড়ানো শেষ করিয়া আলনা হইতে কোঁচানো আটপৌরে শাড়ি লইয়া রাত্রির জন্য বেশ পরিবর্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছে এমন সময় এক অদ্ভুত

ব্যাপার ঘটিল। নন্দা সত্রাসে দেখিল, ওয়ার্ডরোবের দ্বার ধীরে ধীরে খুলিয়া যাইতেছে, যেন, ভিতর হইতে কেহ দ্বার ঠেলিয়া খুলিতেছে।

নন্দার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। তাহার বস্ত্র পরিবর্তন ক্রিয়া তখন মধ্যপথে। সে ভয় ও লজ্জায় জড়সড় হইয়া চাপা গলায় বলিয়া উঠিল—

কে?

অমনি ওয়ার্ডরোবের ঈষন্মুক্ত দ্বারপথে একজোড়া যুক্তকর বাহির হইয়া আসিল, সেই সঙ্গে কাতর, কণ্ঠস্বর শুনা গেল—

আমাকে মাফ করুন

কণ্ঠস্বর পুরুষের, কিন্তু অতিশয় করুণ। তার উপর জোড় করা হাত দুটি বিনীতভাবে বাহির হইয়া আছে। নন্দা প্রথমে ত্রাসের ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া ক্ষিপ্র হস্তে বস্ত্র পরিবর্তন করিতে লাগিল।

তুমি কে?

আমি—আমি চোর।

চোর!

ভয় পাবেন না। আমি আপনার কোনও অনিষ্ট করব না। যদি অনুমতি করেন, বেরিয়ে আসব কি?

না না, এখন বেরিও না।

আচ্ছা। দেখুন, আমার কোনও কু-মতলব নেই, আমি ধরা পড়বার ভয়ে লুকিয়ে আছি। আমাকে ক্ষমা করুন।

নন্দা এতক্ষণে বস্ত্র পরিবর্তন সম্পন্ন করিয়াছে। চোরের দীনতা দেখিয়া সে অনেকখানি সাহস ফিরিয়া পাইল। সঙ্গে সঙ্গে এই অদ্ভুত পরিস্থিতির নূতনত্ব তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। চেঁচামেচি করিয়া লোক ডাকিলে চোরকে সহজেই ধরা যায়। কিন্তু না তাহা করিল না। সে স্বভাবতই সাহসিনী। কোমরে আঁচল জড়াইয়া সে নিজের পড়ার টেবিলের কাছে গেল; টেবিলের উপর একটি রুল ছিল, দৃঢ় মুষ্টিতে সেটি ধরিয়া সে চোরের দিকে ফিরিল। বলিল—

এবার বেরিয়ে এস।

চোর যুক্তকরে ওয়ার্ডরোব হইতে বাহির হইয়া আসিল।

নন্দা রুল তুলিয়া বলিল—দাঁড়াও—আর এগিয়ো না।

চোর অমনি দাঁড়াইয়া পড়িল। নন্দা ইতিপূর্বে কখনও চোর দেখে নাই, চোর সম্বন্ধে একটা প্রেত-পিশাচ জাতীয় ধারণা তাহার মনে ছিল। কিন্তু এই চোরের মূর্তি দেখিয়া তাহার সমস্ত ভয় দুর হইল। চোর নিতান্ত নির্জীব প্রাণী। সে সতেজে প্রশ্ন করিল—

তুমি আমার ঘরে ঢুকলে কি করে?

চোর কাতর কণ্ঠে বলিল—আমাকে তাড়া করেছিল, তাই পালাবার রাস্তা না পেয়ে ওপরে পালিয়ে এসেছিলাম-দোহাই আপনার, আমাকে পুলিসে দেবেন না।

চোর দীন নেত্রে নন্দার মুখের পানে চাহিল।

নন্দা বলিল—তুমি চুরি করবার জন্যে এ বাড়িতে ঢুকেছিলে?

চোর উত্তর দিল না, লজ্জাহত চক্ষু নত করিল। নন্দার মনে দয়া হইল; কিন্তু তাহার ভাবভঙ্গি নরম হইল না। রুলের দ্বারা চেয়ার দেখাইয়া সে কড়া সুরে বলিল—

বোস ঐ চেয়ারে।

চোর সঙ্কুচিতভাবে চেয়ারের কানায় বসিল।

নন্দা বলিল—তোমার নাম কি?

দিবাকর-দিবাকর রায়।

নন্দা সবিস্ময়ে প্রতিধ্বনি করিল—দিবাকর রায়। ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে তুমি চুরি কর।

দিবাকর কাতরভাবে বলিল—আমি বড় গরীব কাজকর্ম পাইনি

নন্দা প্রশ্ন করিল—কাজকর্ম পাওনি কেন? লেখাপড়া করেছ?

চোর ছাড়া-ছাড়া ভাবে উত্তর দিল—ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছিলাম—পাস করতে পারিনি। আবার বাবা ভদ্রলোক ছিলেন, কিন্তু তিনি হঠাৎ মারা গেলেন—কিছু রেখে যেতে পারেননি। মা অনাহারে মারা গেলেন-তারপর—তারপর কাজ যোগাড় করবার অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু কেউ কাজ দিলে না। তাই শেষ পর্যন্ত পেটের জ্বালায়

নন্দার মুখ এবার করুণায় কোমল হইল।

পেটের জ্বালায়! তাই বুঝি তুমি খাবারঘরে ঢুকে খেতে বসেছিলে?

দিবাকর বলিল—হ্যাঁ। সবে একটি গ্রাস মুখে তুলেছি এমন সময়

আহা বেচারা! এখনও বোধ হয় তোমার পেট জ্বলছে?

ও কিছু নয়। আমার অভ্যেস আছে।

নন্দা টেবিলের উপর রুল রাখিয়া দিল, সদয় কণ্ঠে বলিল—

তুমি খাবে? আমার ঘরে খাবার আছে।

দিবাকর চেয়ার হইতে উঠিয়া উচ্চকিতভাবে চাহিল।

খাবার!!

হ্যাঁ—এই যে। এস।

নন্দার অনুবর্তী হইয়া দিবাকর চরকি আলমারির কাছে গিয়া দাঁড়াইল, সাগ্রহে খাদ্যদ্রব্যগুলি দেখিয়া নন্দার পানে চোখ তুলিল।

আমাকে এই সব খেতে বলছেন?

হ্যাঁ-খাও না।

আপনার দয়া জীবনে ভুলতে পারব না

এক টুকরা খাদ্য তুলিয়া মুখে দিতে গিয়া দিবাকর সহসা থামিয়া গেল।

কিন্তু—এ তো আপনার খাবার!

নন্দা বলিল—তাতে কি! তুমি খাও।

দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িয়া দিবাকর খাদ্য থালায় রাখিয়া দিল।

না, আপনার মুখের খাবার খেতে পারব না। আপনার নিশ্চয় খিদে পেয়েছে।

নন্দা বলিল—না, আমার খিদে নেই। তুমি খাও না

দিবাকর বলিল—মাফ করবেন, আমি পারব না। আপনার কষ্ট হবে।

নন্দা এবার হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, আমিও খাচ্ছি। এবার খাবে তো?

নন্দা থালা হইতে চিংড়ি মাছের কাটলেট তুলিয়া লইয়া তাহাতে একটু কামড় দিল। দিবাকরের মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দিল। সে একটা লুচি লইয়া মুখে পুরিল। চরকি আলমারির দুই পাশে দাঁড়াইয়া চোর ও গৃহকন্যার যৌথ ভোজন আরম্ভ হইল।

মন্মথ এখনও শয়ন করে নাই, সিগারেট টানিতে টানিতে নিজের ঘরে পায়চারি করিতেছিল। বন্ধ। দরজার সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিবার সময় বাহির হইতে অস্পষ্ট বাক্যালাপ তাহার কানে আসিতেছিল; কিন্তু এতক্ষণ সেদিকে সে মন দেয় নাই। এখন সে হেঁট মুখে দাঁড়াইয়া শুনিবার চেষ্টা করিল, তারপর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দ্বারের দিকে চলিল।

নন্দার ঘরে দুজনের আহার তখন প্রায় শেষ হইয়াছে, দ্বারে ঠকঠক শব্দ শুনিয়া উভয়ে চমকিয়া উঠিল। নন্দা চকিতে নিজের ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া দিবাকরকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিল, তারপর দ্বারের দিকে ফিরিয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিল

কে?

দ্বারের অপর পার হইতে মন্মথর কণ্ঠস্বর আসিল—

আমি। দোর খোলো।

দাদা! কি দরকার?

দোর খোলো–কার সঙ্গে কথা কইছ?

নন্দা নীরবে দিবাকরকে ইশারা করিল, দিবাকর আলমারির পিছনে বসিয়া পড়িল। তখন নন্দা রঘুবংশ বইখানা তুলিয়া লইয়া দ্বারের ছিটকিনি খুলিয়া দাঁড়াইল, ঈষৎ বিরক্তির স্বরে বলিল—এত রাত্রে তোমার আবার কি হল!

মন্মথ সন্দিগ্ধভাবে ঘরের এদিক ওদিক উঁকি মারিল, বলিল—

তুমি এখনও ঘুমোওনি?

না। কিছু দরকার আছে?

মনে হল তুমি কার সঙ্গে কথা কইছ।

কথা কইছি! সে কি? ও-

নন্দা হাসিয়া উঠিল। হাতে খোলা বই দেখাইয়া বলিল—

পড়া মুখস্থ করছিলাম।

এত রাত্রে পড়া মুখস্থ।

হ্যাঁ। শুনবে? শোনো

অমূং পুরঃ পশ্যসি দেবদারুম্
    পুত্রীকৃতহসৌ বৃষভধ্বজেন।

মন্মথ উত্যক্তভাবে বলিল-থাক, দুপুর রাত্রে শ্লোক আওড়াতে হবে না।

সে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। নন্দা আবার দ্বার বন্ধ করিল। যেন মস্ত একটা ফাঁড়া কাটিয়াছে এমনিভাবে সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে বইখানা টেবিলের উপর ফেলিল। দিবাকরের মুণ্ড চরকি আলমারির পিছন হইতে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল। চোখে চোখে বাক্য বিনিময় হইল।

অতঃপর তাহাদের কথাবার্তা অনুচ্চ ফিসফিস্ স্বরে হইতে লাগিল।

দিবাকর বলিল—আপনি দুবার আমাকে রক্ষা করলেন। এবার আমি যাই।

নন্দা বলিল—হাঁ, এবার তোমাকে যেতে হবে! কিন্তু যাবে কোন্ দিক দিয়ে?

দিবাকর খোলা জানালার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল—

বাগানে কেউ আছে কিনা দয়া করে একবার দেখবেন কি?

একটু বিস্মিত হইয়া নন্দা জানালার কাছে গিয়া নীচে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। চাঁদ অস্ত গিয়াছে, নীচে বড় কিছু দেখা যায় না।

নন্দা বলিল—না, কেউ নেই।

দিবাকর বলিল—তাহলে আমি জানালা দিয়েই

নন্দা সরিয়া আসিল; দিবাকর গিয়া জানালা দিয়া উঁকি মারিল।

নন্দা বলিল—কিন্তু যদি পড়ে যাও, হাত-পা ভাঙবে

দিবাকর বলিল—না, পড়ব না, একটা জলের পাইপ আছে।—হাত জোড় করিয়া বলিল—আমাকে আপনি অনেক দয়া করেছেন, এবার বিদায় দিন।

নন্দা আঙুল তুলিয়া বলিল—কিন্তু মনে রেখো, আর কখনও চুরি করবে না। তুমি পুরুষ, ভদ্রসন্তান; কাজ করবে।

দিবাকর বলিল—কাজ পাব কোথায়? যখন কুলি-কাবাড়ীর কাজ পাই তখন করি; আর যখন পাই না-পেটের দায় বড় দায়।

আচমকা একটা কথা নন্দার মনে পড়িয়া গেল; সে বিস্ফারিত নেত্রে কিছুক্ষণ শুন্যে তাকাইয়া রহিল। বড় দুঃসাহসের কথা, কিন্তু একটা হতভাগাকে যদি সৎ পথে আনা যায়। নন্দা দিবাকরের কাছে এক-পা সরিয়া আসিয়া চাপা উত্তেজনার কণ্ঠে বলিল

আমি যদি তোমাকে কাজ দিই, তুমি কাজ করবে?

দিবাকর চমকিয়া উঠিল—কাজ! আপনি আমাকে কাজ দেবেন।

নন্দা বলিল—দিতে পারি। আমার দাদুর একজন সেক্রেটারি চাই। তুমি হিসেব-নিকেশের কাজ জানো?

দিবাকর দ্বিধাভরে বলিল—তা—একটু একটু জানি।

তা হলেই হবে। কিন্তু মনে থাকে যেন, যদি এক পয়সা চুরি হয় তাহলে পুলিশে ধরিয়ে দেব।

বিশ্বাস করুন, কাজ পেলে আমি চুরি করব না। চুরি করা আমার স্বভাব নয়; অভাবে পড়েই

আচ্ছা। বেশ।

নন্দা ওয়ার্ডরোব হইতে একটা দশটাকার নোট লইয়া দিবাকরের হাতে দিল। দিবাকরের মুখ কৃতজ্ঞতায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

নন্দা বলিল—এই নাও দশটাকা। এখন যা বলি শোন। কাল সকালে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ভাল কাপড়-চোপড় পরে দাদুর সঙ্গে দেখা করতে আসবে।

দিবাকর বলিল—আপনি যা বলবেন তাই করব। আর কি করব বলুন। চাকরির কথা আপনার দাদুকে বলব কি?

নন্দা গালে আঙুল ঠেকাইয়া ক্ষণেক চিন্তা করিল। শেষে বলিল—না, তাতে গণ্ডগোল হতে পারে। শোন, আমার দাদু জ্যোতিষ চর্চা করেন। তুমি বলবে, তাঁর নাম শুনে এসেছ; তোমার। কাজকর্ম নেই কবে কাজকর্ম হবে তাই জানতে এসেছ। বুঝলে?

আজ্ঞে বুঝেছি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কাল সকালে আমি আসব।

আবার জোড়হস্তে নন্দাকে নমস্কার করিয়া দিবাকর জানালা পার হইল; তারপর তাহার মস্তক জানালার নীচে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

নন্দা আসিয়া কিছুক্ষণ জানালার নীচে চাহিয়া রহিল; পরে জানালা বন্ধ করিয়া দিল। তাহার মুখে ভয় সংশয় এবং উত্তেজনা মিশিয়া এক অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিল। গত একঘন্টা ধরিয়া এই ঘরে যে ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা স্বপ্ন না সত্য? নিজের দুঃসাহসের কথা ভাবিয়া সে নিজেই স্তম্ভিত হইয়া গেল।

3

পরদিন প্রভাতে বেলা আন্দাজ নটার সময় যদুনাথের হল-ঘরে টেবিল ঘিরিয়া বসিয়া আছেন : স্বয়ং যদুনাথ, ইউনিফর্ম-পরা একজন পুলিস ইন্সপেকটর এবং ড্রেসিং-গাউন-পরা মন্মথ। যদুনাথের চেয়ারের পিছনে নন্দা পিতামহের কাঁধে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে; ইন্সপেকটরের পিছনে দাঁড়াইয়া একজন নিম্নতর পুলিস কর্মচারী খাতা-পেন্সিল হাতে নোট লিখিতেছে; সেবক একটা খালি চেয়ারের পিঠ ধরিয়া দণ্ডায়মান আছে এবং সতর্কভাবে সওয়াল জবাব শুনিতেছে।

খোলা দরজা দিয়া ফটক পর্যন্ত দেখা যাইতেছে।

ইন্সপেকটর বলিলেন—তাহলে চুরি কিছুই যায়নি?

যদুনাথ বলিলেন-না, কিন্তু চোর বাড়ি ঢুকেছিল।

ইন্সপেকটর বলিলেন—তা বটে। চোরকে আপনারা কে কে দেখেছেন?

মন্মথ বলিল—আমি দেখেছি। কিন্তু এক নজর, ভাল করে দেখিনি।

সেবক বলিল—আমিও দেখেছি

ইন্সপেকটর সেবককে বলিলেন—দাঁড়াও, তোমার কথা পরে শুনব।–মন্মথবাবু, আপনি চোরের চেহারা কি রকম দেখছেন বলুন দেখি।

মন্মথ চিবুক চুকাইতে চুলকাইতে চোরের চেহারা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল। এই সময় নন্দা চক্ষু তুলিয়া দেখিল, একটি অপরিচিত যুবক সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিতেছে। যুবকের গোঁফ দাড়ি কামানো, ধারালো মুখ, শরীর ঈষৎ কৃশ, কিন্তু হাড় বাহির করা নয়। পরিধানে খদ্দরের পাঞ্জাবি ও ধোপদুরস্ত ধুতি। নন্দার বুকের ভিতর ধ্বক্ করিয়া উঠিল। এই কি গতরাত্রির চোর?

দিবাকর টেবিলের কাছাকাছি আসিয়া কুণ্ঠিতভাবে একটু কাশিল। সকলে একবার তাহার দিকে চাহিলেন; যদুনাথ চশমা খুলিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিলেন।

কে তুমি বাপু? কি চাও?

দিবাকর বলিল—আজ্ঞে, শ্রীযুক্ত যদুনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।

কণ্ঠস্বর শুনিয়া নন্দা দিবাকরকে নিশ্চয়ভাবে চিনিল; সে দাদুর শুভ্র মস্তকের উপর চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া হৃদযন্ত্রের দ্রুত স্পন্দন চাপিবার চেষ্টা করিল।

যদুনাথ বলিলেন-ও কি নাম তোমার?

আজ্ঞে, দিবাকর রায়।

আচ্ছা, তুমি একটু বোসো, তোমার কথা শুনব—সেবক!

সেবক শূন্য চেয়ারটা টেবিল হইতে একটু দূরে টানিয়া দিবাকরকে বসিতে ইঙ্গিত করিল; দিবাকর বসিল। কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বিনীত ভাবলেশহীন মুখ লইয়া বসিয়া রহিল। বড় মানুষের বাড়িতে এমন কৃপাপ্রার্থী উমেদার কত আসে; কেহ আর তাহাকে লক্ষ্য করিল না।

ইন্সপেকটর তাঁহার প্রশ্নোত্তরের ছিন্নসূত্র তুলিয়া লইলেন—

হ্যাঁ, চোরের চেহারার কথা হচ্ছিল, (মন্মথকে) কি রকম চেহারা দেখেছিলেন মন্মথবাবু?

মন্মথ বলিল—মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ ছিল—রোগা-পটকা চেহারা

সেবক অমনি হাত নাড়িয়া প্রতিবাদ করিল। বলিল-না না, রোগা-পটকা হবে কেন? চোর কখনও রোগা-পটকা হয়?-কালো—মুস্কো—ইয়া জোয়ান

দিবাকর নির্লিপ্তভাবে একবার সেবকের মুখের পানে তাকাইল। মন্মথ বিরক্ত হইয়া বলিল—তুই কি জানিস? আমি বলছি রোগা-পটকা!

সেবক আবার প্রতিবাদ করিবার জন্য মুখ খুলিয়াছিল, ইন্সপেকটর হাত তুলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিলেন। তারপর মন্মথকে প্রশ্ন করিলেন–মন্মথবাবু, চোরের চেহারা যেমনই হোক, বলুন দেখি, চোরকে দেখলে সনাক্ত করতে পারবেন?

মন্মথ চিন্তিতভাবে এদিক ওদিক চাহিল। নন্দার মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়িল; দিবাকর কিন্তু নির্বিকার।

মন্মথ বলিল—তা ঠিক বলতে পারি না। বোধ হয় না।

ইন্সপেকটর সেবককে শুধাইলেন—আর তুমি? চোরকে দেখলে চিনতে পারবে?

সেবক সগর্বে বলিল—আপনি নিয়ে আসুন, আলবৎ চিনব। আমি দেখেছি, ইয়া মুস্কো জোয়ান—ভূষকুণ্ডি কালো

ইন্সপেকটর হাসিয়া যদুনাথকে সম্বোধন করিলেন—

দেখছেন তো, ইনি বলছেন রোগা-পটকা, আর ও বলছে ইয়া মুস্কো জোয়ান। এ রকম অবস্থায় চোরকে সনাক্ত করার তো কোনও উপায় নেই।

উপায় আছে দারোগাবাবু। এই যে উপায়।–মেঝে হইতে টপ করিয়া চোরের জুতাজোড়া তুলিয়া লইয়া সেবক ইন্সপেকটরের সামনের টেবিলের উপর রাখিল এবং সহর্ষে হাত ঘষিতে লাগিল।

ইন্সপেকটর চমকিয়া বলিলেন—এ কি! বদ গন্ধ বেরুচ্ছে। কার জুতো?

সেবক বলিল—চোরের জুতো। উঁই ঝাড়ের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল, আমি খুঁজে বার করেছি।

ইন্সপেকটর রুমাল বাহির করিয়া নাকের উপর ধরিলেন। মন্মথ মুখ বিকৃত করিয়া উঠিয়া গেল এবং ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিল।

ইন্সপেকটর বলিলেন——হুঁ-চোরের জুতো। কম্বল সিং, জুতা লে চলো।...যদি দাগী চোর হয়, হয়তো সনাক্ত করা যাবে।

কম্বল সিং নাক সিটকাইয়া আলাগোছে জুতাজোড়া তুলিয়া লইল।

যদুনাথ বলিলেন—দেখুন ইন্সপেকটরবাবু, কাল রাত্রে যে চোর ঢুকেছিল তার জন্যে আমি বেশি ভাবিনে, আমার মনে হয় ছিচকে চোর, ঘটিটা বাটিটা সরাবার মতলবে ঢুকেছিল।

ইন্সপেকটর বলিলেন–জুতোর অবস্থা দেখে তো তাই মনে হয়।

যদুনাথ বলিলেন—হ্যাঁ। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, আমার বাড়িতে এক অমূল্য জহরৎ আছে—আমার গৃহদেবতা। আপনি বোধ হয় সূর্যমণির নাম শোনেননি।

ইন্সপেকটর বলিলেন—বিলক্ষণ। সূর্যমণির নাম কে না শুনেছে। এমন রুবি বাংলা দেশে আর নেই—

যদুনাথ বলিলেন—হ্যাঁ। আমার ভয় সূর্যমণি নিয়ে। কে জানে, হয়তো কলকাতা শহরে যত পাকা চোর আছে সকলের নজর পড়েছে সূর্যমণির ওপর। এখন পুলিস যদি আমার সম্পত্তি রক্ষা না করে—

ইন্সপেকটর বলিলেন—সকলের সম্পত্তি রক্ষা করাই পুলিসের কাজ। আমরা চেষ্টার ত্রুটি করব না। কিন্তু আপনি যদি special protection চান তাহলে কমিশনার সাহেবকে দরখাস্ত করতে হবে। —আজ তাহলে উঠি। চলো কম্বল সিং।

ইন্সপেকটর নমস্কার করিয়া দ্বারের দিকে চলিলেন। কম্বল সিং জুতাজোড়া নাক হইতে যতদূর সম্ভব দূরে টাঙাইয়া লইয়া চলিল। সেবক তাহাদের ফটক পর্যন্ত আগাইয়া দিতে গেল। হল-ঘরে যদুনাথ, নন্দা ও দিবাকর ছাড়া আর কেহ রহিল না।

যদুনাথ অন্যমনস্কভাবে বসিয়া বোধ করি সূর্যমণির বিপদ-আপদের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। নন্দা ও দিবাকর গোপনে একবার দৃষ্টি বিনিময় করিল। তারপর দিবাকর

উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু রকম গলা ঝাড়া দিল। কিন্তু বিমনা যদুনাথ লক্ষ্য করিলেন না। নন্দা তখন তাঁহার কানের কাছে নত হইয়া বলিল—

দাদু, ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।

যদুনাথ সজাগ হইয়া বলিলেন-ও হ্যাঁ। তা—কি দরকার তোমার বাপু?

দিবাকর উঠিয়া জোড়হস্তে বলিল—আজ্ঞে, আপনার নাম শুনে এসেছি—আমাকে একটু অনুগ্রহ করতে হবে—

যদুনাথ বলিলেন—অনুগ্রহ! কি অনুগ্রহ?

দিবাকর বলিল—আমি শুনেছি জ্যোতিষ শাস্ত্রে আপনার অগাধ পাণ্ডিত্য। তাই এসেছিলাম–যদি আপনি

যদুনাথ খুশি হইলেন।

আঁ–তা—বোসো বোসো—কি নাম বললে? দিবাকর রায়–ব্রাহ্মণ সন্তান নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বেশ বেশ। তা জ্যোতিষ নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করি বটে। তুমি কোত্থেকে খবর পেলে?

আজ্ঞে একথা কি চাপা থাকে। আমি আপনাকে একটু কষ্ট দিতে এসেছি। আমি বড় গরীব, কাজকর্ম কিছু নেই—আপনি যদি দয়া করে দেখে দেন—আর কতদিন কষ্ট ভোগ আছে। সময়টা বড় খারাপ যাচ্ছে—

সময় খারাপ যাচ্ছে? বেশ বেশ। তা ঠিকুজি-কোষ্ঠী এনেছ?

আজ্ঞে এনেছি।

দিবাকর পকেট হইতে কুণ্ডলিত ঠিকুজি বাহির করিয়া দিল। যদুনাথ চশমা পরিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত জাতচক্র পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। দিবাকর ভয়ে ভয়ে একবার নন্দার পানে চোখ তুলিল। যেন নীরবে প্রশ্ন করিল—ঠিক হচ্ছে তো? নন্দা একটু ঘাড় নাড়িল।

যদুনাথ হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—বা বা! এ যে দেখছি মেষ!

দিবাকর হতবুদ্ধি হইয়া বলিল—আজ্ঞে মেষ।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার মেষ রাশি মেষ লগ্ন—একেবারে খাঁটি মেষ।

দিবাকর ঘাড় চুলকাইয়া বলিল—আজ্ঞে আপনি যখন বলছেন তখন তাই। কিন্তু আমার ভাল সময় কবে পড়বে?

যদুনাথ কোষ্ঠী দেখিতে দেখিতে বলিলেন—ভাল সময়? হুঁ-বৃহস্পতি গোচরে তোমার ভাগ্যস্থানে প্রবেশ করেছেন : শনি ষষ্ঠে; রাহু একাদশে। বা বা! তোমার তো ভাল সময় এসে পড়েছে হে!

আজ্ঞে তাই নাকি? কিন্তু কই কিছু তো দেখছি না। বরং খুবই দুঃসময় যাচ্ছে, চাকরিবাকরি নেই—

ও কিছু নয়, সব ঠিক হয়ে যাবে।

চাকরি পাব?

নিশ্চয় পাবে। মেষ রাশি, নবমে বৃহস্পতি, একাদশে রাহু—এ কখনও মিথ্যে হয়। দেখে নিও, শিগগিরই তোমার বরাত ফিরে যাবে।

যদুনাথ জন্মকুণ্ডলী দিবাকরকে ফেরত দিলেন; চশমা খুলিয়া নিশ্চিন্ত মনে তাহার কাচ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। দিবাকর কিছুক্ষণ উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করিল, কিন্তু যদুনাথ আর কিছু বলিলেন না। দিবাকর তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল

আচ্ছা, আজ তাহলে আসি। নমস্কার।

অনিচ্ছা-মন্থর পদে দিবাকর দ্বারের দিকে চলিল। নন্দা অমনি যদুনাথের কানে কানে বলিল—দাদু, ওঁকে যেতে দিচ্ছ?

যদুনাথ বলিলেন—আঁ-কী?

নন্দা বলিল—উনি যদি চাকরি না পান, ভাববেন তুমি জ্যোতিষের কিচ্ছু জান না!

যদুনাথ বিচলিত হইয়া বলিলেন—আঁ-তা?

তোমার তো একজন সেক্রেটারি দরকার, ওঁকেই রেখে নাও না কেন?

ওঃ? আরে তাই তো!...ওহে... কি বলে—দিবাকর! শোনো শোনো

আজ্ঞে?

যদুনাথ বলিলেন—হ্যাঁ—দ্যাখো, আমার একজন সেক্রেটারি দরকার। তুমি পারবে?

দিবাকর ব্যগ্রস্বরে বলিল—আজ্ঞে পারব।

ত্রিশ টাকা মাইনে পাবে, আর খাওয়া-পরা রাজি?

আজ্ঞে রাজি।

রোজকার হিসেব রাখতে হবে, খুচরো খরচ নিজের হাতে করবে; বাড়ির সব কাজ দেখাশুনো করতে হবে-দরকার হলে বাজারে যেতে হবে, ফাই-ফরমাস খাটতে হবে বুঝলে?

আজ্ঞে।

তাহলে আজ থেকেই কাজে লেগে যাও। হ্যাঁ, আর একটা কথা। বাইরে থাকা চলবে না, এই বাড়িতেই থাকতে হবে। ওপরে যে-ঘরে আমার পুরোনো সেক্রেটারি থাকত, সেই ঘরে তুমি থাকবে।

আজ্ঞে থাকব।

সহসা যদুনাথের মনে সংশয়ের উদয় হইল। তিনি দ্বিধাভরে বলিলেন—কিন্তু—তোমার বিষয় কিছুই জানি না—তুমি লোক ভাল বটে তো হে?

দিবাকর আহতস্বরে বলিল—আজ্ঞে আপনি এখনি আমার ঠিকুজি-কোষ্ঠী দেখলেন, আমি ভাল কি মন্দ তা আপনার চেয়ে বেশি আর কে জানে? আপনি তো আমার নাড়ী-নক্ষত্র জেনে নিয়েছেন।

যদুনাথ নিরুদ্বেগ হইয়া বলিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বটে। তুমি মেষ। মেষ কখনো ঠগ জোচ্চোর মিথ্যাবাদী হতে পারে না। আমিও মেষ কিনা।

দিবাকর পুলকিত স্বরে বলিল—আপনিও মেষ!

যদুনাথ বলিলেন—হুঁ। বেশ তুমি থাকো বলেছিলাম কিনা যে শিগগিরই বরাত ফিরে যাবে?

দিবাকর জোড়হস্তে বলিল—অদ্ভুত আপনার গণনা; বলতে না বলতে ফলে গেল। সত্যিই আমার বরাত ফিরেছে।

যদুনাথ স্মিতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং পিরানের বোম খুলিতে লাগিলেন।

নন্দা, দিবাকরকে ওর ঘর দেখিয়ে দে। আমার স্নানের সময় হল—

নন্দা দিবাকরকে বলিল—আসুন আমার সঙ্গে।

নন্দার অনুগামী হইয়া দিবাকর সিঁড়ির দিকে চলিল। তাহারা সিঁড়ির পাদমূল পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে এমন সময় মন্মথ খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে ড্রয়িংরুম হইতে বাহির হইয়া আসিল। দুই পক্ষের মুখোমুখি হইয়া গেল। নন্দা একটু থতমত হইল। বলিল—দাদা, ইনি দাদুর নতুন সেক্রেটারি দিবাকরবাবু।

দিবাকর সবিনয়ে নমস্কার করিল। মন্মথ তাচ্ছিল্যভরে তাহার দিকে একবার ঘাড় নাড়িয়া কাগজ পড়িতে পড়িতে চলিয়া গেল। নন্দা ও দিবাকর সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

উপরের বারান্দায় নন্দা ও দিবাকর গিয়া দাঁড়াইয়াছে, নন্দার চোখে চাপা উত্তেজনা।

নন্দা খাটো গলায় বলিল-প্রথমটা আমিও আপনাকে চিনতে পারিনি, গলা শুনে চিনলাম। দাদা আর সেবক তো–

সে মুখে আঁচল দিয়া হাসি চাপা দিল।

দিবাকর বলিল—ওঁদের সঙ্গে এমন অবস্থায় দেখা করতে হয়েছিল যে। আমিও ওঁদের চিনতে পারিনি।

নন্দা গম্ভীর হইয়া বলিল—এটা আমার ঘর; এটা দাদার। আর এই ঘরে আপনি থাকবেন।

নন্দার দরজার লাগাও আর একটা দরজা ভেজানো ছিল, নন্দা তাহা ঠেলিয়া খুলিয়া দিল। ঘরটি অপেক্ষাকৃত ছোট; আসবাবের মধ্যে একটা উলঙ্গ খাট, টেবিল ও চেয়ার।

নন্দা বলিল—ঘরটা খালি পড়ে আছে, বিশেষ কিছু নেই। আমি আজই সাজিয়ে-গুছিয়ে দেব।

দিবাকর তদগতভাবে বলিল—আর কিছু দরকার নেই; এই আমার পক্ষে স্বর্গ।

নন্দা বলিল—কিন্তু দাদু চান আমরা যে ভাবে থাকি তাঁর সেক্রেটারিও সেইভারে থাকবে, ঠিক বাড়ির ছেলের মতো।

দিবাকর বলিল-দেবতুল্য মানুষ আপনার দাদু। ওঁর সেবা করবার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি।—ওঁর ঘর কোনটা?

নন্দা বলিল—দাদু ওপরে শোন না। একে তো বাতের ব্যথার জন্যে ওপর-নীচে করতে কষ্ট হয়, তাছাড়া ঠাকুরঘরে সূর্যমণি আছে—

দিবাকর সরলভাবে বলিল—সূর্যমণির নাম শুনলাম নীচে, কি জিনিস বুঝতে পারলাম না।

নন্দা ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল—সূর্যমণি আমাদের গৃহদেবতা।—দেখুন, আমি দাদুর কাছে আপনার সত্যিকার পরিচয় লুকিয়ে আপনাকে ভাল হবার সুযোগ দিয়েছি, একথা যেন ভুলে যাবেন না।

হাত জোড় করিয়া দীনকণ্ঠে দিবাকর বলিল—আপনার দয়া কখনও ভুলব না।

.

সেইদিন অপরাহ্নে খোলা ফটকের সামনে দাঁড়াইয়া সেবক ও গুর্খা দারোয়ান বাক্যালাপ করিতেছিল।

গুর্খা বলিল—আজ সুবেরকো পুলিস আয়ী থি। ফি ক্যা হুয়া, সেবকরামজী?

সেবক বলিল—অনেক ব্যাপার হুয়া। দাদাবাবু তো সব ভেস্তে দিয়েছিল, আমি শেষ রক্ষে করলুম।

ক্যাসা? ক্যাসা?

দাদাবাবু পুলিসকে বললে—চোরটা ছিল রোগা-পটকা। আচ্ছা তুমিই বল তো গুরুঘণ্টাল সিং, তুমি তো দশ বছর ধরে দারোয়ানগিরি করছ, চোর কখনও রোগা-পটকা হয়?

চোর হাম কভী দেখা নেই, সেবকরামজী। হামকো দেখনে সে হী দূরসে চোর ভাগতা হ্যায়।

এই সময় বিলাতী বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া মন্মথ বাহির হইয়া আসিল।

গুর্খা স্যালুট করিল। সেবক মন্মথর কাছে ঘেঁষিয়া নিম্নস্বরে বলিল—মনে আছে তো? আজ ফিরতে দেরি করেছ–

মন্মথ বিরক্তভাবে বলিল—আচ্ছা আচ্ছা

রাস্তা দিয়া একটা খালি ট্যাক্সি যাইতেছিল, মন্মথ তাহাতে চড়িয়া চলিয়া গেল। সেবক গুর্খার দিকে ফিরিল–

কি বলছিলে, চোর তোমাকে দেখেই পালিয়ে যায়? ভারি মদ্দ তুমি। কাল তবে বাড়িতে চোর ঢুকলো কি করে? তুমি যে বন্দুক ঘাড়ে করে পাহারা দিচ্ছিলে, কই, ধরতে পারলে না?

গুর্খা বলিল—আরে হা কৈসে পাকড়েগা। চোর ফাটকসে ঘুসাথা থোড়ই।

সেবক বলিল-নাই বা ঘুসা থা ফাটক দিয়ে। চোর ধরা তোমার কাজ, তুমি দারোয়ান। ধরনি কেন? তার বেলা এই সেবকরাম।

গুর্খা বলিল-ক্যা তুম চোর পাড়্হাথা? সেবক বলিল—পাড়া থা নেই, কিন্তু দেখা থা। আর চোরের জুতো খুঁজে বার কিয়া থা। চোর কা জুতা? হুঁ হ্যাঁ, জুতো। তো জুতা লেকে তুম্ কা করেগা, চবায় গা? চোর তো ভাগ গয়া।

সেবক চোখ পাকাইয়া বলিল—দ্যাখ গুরুঘন্টাল সিং, তুমি আমার সঙ্গে বুঝে-সমঝে কথা বলবে। চোরের জুতো আমি চিবোব কেন? চিবোতে হয় পুলিস চিবোক্।

সেবক রুষ্ট মুখে বাড়ির দিকে চলিয়া গেল।

4

রাত্রি। লিলির ড্রয়িংরুম।

দাশু, ফটিক ও লিলি বসিয়া শরবত খাইতেছে। লিলির পরিধানে নৃত্য-বেশ; দাশু ও ফটিকের সাহেবী পোশাক।

দাশু গেলাস হাতে লইয়া রাস্তার দিকের জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল—খোকার আসবার সময় হল। রাস্তার ওপর নজর রাখি। আচমকা এসে না পড়ে।

ফটিক বলিল-লিলি, আর দেরি নয়। অনেক খেলিয়েছ, এবার মাছ ডাঙায় তোলো।

লিলি মাথা নাড়িয়া বলিল-উহু, আরও খেলবে।

ফটিক বলিল—খেলালে খেলবে না কেন? কিন্তু আর খেলাবার দরকার আছে কি? আমার তো মনে হয়, এবার টান দিলেই মাছ ডাঙায় উঠবে।

লিলি বলিল—উহু, আরও সময় চাই। তুমি ওদের ধাত জানো না, ফটিক, ওরা বড়মানুষের ছেলে; চুনোপুঁটি নয়, রুই-কাতলা, হঠাৎ টান মারলে সুতো ছিঁড়ে যাবে।

বেশ, তোমার কাজ তুমি জানো। কিন্তু মনে রেখো, চোরাবাজারেও সূর্যমণির দাম দুলাখ টাকা। শেষে ফসকে না যায়।

ফসকাবে না।

জানালা দিয়া মোটর হর্নের আওয়াজ আসিল। দাশু বলিল

এসেছে।

লিলি বলিল-এবার তাহলে অভিনয় আরম্ভ হোক।—দাশুবাবু, আর এক পেয়ালা শরবত

মন্মথ প্রবেশ করিল। দাশু ও ফটিককে দেখিয়া তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল; সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। লিলি স্বাগত করিল—এই যে মন্মথবাবু! আসুন।

মন্মথ লিলির পাশে গিয়া দাঁড়াইল, ক্ষুব্ধস্বরে বলিল-ভেবেছিলাম আজ আপনি একলা থাকবেন।

দাশু একটা মুখভঙ্গি করিল; ফটিক যেন শুনিতে পায় নাই এমনিভাবে সিগারেট ধরাইল। লিলি মিষ্ট হাসিয়া বলিল—একলা থাকবার কি যো আছে, মন্মথবাবু! এই দেখুন না, ফটিকবাবু নেমন্তন্ন করেছেন, গ্র্যাণ্ড হোটেলে যেতে হবে। সেখানে আজ বল ডান্স আছে।

মন্মথ নিরাশকণ্ঠে বলিল—বল ডান্স!

লিলি কহিল–বসুন না, এখনও আমাদের বেরুতে দেরি আছে। এক গ্লাস ঘোলের শরবত আনতে বলব?

না, থাক মন্মথ একটা চেয়ারে উপবেশন করিল। এই সময় লিলির গলায় একটি সুন্দর জড়োয়া কণ্ঠি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া লিলি নিজের গলায় হাত দিল—

কী সুন্দর পেণ্ডেন্ট দেখেছেন, মন্মথবাবু? আজ ফটিকবাবু উপহার দিলেন।

মন্মথ এ পর্যন্ত লিলিকে কোনও দামী জিনিস উপহার দিতে পারে নাই; তাহার মুখে ঈর্ষামিশ্রিত লজ্জা ফুটিয়া উঠিল। ফটিক সবিনয়ে তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল—তুচ্ছ জিনিস, তুচ্ছ জিনিস, লিলি দেবী। আপনার মরাল-গ্রীবার যোগ্য নয়।

দাশু আসিয়া টেবিলের উপর শুন্য গেলাস রাখিল। বলিল—আমার কথাটা ভুলবেন না, লিলি দেবী। আসছে হপ্তায় আমার পার্টিতে যেতেই হবে, না গেলে ছাড়ব না। আপনার জন্যই এত আয়োজন করছি।

লিলি বলিল—তা যাবার চেষ্টা করব। জানেন মন্মথবাবু, দাশুবাবু এত ভাল পার্টি দেন যে কী বলব। চার-পাঁচ হাজার টাকা খরচ করেন।

দাশু উদার কণ্ঠে বলিল—চার-পাঁচ হাজার টাকা আর এমন কি বেশী! আমার সমস্ত জমিদারীটাই আপনার পায়ে তুলে দিতে রাজি আছি, লিলি দেবী। কিন্তু আপনি নিচ্ছেন কৈ?

লিলি চোখ বড় বড় করিয়া বলিল—তা কি আমি নিতে পারি? মন্মথবাবু, আপনি বলুন তো, এ রকম উপহার কি কোনও ভদ্রমহিলার নেওয়া উচিত? তাতে কি নিন্দে হয় না?

ফটিক বলিল—ও আলোচনা এখন থাক। দেরি হয়ে যাচ্ছে। মন্মথবাবু, আপনি যদি আসতে চান তো আসুন না। নাচতে জানেন নিশ্চয়ই?

মন্মথ অপ্রতিভ ও মর্মাহত হইয়া অর্ধস্ফুটস্বরে বলিল—আমি—আমি—নাচতে জানি না

ফটিক দাঁত খিচাইয়া হাসিল—তাতে কি? আমরা আপনাকে নাচাব অখন—মানে, আমাদের নাচ দেখতে দেখতেই শিখে যাবেন।

মন্মথ শুষ্কস্বরে বলিল—না, আজ আমাকে সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে হবে। কাল রাত্রে বাড়িতে চোর ঢুকেছিল।

দাশু চমকিয়া উঠিল—চোর!

ফটিক তাহার প্রতিধ্বনি করিল—চোর!

লিলি শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল—কিছু চুরি গেছে নাকি?

মন্মথ বলিল—না, চুরি যায়নি। কিন্তু সাবধান থাকা দরকার। আচ্ছা আজ আমি চললাম, আর একদিন আসব।

লিলি মধুর কণ্ঠে বলিল—নিশ্চয় আসবেন, ভুলবেন না যেন।

মন্মথ প্রস্থান করিলে তিনজনে উদ্বিগ্নভাবে পরস্পর মুখের পানে চাহিল।

ফটিক বলিল—এ আবার এক নতুন ফ্যাসাদ। চোর! হয়তো সূর্যমণির ওপর আর কারু নজর পড়েছে—

দাশু মুখ অন্ধকার করিয়া বলিল—আমরা তোড়জোড় করে কাজটা বেশ গুছিয়ে এনেছি, এখন যদি আর কেউ ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেয়ে যায়।

ফটিক বলিল—লিলি, আর নয়, চটপট জাল গুটিয়ে ফ্যালো। নইলে জেলের মাছ চিলে ছোঁ মারবে। কলকাতা শহরে আমাদের মতো অনেক ঘাগী জাল পেতে বসে আছে।

লিলি ভাবিতে ভাবিতে বলিল—হুঁ। আমি ভাবছি সূর্যমণির দিকে হাত বাড়াবে এত বুকের পাটা কার? কানামাছি নয় তো?

দাশু চোয়াল ঝুলিয়া পড়িল—কানামাছি!

তিনজনের মুখেই আশঙ্কার ছায়া ঘনীভূত হইল।

.

পরদিন প্রাতঃকালে যদুনাথের লাইব্রেরি ঘরে বসিয়া দিবাকর এক তাড়া নোট গুনিতেছিল; তাহার সম্মুখে একটি বাঁধানো হিসেবের খাতা। নোট গোনা শেষ হইলে সে নোটগুলি টেবিলের উপর রাখিয়া হিসাবের খাতা টানিয়া লইল। কিন্তু কি করিয়া সংসারের হিসাব লিখিতে হয় তাহা তাহার জানা নাই; সে খাতাটা কয়েকবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া শেষে তাহার প্রথম পৃষ্ঠায় পেন্সিল দিয়া লিখিতে আরম্ভ করিল।

এই সময় ঠাকুরঘর হইতে পুজারতির ঘন্টা ও নন্দার গানের আওয়াজ ভাসিয়া আসিল। দিবাকর কয়েক মুহূর্ত স্থির হইয়া শুনিল, তারপর নোটগুলি পকেটে পুরিয়া এবং হিসাবের খাতাটি বগলে লইয়া লাইব্রেরি হইতে বাহির হইল।

ঠাকুরঘরে তখন সূর্যদেবতার পূজা আরম্ভ হইয়াছে। যদুনাথ এক হাতে ঘন্টা নাড়িয়া পূজা করিতেছেন; নন্দা সূর্যের স্তব গাহিতেছে—

নমো নমো হে সূর্য,
তুমি জীবন জয়-তুর্য।
জবাকুসুম সঙ্কাশম
সকল কলুষ-তম নাশম,
নমো নমো হে সূর্য।
চির-জ্যোতির্ময়, অন্তর-পঙ্ক
বহ্নি প্রবাহে কর অকলঙ্ক।
তব কাঞ্চন লাবণ্য
যুগে যুগে ধন্য হে ধন্য,
সুন্দর, ত্রিভুবন পূজ্য
নমো নমো হে সূর্য।

দিবাকর দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। যদুনাথ তাহাকে দেখিতে পাইয়া হস্ত সঙ্কেতে তাহাকে ভিতরে আসিয়া বসিতে বলিলেন। দিবাকর এক কোণে আসিয়া বসিল এবং দেবতাটিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

গান শেষ হইলে যদুনাথ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিলেন। নন্দা গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল, দিবাকর অবনত হইয়া যুক্ত কর কপালে ঠেকাইল। যদুনাথ উঠিবার উপক্রম করিয়া বলিলেন—

দিবাকর, আমার ঠাকুরকে চিনতে পারলে?

দিবাকর বলিল—আজ্ঞে না, এমন ঠাকুর আমি কখনো দেখিনি। কে ইনি?

যদুনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—ইনিও দিবাকর।

আজ্ঞে!!

দিবাকর, সূর্য, হিরন্ময় পুরুষ, জগতের প্রাণ, জীবের জীবন। সোনার মণ্ডলের মধ্যে পদ্মরাগমণি; বিগ্রহ দেখে চিনতে পারলে না! ইনিই আমার কুলদেবতা।

পদ্মরাগমণি! এতবড় পদ্মরাগমণির তো অনেক দাম!

দাম! টাকা দিয়ে এর দাম হয় না, দিবাকর। এই সূর্যমণি আমার বংশে সাতপুরুষ ধরে আছেন। ইনি যতদিন আছেন, ততদিন কোনও অনিষ্ট আমার বংশকে স্পর্শ করতে পারবে না।

সকলে ঠাকুরঘরের বাহিরে আসিলেন। যদুনাথ দরজায় তালা লাগাইয়া চাবির গোছা কোমরে গুঁজিলেন। দিবাকরকে বলিলেন

তোমাকে সকালে খরচের টাকা দিয়েছি। যেমন যেমন খরচ হচ্ছে, হিসেব রাখছো তো?

দিবাকর বলিল—আজ্ঞে রাখছি। কিন্তু হিসেবটা ঠিক রাখা হচ্ছে কিনা বুঝতে পারছি না। যদি একবার দেখিয়ে দেন—

যদুনাথ বলিলেন-সংসারের খুঁটিনাটি হিসেব রাখা শক্ত বটে। আমার চশমা—(চশমা খুঁজিলেন) কোথায় রেখেছি। নন্দা, তুমি দেখিয়ে দাও কি করে হিসেব রাখতে হবে।

নন্দা বলিল—আচ্ছা, আসুন আমার সঙ্গে

নন্দার পিছু পিছু দিবাকর ড্রয়িংরুমে গেল। নন্দা একটা সোফায় বসিয়া বলিল—কৈ দেখি, কি হিসেব লিখেছেন।

দিবাকর সোফার পাশে দাঁড়াইয়া হিসাবের খাতা নন্দাকে দিল।

নন্দা বলিল—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না। এইখানে বসুন।

নন্দা নিজের পাশে নির্দেশ করিল। দিবাকর বিহ্বল হইয়া পড়িল—

আমি-না না—আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই

নন্দা বলিল—কি মুশকিল! কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন? এত সঙ্কোচ কিসের?

দিবাকর বলিল—না না, সঙ্কোচ নয়। কিন্তু আপনার পাশে

নন্দা বলিল—আমার পাশে বসলে কোনও ক্ষতি হবে না, আমার সংক্রামক রোগ নেই। আপনি দেখছি ভারি সেকেলে।

মোটেই না। তবে

তবে আপনার মনে নিজের সম্বন্ধে ক্ষুদ্রতা-বোধ আছে।—দিবাকরবাবু, নিজেকে ছোট মনে করবেন না, অতীতের কথা ভুলে যান। ভাবতে শিখুন, আপনি কারুর চেয়ে হীন নন। তবেই অতীতকে কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

তাহলে বসি—? দিবাকর সঙ্কুচিতভাবে বসিল।

নন্দা হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ, অনেকটা হয়েছে। এবার দেখি খাতা।

নন্দা খাতা খুলিল।

এই সময় উপরে নিজের ঘরে মন্মথ সাজগোজ করিতেছিল। কোট পরিয়া ড্রেসিং টেবিল হইতে মনিব্যাগ লইয়া খুলিয়া দেখিল তাহাতে মাত্র দুই-তিনটি টাকা আছে। মন্মথর কপালে উদ্বেগরেখা পড়িল। সে অধর দংশন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

নীচে ড্রয়িংরুমে না দিবাকরের হিসাব দেখিয়া কলকণ্ঠে হাসিতেছে—

এ কী লিখেছেন! এরকম করে বুঝি হিসেব লেখে?

দিবাকর লজ্জাবিমূঢ় কণ্ঠে বলিল—আমি জানি না; আপনি শিখিয়ে দিন।

নন্দা সদয় কণ্ঠে বলিল—আপনি কখনও লেখেননি তাই ভুল করেছেন। নইলে হিসেব লেখা খুব সহজ; তার জন্যে বি-এ এম-এ পাস করতে হয় না। এই দেখুন। —যে খাতায় হিসেব লিখবেন তাকে দুভাঁজ করুন। এই ভাবে—কেমন? এটা হল জমার দিক, আর এটা খরচের দিক। বুঝলেন? এখন পাতার মাথায় আজকের তারিখ দিন। (নিজেই তারিখ লিখিল) হয়েছে? আচ্ছা, আজ দাদু আপনাকে কত টাকা দিয়েছেন?

দিবাকর বলিল–পঞ্চাশ টাকা। তার মধ্যে খরচ হয়েছে

নন্দা বলিল—খরচের কথা পরে হবে। এখন জমার পঞ্চাশ টাকা এই দিকে লিখুন— নিজেই লিখিল)—আজ যদি দাদু আপনাকে আরও টাকা দেন তাহলে এই দিকে জমা করবেন

দিবাকর বলিল—এইবার বুঝেছি। খরচের হিসেব এই দিকে থাকবে। আমায় খাতা দিন, এবার আমি লিখতে পারব।

নন্দা হাসিতে হাসিতে তাহাকে খাতা ফিরাইয়া দিল।

এই সময় মন্মথ সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিতেছিল। সে অর্ধেক সিঁড়ি নামিবার পর নন্দা হাসিমুখে ড্রয়িংরুম হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং উপরে উঠিতে লাগিল। মন্মথকে সকালবেলা সাজগোজ করিয়া বাহির হইতে দেখিয়া সে একটু বিস্মিত হইল, কিন্তু কোনও প্রশ্ন করিল না।

মন্মথ হল-ঘরে নামিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল, যেন কাহাকেও খুঁজিতেছে। তারপর ড্রয়িংরুমের পর্দা সরাইয়া ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সে জানিল না, নন্দা সিঁড়ির অর্ধপথে দাঁড়াইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে।

দিবাকরকে ড্রয়িংরুমে দেখিয়া মন্মথ প্রবেশ করিল। দিবাকর মনোযোগের সহিত খাতা লিখিতেছিল, সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মন্মথ বলিল—তুমি নতুন বাজার-সরকার না? কি নাম তোমার

দিবাকর বলিল—দিবাকর।

হা হা। দ্যাখো, আমার হঠাৎ কিছু টাকার দরকার হয়েছে। তোমার কাছে টাকা আছে তো?

আছে—

আমাকে আপাতত গোটা পঁচিশ দাও তো।

আজ্ঞে–তা—হিসেবে কী খরচ লিখব?

হিসেবে কিছু লেখবার দরকার নেই। তুমি নতুন লোক, তাই জানো না। দাও দাও, দেরি হয়ে যাচ্ছে–

কিন্তু কর্তাবাবু যখন হিসেব চাইবেন, তখন এই পঁচিশ টাকার কী হিসেব দেব?

আঃ, তুমি দেখছি একেবারেই গবেট। দাদুকে এ টাকার কথা বলবে না। হিসেবের খাতা তোমার হাতে, তুমি adjust করে নেবে বুঝলে? ভুবনবাবুও তাই করত—

দিবাকর ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। ইতিমধ্যে নন্দা যে নিঃশব্দে আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছে তাহা কেহই লক্ষ্য করে নাই। তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া উভয়ে চমকিয়া উঠিল।

দাদা

নন্দা কাছে আসিয়া তীক্ষ্ণ তিরস্কারের চক্ষে মন্মথর পানে চাহিল। ধরা পড়িয়া গিয়া মন্মথ কাঁচামাচুভাবে চক্ষু নত করিল।

নন্দা বলিল—দাদা, এ তুমি কী করছ, নিজের কর্মচারীকে জোচ্চুরি করতে শেখাচ্ছ?

মন্মথ আমতা-আমতা করিয়া বলিল—আমি—আমার কিছু টাকার দরকার।

নন্দা সবিস্ময়ে বলিল—টাকার দরকার। মাসের পয়লা হাত-খরচের টাকা তুমি পাওনি?

এঁ—পেয়েছিলাম। কিন্তু

এই এগারো দিনে একশ টাকা খরচ করে ফেলেছ! কিসে খরচ করলে? (মন্মথ নীরব) দাদা, কি করো এত টাকা নিয়ে। দাদু যদি জিগ্যেস করেন, তখন কী জবাব দেবে?

মন্মথ ভয় পাইয়া বলিল—না না, দাদু জানতে পারবেন কেন? আমার পকেট থেকে টাকা চুরি গিয়েছিল—তাই

নন্দা বলিল—কেন মিছে কথা বলছ দাদা, তুমি খরচ করেছ। কিসে খরচ করেছ তুমিই জানো। কিন্তু এসব ভাল কথা নয়।

নন্দার তিরস্কার মন্মথর অসহ্য বোধ হইতেছিল, কিন্তু এ সময় মেজাজ দেখাইবার সাহস তাহার নাই; সে প্যাঁচার মতো মুখ করিয়া দ্বারের দিকে চলিল।

নন্দা বলিল—শোনো। বাইরে যাচ্ছ দেখছি। হাতে কি একটিও টাকা নেই?

মন্মথ বলিল-না।

নন্দা তখন দিবাকরের দিকে ফিরিয়া বলিল—দিবাকরবাবু, দাদাকে পাঁচটা টাকা দিন।

দিবাকর মন্মথকে টাকা দিয়া বলিল—হিসেবে কি লিখব?

নন্দা বলিল—আমার নামে খরচ লিখুন; আমি এখনও হাত-খরচের টাকা নিইনি। কিন্তু দাদা, মনে থাকে যেন!

আচ্ছা আচ্ছা

মন্মথ একরকম রাগ করিয়াই চলিয়া গেল। ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যে এই কলহের সাক্ষী হইয়া দিবাকর বড়ই অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছিল এবং হিসেবের খাতার আড়ালে আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেছিল! নন্দা তাহার ভাব দেখিয়া একটু হাসিল, বলিল

দিবাকরবাবু, দাদা টাকাকড়ি সম্বন্ধে বড় আলগা। দাদুকে আজকের কথা যেন বলবেন না।

না না।

আর একটা কথা। রাত্রি দশটার পর আমরা কেউ বাড়ির বাইরে থাকি দাদু পছন্দ করেন না। কিন্তু দাদা প্রায়ই দেরি করে বাড়ি ফেরে। একথাটাও দাদুর কানে না ওঠে। দাদু সেকেলে মানুষ

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কাউকে কোনও কথা আমি বলব না। কিন্তু মন্মথবাবু যদি আবার টাকা চান?

নন্দা দৃঢ়স্বরে বলিল-আপনি দেবেন না।

.

লিলির ড্রয়িংরুমে লিলি সোফায় অঙ্গ এলাইয়া চকোলেট চিবাইতেছে এবং একটা সচিত্র বিলাতী পত্রিকার ছবি দেখিতেছে। ঘরে আর কেহ নাই।

মন্মথ প্রবেশ করিল। তাহার দুই হাত পিছনে লুক্কায়িত, মুখে হাসি।

সে বলিল—মিস লিলি, আপনার জন্যে একটা জিনিস এনেছি।

লিলি হাস্যোজ্জ্বল মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল

মন্মথবাবু! কি জিনিস এনেছেন। দেখি দেখি—

একটি গোলাপ ফুলের তোড়া মন্মথ লিলির সম্মুখে ধরিল। লিলির মুখ দেখিয়া বোঝা গেল সে নিরাশ হইয়াছে, কিন্তু সে চকিতে মনোভাব গোপন করিয়া হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিল।

বাঃ! কি সুন্দর ফুল! আমি গোলাপ ফুল বড্ড ভালবাসি।

মন্মথ বলিল—আমি কিন্তু অন্য ফুল ভালবাসি।

সত্যি? কী ফুল ভালবাসেন?

কমল ফুল—যার বিলিতি নাম লিলি।

লিলি সলজ্জ মুখভঙ্গি করিয়া বলিল—কী দুষ্টু আপনি!

মন্মথ গদগদ-মুখে লিলির একটা হাত চাপিয়া ধরিল—

লিলি! সত্যি বলছি, তোমাকে আমি লভ করি। এত দিন মুখ ফুটে বলতে পারিনি; যখনি বলতে চেয়েছি, হয় দাশুবাবু নয় ফটিকবাবু—

এই সময় যেন তাক বুঝিয়া দাশু প্রবেশ করিল! লিলি তাড়াতাড়ি হাত ছাড়াইয়া লইল বলিল—

ওঃ! দাশুবাবু

মন্মথ ক্রোধে মুখ বিশ্বম্ভর করিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। দাশু লিলির কাছে আসিয়া ছদ্ম বিরক্তির সহিত বলিল—ভেবেছিলাম আপনি একলা থাকবেন, কিন্তু! (তোড়া দেখিয়া) ফুল কোথা থেকে এল? মন্মথবাবু এনেছেন নাকি?

লিলি বলিল—হ্যাঁ, কি সুন্দর ফুল দেখুন, দাশুবাবু!

দাশু অবজ্ঞাভরে বলিল—ফুল আমি অনেক দেখেছি, লিলি দেবী। ফুল মন্দ জিনিস নয়; কিন্তু তার দোষ কি জানেন? শুকিয়ে যায়, বাসি হয়ে যায়; দুদিন পরে আর কেউ তার পানে ফিরে তাকায় না।

মন্মথ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া গভীর ভ্রূকুটি করিয়া দাশুর পানে তাকাইয়া ছিল; দাশু কিন্তু তাহার ভ্রুকুটি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করিয়া বলিল—

কিন্তু দুনিয়ায় এমন জিনিস আছে যা শুকিয়ে যায় না, বাসি হয় না; যার সৌন্দর্য চিরদিন অম্লান থাকে—এই দেখুন।

দাশু পকেট হইতে একটি মখমলের ক্ষুদ্র কৌটা লইয়া লিলির চোখের সামনে খুলিয়া ধরিল; সোনার আংটিতে কমলকাট হীরা ঝকমক করিয়া উঠিল। দাশু মন্মথর দিকে মুখ বাঁকাইয়া একটু হাসিল

ফুলের চেয়ে এর কদর বেশি, লিলি দেবী।

লিলি আগ্রহাতিশয্যে ফুলের তোড়াটা টেবিল লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া দিল, তারপর আংটির কৌটা হাতে লইয়া উদ্দীপ্তচক্ষে দেখিতে লাগিল। তোড়াটা টেবিলের কানায় লাগিয়া মেঝেয় পড়িল।

লিলি বলিল—কি চমৎকার হীরের আংটি। মন্মথবাবু, দেখুন দেখুন

মন্মথ অন্ধকার মুখে ফুলের তোড়াটা তুলিয়া টেবিলের উপর রাখিল এবং লিলির পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

লিলি বলিল—দেখছেন, হীরেটা জ্বলজ্বল করছে! নতুন কিনলেন বুঝি, দাশুবাবু?

দাশু বলিল—না, আমার ঠাকুমার গয়নার বাক্সে ছিল; কত দিন থেকে আমাদের বংশে আছে তার ঠিক নেই। স্যাকরাকে দেখিয়েছিলাম, সে বললে আড়াই হাজার টাকা দিয়ে কিনে নিতে রাজি আছে। আমি দিলাম না। হাজার হোক বংশের একটা এয়ারলুম—

মন্মথ মনে মনে জ্বলিতেছিল, আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; বিকৃতমুখে বলিয়া উঠিল—

কী এয়ারলুম দেখাচ্ছেন আপনি! এ আবার একটা হীরে! আমার বাড়িতে যে-জিনিস আছে তা দেখলে ট্যারা হয়ে যাবেন।

দাশু ভঙ্গি করিয়া কিছুক্ষণ মন্মথর পানে চাহিয়া রহিল।

বটে? কি জিনিস আছে আপনার বাড়িতে?

সূর্যমণির নাম শোনেননি কখনও? লিলি দেবি, আপনিও শোনেননি?

লিলি যেন অবাক হইয়া বলিল—না। সে কি জিনিস, মন্মথবাবু?

মন্মথ সগর্বে বলিল—অ্যাতবড় বিলিতি বেগুনের মতো একটা পদ্মরাগমণি—যাকে রুবি বলে। আমাদের বংশে সাত পুরুষ ধরে আছে।

লিলি বলিল—আঁ—সত্যি! টমাটোর মতো রুবি! কত দাম হবে, মন্মথবাবু?

মন্মথ উচ্চাঙ্গের হাসিয়া বলিল—দাম তার সাত পয়জার। টাকা দিয়ে কিনবে এমন লোক ভারতবর্ষে নেই।

লিলি বলিল—উঃ! এত দামী রুবি! আমার যে ভারি দেখতে ইচ্ছে করছে। মন্মথবাবু, একবারটি দেখাতে পারেন না?

মন্মথ থতমত হইয়া বলিল—সে—সে আমাদের গৃহদেবতা, ঠাকুরঘরে থাকে। দাদু সর্বদা ঠাকুরঘরে চাবি দিয়ে রাখেন।

দাশু ব্যঙ্গ হাস্য করিয়া বলিল—বিলিতি বেগুনের মতো রুবি দেখা আমাদের কপালে নেই। কি আর করবেন, লিলি দেবী, আপাতত এই মটরের মতো হীরেটাই দেখুন। পছন্দ হয়?

লিলি মুগ্ধভাবে নিরীক্ষণ করিল। বলিল—খুব পছন্দ হয়। কিন্তু

দাশু উদার স্বরে বলিল—তাহলে ওটা আপনিই নিন। আপনাকে উপহার দিলাম।

লিলি বলিয়া উঠিল—আঁ-না না, এত দামী জিনিস।

দাশু জোর করিয়া লিলির আঙুলে আংটি পরাইয়া দিতে দিতে বলিল—দামী জিনিসই আপনার হাতে মানায়। আমি আমার দামী জিনিস ঠাকুরঘরে বন্ধ করে রাখি না—

লিলি বিগলিত কণ্ঠে বলিল—ধন্যবাদ দাশুবাবু। আপনার মতো উঁচু মেজাজ

দাশু বলিল—থাক থাক, আমাকে লজ্জা দেবেন না। বরং তার বদলে চলুন নদীর ওপর বেড়িয়ে আসা যাক। আমার মোটর লঞ্চটা তৈরি করে রেখেছি। দুজনে গঙ্গার বুকে—খুব আমোদ হবে।

লিলি থমকিয়া বলিল—শুধু আমারা দুজন—আর কেউ নয়?

দাশু বলিল—কেন, তাতে দোষ কি? আমি ভদ্রলোক, আপনি ভদ্রমহিলা—এতে আপত্তির কী আছে?

লিলি কুণ্ঠিতভাবে বলিল—না না, আপত্তি নয়, কিন্তু মন্মথবাবু, আপনিও চলুন না।

এই সব কথা শুনিতে শুনিতে মন্মথ একেবারে নিভিয়া গিয়াছিল। লিলির প্রস্তাবে তাহার মুখে একটা একগুঁয়ে ভাব ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল—না। আমি চললাম—

সে দ্বারের দিকে চলিল। দাশু ও লিলির মধ্যে একটা চোখের ইশারা খেলিয়া গেল। লিলি দ্রুত গিয়া মন্মথকে দ্বারের কাছে ধরিয়া ফেলিল। বলিল—মন্মথবাবু, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে, শুনুন।

মন্মথকে হাত ধরিয়া আড়ালে লইয়া গিয়া লিলি চুপি চুপি বলিল—দেখুন, দাশুবাবু খুবই ভদ্রলোক, সচ্চরিত্র সজ্জন ব্যক্তি। তবু, ওঁর সঙ্গে যদি একলা যাই, পাঁচজনে পাঁচ কথা বলবে। কিন্তু আপনি সঙ্গে থাকলে কারুর কিছু বলবার থাকবে না। আপনি চলুন, মন্মথবাবু।

মন্মথর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

তুমি যখন বলছ, লিলি, নিশ্চয় যাব।

লিলি তাহার হাত ধরিয়া ভিতরে আনিল। বলিল-দাশুবাবু, এঁকে রাজি করিয়েছি। আমরা তিনজনেই যাব।

দাশু ক্ষুব্ধতার অভিনয় করিয়া বলিল—তা—আপনার যখন ইচ্ছে—উনিও চলুন। তাহলে আর দেরি নয়, চটপট বেরিয়ে পড়া যাক।

.

সন্ধ্যার প্রাক্কাল। যদুনাথের লাইব্রেরি-ঘরে দিবাকর একাকী বইভরা আলমারিগুলির কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; দুএকটা বই খুলিয়া পাতা উল্টাইতেছে, আবার রাখিয়া দিতেছে। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হয়, বইগুলি তাহার পড়িবার ইচ্ছা। কিন্তু সাহস নাই।

এই সময় বাহিরে গাড়িবারান্দার সম্মুখে মোটর হর্নের শব্দ হইল—দিবাকর উৎকর্ণ হইয়া শুনিল

গাড়ি বারান্দায় যদুনাথের মিনাভা গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে; ইঞ্জিন সচল। যদুনাথ গাড়ির দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া অধীরভাবে সদর দরজার দিকে তাকাইতেছেন। তাঁহার গলায় চাদর, হাতে আবলুশের লাঠি। বাহিরে যাইবার সাজ।

যদুনাথ ডাকিলেন–ওরে নন্দা, আয় না। আর কত সাজগোজ করবি? দেরি হয়ে যাচ্ছে যে—

নন্দা বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহারও সাজপোশাক বহির্গমনের উপযোগী, কিন্তু মুখে একটু উদ্বেগের ছায়া।

যদুনাথ বলিলেন—আয়, কত দেরি করলি বল দিকি! সন্ধ্যের পর হয়তো দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। আয়।

নন্দা আমতা-আমতা করিয়া বলিল—দাদু, আজ তুমি একাই যাও, আমি আর যাব না

যাবিনে? কেন? কি হল আবার

হয়নি কিছু। তবে, বাড়িতে কেউ থাকবে না, দাদাও বেরিয়েছে।

তাতে কি হয়েছে? আমরা তো যাব আর আসব। বড় জোর এক ঘন্টা! তাছাড়া ঠাকুরঘরের চাবি আমার পকেটে।

তবু

দিনের বেলা তোর এত ভয় কিসের? চাকরবাকর রয়েছে, দিবাকর রয়েছে। না না, চল, তুইও হয় দুচারখানা বই কিনিস!—উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—ওহে দিবাকর!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দিবাকর ভিতর হইতে আসিয়া দাঁড়াইল

আজ্ঞে।

যদুনাথ বলিলেন—হ্যাঁ—দ্যাখো, আমি আর নন্দা একটু বেরুচ্ছি, গোটা কয়েক বই কিনতে হবে। তা—তুমি চারদিকে নজর রেখো।

দিবাকর বলিল—যে আজ্ঞে—

যদুনাথ বলিলেন–আয় নন্দা।

নন্দা পলকের জন্য দিবাকরের পানে অনিচ্ছা-সংশয়-ভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তারপর গাড়িতে উঠিল। যদুনাথও উঠিলেন।

গাড়ি চলিয়া গেল; দিবাকর দাঁড়াইয়া দূরায়মান গাড়ির দিকে চাহিয়া রহিল। গাড়ি ফটকের বাহিরে অদৃশ্য হইয়া গেলে, তাহার মুখের ভাব অল্পে অল্পে পরিবর্তিত হইতে লাগিল; একটা কঠিন সতর্ক তীক্ষ্ণতা তাহার চোখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল; নাসাপুট চাপা উত্তেজনায় স্ফুরিত হইতে লাগিল।

পকেট হইতে একটা চকচকে নূতন চাবি বাহির করিয়া সে মুঠি খুলিয়া দেখিল; তাহার মুখে একটা ত্বরিত সঙ্কল্পের অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইল। সে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

হল-ঘরে তখন সন্ধ্যার ম্লানিমা নামিয়াছে। দিবাকর একবার চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইল, কেহ নাই; তখন সে অলস-পদে ঠাকুরঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

ঠাকুরঘরের দ্বারে নিরেট মজবুত তালা ঝুলিতেছে। আর একবার চারিদিকে ক্ষিপ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দিবাকর নিঃশব্দে তালাতে চাবি পরাইল।

হঠাৎ এই সময় অদূরে টেবিলের উপর টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। তাহার ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ দিবাকরের কানে বর্জনাদের ন্যায় মনে হইল। সে ত্বরিতে তালা হইতে চাবি বাহির করিয়া ছুটিয়া গিয়া টেলিফোন ধরিল, বিকৃতস্বরে বলিল—

হ্যালো

কিছুক্ষণ শুনিয়া তাহার মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। সে দাঁত চাপিয়া বলিল— না।

টেলিফোন রাখিয়া ফিরিতেই সে দেখিল সেবক কখন পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সেবক বলিল—কে টেলিফোন করছিল, ছ্যাকড়াগাড়িবাবু?

দিবাকর বলিল—রং নম্বর।

সেবক বলিল—ও। আচ্ছা ছাকড়াগাড়িবাবু, আপনি টেলিফোন করতে জানেন?

দিবাকর সন্দিগ্ধভাবে চাহিল—কেন বল দেখি?

সেবক বলিল-তাহলে একবার থানায় টেলিফোন করে দেখুন না, চোরের কোনও সুলুক সন্ধান। পাওয়া গেল কিনা।

দিবাকর কিছুক্ষণ স্থিরনেত্রে সেবককে নিরীক্ষণ করিল। শেষে বলিল—চোরের জন্য তুমি ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছ দেখছি। কিন্তু মনে কর, চোর যদি হঠাৎ এমনি করে তোমার সামনে হাজির হয়, তখন কি করবে?

দিবাকর এমন মুখভঙ্গি করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল যে সেবক দুই পা পিছাইয়া গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইয়া বলিল——

কি করব? আমাকে চেনেন না, ছাকড়াগাড়িবাবু! চোরকে লেঙ্গি মেরে মাটিতে ফেলে তার বুকে হাঁটু দিয়ে চেপে বসবো, আর চেঁচাব-পুলিস! পুলিস।

দিবাকর সেবকের পিঠ চাপাড়াইয়া গম্ভীরমুখে বলিল—

বেশ বেশ। বীর বটে তুমি।

সন্তুষ্ট সেবক কাঁধ হইতে ঝাড়ন লইয়া টেবিল ঝাড়িতে আরম্ভ করিল। দিবাকর ধীরপদে উপরে উঠিয়া গেল।

5

তারপর ঘণ্টাখানেক গত হইয়াছে। হল-ঘরে আলো জ্বলিয়াছে, কিন্তু ঘরে কেহ নাই।

বাহিরে মোটরের শব্দ হইল; তারপর সদর দরজা ঠেলিয়া নন্দা প্রবেশ করিল। তাহার পশ্চাতে কয়েকটা নূতন বই হাতে লইয়া যদুনাথ আসিলেন।

যদুনাথ লাইব্রেরি-ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন; নন্দা কিন্তু হল-ঘরে দাঁড়াইয়া চারিদিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহার মুখে আশঙ্কার ছায়া পড়িল। ঘরে কেহ নাই কেন? সব গেল কোথায়?

একটি ভৃত্য কয়েকটা থালা গেলাস হাতে লইয়া ভিতরের দিক হইতে ভোজনকক্ষে যাইতেছে দেখিয়া নন্দা তাহাকে ডাকিল বেচু, সেবক কোথায়?

বেচু বলিল—তা তো জানিনে দিদিমণি। আমি রান্নাঘরে ছিলাম।

আর—দিবাকরবাবু?

তেনাকে তো বিকেল থেকে দেখিনি।

বেচু চলিয়া গেল। নন্দার উদ্বেগ আরও বৃদ্ধি পাইল। সে গিয়া ড্রয়িংরুমের পর্দা সরাইয়া উঁকি মারিল, কিন্তু সেখানে কাহাকেও না দেখিয়া লাইব্রেরি-ঘরে প্রবেশ করিল। লাইব্রেরি-ঘরে যদুনাথ। নূতন বইগুলি সযত্নে আলমারিতে সাজাইতেছিলেন, বলিলেন—

কী রে নন্দা? কিছু খুঁজছিস?

নন্দা বলিল—না দাদু, অমনি

আবার বাহিরে আসিয়া নন্দা ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

দ্বিতলে আপন ঘরে দিবাকর টেবিলের সম্মুখে বসিয়া আছে। তাহার সামনে চকচকে পর-চাবিটি রাখা রহিয়াছে, দিবাকর একদৃষ্টে চাবির পানে তাকাইয়া আছে। তাহার ললাটে সংশয়ের ভ্রূকুটি।

দ্বারে মৃদু টোকা পড়িল। দিবাকর বিদ্যুদ্বেগে চাবি পকেটে পুরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাড়াতাড়ি গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

দ্বারের বাহিরে নন্দা। দিবাকরকে দেখিয়া তাহার চক্ষুদুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তারপর সে একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল।

দিবাকর বলিল—আপনারা ফিরে এসেছেন! আমি জানতে পারিনি!

নন্দা জিজ্ঞাসা করিল—কি করছিলেন একলাটি ঘরে বসে?

দিবাকর বলিল——কিছু না। হিসাবের খাতাটায় চোখ বুলোচ্ছিলাম। কিছু দরকার আছে কি?

নন্দা একটু অপ্রতিভভাবে বলিল—না, দরকার আর কি? নীচে আপনাকে দেখতে পেলাম না, তাই ভাবলাম-লজ্জিতভাবে ঢোক গিলিয়া বলিল—বাজারে একটা কলম দেখলাম, পছন্দ হল তাই কিনে আনলাম—

নন্দা একটি ফাউন্টেনপেন দিবাকরকে দেখাইল। দিবাকর কলম হাতে লইয়া দেখিতে দেখিতে হাসিমুখে বলিল—সুন্দর কলম। কিন্তু আপনার তো আরও অনেক কলম আছে।

নন্দা অপ্রস্তুতভাবে বলিল—এটা আপনার জন্যে এনেছি।

দিবাকর বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া বলিল—আমার জন্যে!

হ্যাঁ। নন্দা জড়িত স্বরে বলিল—আপনাকে হিসেব লিখতে হয়—তাই। কলমটা পছন্দ হয়েছে তো?

দিবাকর তদগতমুখে নন্দার পানে চাহিয়া নম্রকণ্ঠে বলিল— নন্দা দেবী, আপনাকে কী বলে কৃতজ্ঞতা জানাব? আমার ঋণ ক্রমে বেড়েই যাচ্ছে—

না না, এই সামান্য জিনিসের জন্যে

শুধু এই সামান্য জিনিসের জন্যে নয়। আপনার বিশ্বাস, আপনার সমবেদনা—আমাকে আমার অতীত ভুলিয়ে দেবার এই চেষ্টা—এ ঋণ আমি শোধ করব কি করে? পারব না; কিন্তু আমি যেন এর যোগ্য হতে পারি।

কলমটি দুহাতের মধ্যে লইয়া সে মাথা নত করিল।

.

গভীর রাত্রি। দূরে গির্জার ঘড়িতে বারোটা বাজিতেছে। দিবাকর নিজের ঘরে টেবিলের সম্মুখে বসিয়া আছে; তাহার মুখ দেখিয়া মনে হয়, সে যেন জীবনের চৌমাথায় পৌঁছিয়া কোন পথে যাইবে ভাবিয়া পাইতেছে না।

নবলব্ধ কলমটা তাহার বুক-পকেটে আটকানো ছিল, সে তাহা বাহির করিয়া নিবিষ্ট চক্ষে নিরীক্ষণ করিল। কলমের শিরস্ত্রাণ খুলিয়া হিসাবের খাতার একটা পাতায় ধীরে ধীরে লিখিল সূর্যমণি।

কিছুক্ষণ লেখার দিকে চাহিয়া থাকিয়া সে লেখাটা কাটিয়া দিল, তাহার নীচে লিখিল নন্দা। তারপর আবার লিখিল-নন্দা নন্দা

.

অতঃপর অনুমান তিন হপ্তা কাটিয়া গিয়াছে।

যদুনাথের লাইব্রেরি-ঘরে নন্দা বৈকালিক চায়ের সাজসরঞ্জাম লইয়া ব্যস্ত। যদুনাথ চশমা পরিয়া দিবাকরের হিসাবের খাতা পরীক্ষা করিতেছেন। দিবাকর তাঁহার চেয়ারের পাশে দণ্ডায়মান। আজ মাসপয়লা।

নন্দা এক পেয়ালা চা ঢালিয়া যদুনাথের দিকে বাড়াইয়া দিল, কিন্তু তিনি তাহা লক্ষ্য করিলেন না; খাতা দেখিতে দেখিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—

হিসেবে গোলমাল আছে!

নন্দা চমকিয়া উঠিল। দিবাকর যদুনাথের দিকে ঝুঁকিয়া উদ্বিগ্ন স্বরে বলিল—

গোলমাল। কিন্তু

যদুনাথ বলিলেন—আলবৎ গোলমাল আছে। হয় ঠিক্ দিতে ভুল করেছ, নয় তো-। নন্দা, তুই হিসেব দেখেছিস?

নন্দা শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল—না দাদু। দিবাকরবাবু কি সব ভণ্ডুল করে ফেলেছেন?

যদুনাথ কহিলেন—ভণ্ডুল! একেবারে লণ্ডভণ্ড। (দিবাকরকে কড়াসুরে) আজ বাইশ দিন হল তুমি কাজ করছ। তুমি বলতে চাও এই বাইশ দিনে আট শ টাকা খরচ হয়েছে।

দিবাকর ভয়ে ভয়ে বলিল—আজ্ঞে আট শ তিন টাকা ছয় আনা। বড্ড বেশি হয়েছে কি?

যদুনাথ হিসাবের খাতা টেবিলের উপর আছড়াইয়া গর্জন ছাড়িলেন

চোর! ডাকাত!! ঐ ভুবনটা আস্ত ডাকাত ছিল। তার আমলে দু হাজার টাকার কমে মাস কাটত না! উঃ এক বছর ধরে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আমার গলা কেটেছে! হতভাগা! পাজি! রাস্কেল!

নন্দা বলিল-তাহলে এবার খরচ কম হয়েছে।

যদুনাথ বলিলেন—এতক্ষণ তাহলে বলছি কি? কিন্তু এত কম হল কী করে? তুমি কারুর বকেয়া ফেলে রাখোনি তো?

আজ্ঞে এক পয়সা বকেয়া ফেলে রাখিনি।

হুঁ–ভুবনটাকে পেলে জেলে দিতাম। দিবাকরের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন—দেখি তোমার হাত।

হাত!

হ্যাঁ হ্যাঁ হাত, তোমার করকোষ্ঠী দেখব।

দিবাকরের ডান হাতটা টানিয়া লইয়া যদুনাথ দেখিতে লাগিলেন; নন্দা ও দিবাকর একবার সশঙ্ক দৃষ্টি বিনিময় করিল।

যদুনাথ দেখিতে দেখিতে বলিলেন-হুঁ, খাঁটি মেষ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এগুলো কি? খুবরি খুবরি দাগ রয়েছে।

নন্দা সস্নেহে প্রশ্ন করিল—ওতে কি হয় দাদু?

যদুনাথ বলিলেন—কারাগার বাস। তুমি কখনও জেলে গেছ?

দিবাকর চমকিয়া বলিল—জেলে! আজ্ঞে কখনো না। তবে একবার স্বদেশীর হিড়িকে পুলিস ধরে হাজতে রেখেছিল—

যদুনাথ বলিলেন—তাই হবে বোধহয়। রেখাগুলো কিন্তু ভাল নয়।

তিনি সন্দিগ্ধভাবে রেখাগুলির দিকে চাহিয়া রহিলেন। নন্দা তাঁহার মন বিষয়ান্তরে সঞ্চারিত করিবার জন্য বলিল—দাদু, তোমার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

দিবাকরের হাত ছাড়িয়া যদুনাথ চায়ের বাটি টানিয়া লইলেন; কতকটা আত্মগতভাবেই বলিলেন—ও রেখা যার হাতে আছে তাকে কখনও না কখনও কারাবাস করতেই হবে–

নন্দা হালকা সুরে বলিল—তা রেখাগুলো রবার দিয়ে ঘষে মুছে ফেলা যায় না?

যদুনাথ হাসিলেন-পাগলি! রবার দিয়ে কি কপালের লেখা মোছা যায়!

এই সময় মন্মথ প্রবেশ করিল। সামুদ্রিক গবেষণা চাপা পড়িল। নন্দা চা ঢালিয়া মন্মথকে দিল। এই অবকাশে দিবাকর হিসাবের খাতাটি লইয়া দ্বারের দিকে চলিতেছিল, যদুনাথ তাহাকে ডাকিলেন—দিবাকর, তুমি চা খেলে না?

দিবাকর বলিল—আজ্ঞে আমি চা খাই না; অভ্যেস নেই।

যদুনাথ বলিলেন—না না, চায়ের অভ্যেস ভাল। একটা ছোট নেশা থাকলে বড় নেশার দিকে মন যায় না। টিকে নিলে যেমন বসন্ত হয় না, চা খেলে তেমনি হুইস্কি ব্রাণ্ডির খপ্পরে পড়বার ভয় থাকে না। নাও, আজ থেকে দুবেলা চা খাবে।

নন্দা হাসিতে হাসিতে বলিল—আসুন দিবাকরবাবু, সাবধানের মার নেই। এই নিন।

দিবাকর আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নন্দার হাত হইতে চায়ের পেয়ালা লইল—এই সময় মন্মথর দিকে তাহার নজর পড়িল। মন্মথর মুখ বিরক্তিপূর্ণ; ভৃত্যস্থানীয়ের সহিত এরূপ রসালাপ সে পছন্দ করে না। দিবাকর চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল; প্রভু-পরিবারের সম্মুখে চা পান করিবার ধৃষ্টতা তাহার নাই। মন্মথ বিরাগপূর্ণ নেত্রে নন্দাকে নিরীক্ষণ করিয়া যদুনাথের দিকে ফিরিল

দাদু, নন্দার বিয়ের কিছু করছ?

এই প্রশ্নের অন্তরালে যে একটা খোঁচা আছে তাহা অনুভব করিয়া নন্দার মুখ শক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু সে কিছু বলিবার পুর্বেই যদুনাথ বলিলেন—নন্দার এখন বিয়ের যোগ নেই। ওর কোষ্ঠী দেখেছি, শুক্রের দশায় রাহুর অন্তর্দশা আরম্ভ হয়েছে। এখন তিন বছর বিয়ের যোগ নেই।

নন্দা বলিল—দাদু, দাদার বিয়ের কি করছ?

মন্মথ বলিল—আমি এখন বিয়ে করব না।

যদুনাথ বলিলেন–হ্যাঁ হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি কী! আরও কটা মাস যাক।

মন্মথ বলিল—কিন্তু নন্দার বিয়ে একটু তাড়াতাড়ি হলেই ভাল হত।

নন্দা বলিল—দাদার বিয়েও তাড়াতাড়ি হলে ভাল হত।

এই পরোক্ষ কথা কাটাকাটি বোধকরি আরও কিছুক্ষণ চলিত, কিন্তু এই সময় সেবক দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—

স্যাকরাবাবু এসেছে! পাঠিয়ে দেব?

যদুনাথ বলিলেন—কে নবীন? হ্যাঁ হ্যাঁ, পাঠিয়ে দে।

চামড়ার ব্যাগ হাতে নবীন স্যাকরা প্রবেশ করিল। মধ্যবয়স্ক, মধ্যমাকৃতি, পুষ্টমধ্যদেশ; চোখে অর্ধচন্দ্রাকৃতি চশমা। মাথা ঝুঁকাইয়া প্রণামপুর্বক নবীন ব্যাগটি টেবিলের উপর রাখিল। বলিল—নন্দা-দিদির লকেট-হার এনেছি।

নন্দা সহর্ষে বলিল—আমার লকেট-হার!

ব্যাগ হইতে একটা ছোট কৌটা বাহির করিয়া নবীন যদুনাথের চোখের সম্মুখে খুলিয়া ধরিল। নীল মখমলের আসনে একটি সরু সোনার হার, তাহার মধ্যস্থলে হীরামুক্তাখচিত একটি পেণ্ডেন্ট।

নন্দা দাদুর পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল; যদুনাথ গহনাটি দেখিয়া নন্দার হাতে তুলিয়া দিতে দিতে বলিলেন—বাঃ, খাসা গড়েছ হে নবীন। এই নে, নন্দা।

নন্দা কৌটাটি হাতে লইয়া কিছুক্ষণ আনন্দোজ্জ্বল চোখে চাহিয়া রহিল; তারপর মন্মথ যেখানে জানালার পাশে দাঁড়াইয়া চা পান করিতেছিল সেইখানে ছুটিয়া গেল। ইতিপূর্বে দাদার সহিত যে বেশ একটু কথাকথান্তর হইয়া গিয়াছে তাহা আর তাহার মনে রহিল না। সে বলিল—দাদা, দেখ দেখ, কী সুন্দর!

মন্মথ নূতন গহনাটি দেখিল; তাহার মনের মধ্যে ঈর্ষার মতো একটা দাহ জ্বলিয়া উঠিল। আহা, এমনি একটি গহনা সে যদি লিলিকে দিতে পারিত তাহা হইলে তাহার মান থাকিত। সে শুষ্ক স্বরে বলিল—বেশ, ভাল।

মন্মথ ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। নন্দা তখন ফিরিয়া আসিয়া যদুনাথের পায়ের ধুলা লইল।

যদুনাথ বলিলেন—বেঁচে থাক্। এখন যা, নিজের ঘরে গিয়ে গলায় পরে দ্যাখ

নন্দা চলিয়া গেলে যদুনাথ নবীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—নবীন, তোমার হিসেব এনেছ?

নবীন বলিল—আজ্ঞে এনেছি

নবীন আবার ব্যাগ খুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

.

দ্বিতলে নিজের ঘরে মন্মথ আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিরসমুখে সাজগোজ করিতেছে। নন্দার নুতন অলঙ্কারটি দেখিয়া তাহার মন খারাপ হইয়া গিয়াছে। সে কল্পনায় ঐ অলঙ্কারটি লিলির কণ্ঠে শোভিত দেখিতেছে এবং মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতেছে। দাশু ও ফটিক লিলিকে নিত্য নূতন উপহার দিয়া থাকে আর তাহার সে ক্ষমতা নাই। ছি ছি, লিলি হয়তো মনে করে, মন্মথ কৃপণ, ক্ষুদ্রমনা

ওদিকে না নিজের ঘরে আসিয়া আয়নার সম্মুখে নূতন হারটি গলায় পরিয়াছিল এবং উৎফুল্ল মুখে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছিল। তৃপ্তির একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া সে হারটি গলা হইতে খুলিয়া আবার কৌটার মধ্যে রাখিল। এই সময় দ্বারের নিকট হইতে সেবকের গলা আসিল

দিদিমণি, কর্তা তোমাকে একবার নীচে ডাকছেন।

নন্দা বলিল—যাই সেবক

কৌটাটি পড়ার টেবিলের উপর রাখিয়া নন্দা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইল।

মন্মথ নিজের ঘর হইতে সেবকের কথা ও নন্দার উত্তর শুনিয়াছিল। সে টাই বাঁধিতে বাঁধিতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া উৎকর্ণভাবে শুনিতে লাগিল; তাহার চোখের দৃষ্টি উত্তেজনায় তীব্র হইয়া উঠিল।

বারান্দায় সেবক ও নন্দার পদশব্দ মিলাইয়া গেলে মন্মথ চোরের মতো দরজা খুলিয়া এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিল। কেহ নাই। সে দ্রুত বারান্দা পার হইয়া নন্দার ঘরে প্রবেশ করিল।

ঠিক এই সময় দিবাকর নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

সে মন্মথকে নন্দার ঘরে প্রবেশ করিতে দেখে নাই, কিন্তু সিঁড়ির দিকে দুএক পা অগ্রসর হইতেই সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। দেখিল, মন্মথ নন্দার ঘর হইতে বাহির হইয়া বিদ্যুদ্বেগে নিজের ঘরে প্রবেশ করিল এবং দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

দিবাকর সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। মন্মথ সম্ভবত দিবাকরকে দেখিতে পায় নাই; কিন্তু সে নন্দার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল কি জন্য? এবং এমন সন্দেহজনকভাবে বাহির হইয়া

আসিল কেন? নন্দা কি নিজের ঘরে আছে? ব্যাপারটা যেন ঠিক স্বাভাবিক নয়। দিবাকর সংশয়িত চিত্তে দাঁড়াইয়া ঘাড় চুলকাইতে লাগিল।

.

সিঁড়ির নিম্নতন সোপানে দাঁড়াইয়া নন্দা যদুনাথের সহিত কথা কহিতেছে। যদুনাথ বলিতেছেন—বলছিলাম, আজ আর নূতন গয়নাটা পরে কাজ নেই। কাল রবিবার, কাল পরিস। কেমন?

নন্দা বলিল—আচ্ছা দাদু

যদুনাথ বলিলেন—আর দ্যাখ, দিবাকর বোধ হয় ওপরে আছে, তাকে বলে দিস্ হিসেবের খাতায় যেন নোট করে রাখে, সোমবার দিন ব্যাঙ্ক থেকে বারো শ টাকা বের করতে হবে। নবীনকে আসতে বলেছি, যেন ভুল না হয়।

আচ্ছা দাদু

নন্দা আবার উপরে উঠিয়া গেল।

উপরের বারান্দায় পৌঁছিয়া নন্দা দেখিল, দিবাকর অনিশ্চিতভাবে দাঁড়াইয়া মাথা চুল্কাইতেছে। সে বলিল—এ কি, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে।

দিবাকর দ্বিধাভরে বলিল—না, কিছু নয়।

নন্দা বলিল— শুনুন। দাদু বললেন, খাতায় নোট করে রাখুন, সোমবার ব্যাঙ্ক থেকে বারো শ টাকা বার করতে হবে। যেন ভুল না হয়।

খাতা দিবাকরের সঙ্গেই ছিল, সে নোট করিয়া লইল। বলিল—

কি জন্যে টাকা বার করতে হবে তা কিছু বলেননি?

নন্দা বলিল—স্যাকরাকে দিতে হবে।

ও– দিবাকর নোট করিয়া বলিল—স্যাকরাকে যখন টাকা দিতে হবে তখন নিশ্চয় গয়না এসেছে। এবং বাড়িতে গয়না পরবার লোক যখন আপনি ছাড়া আর কেউ নেই তখন নিশ্চয় আপনার গয়না। কেমন?

নন্দা হাসিয়া বলিল—ঠিক ধরেছেন। আপনার দেখছি ডিটেকটিভ হতে আর দেরি নেই। কী গয়না বলুন দেখি?

তা জানি না।

তবে আর কী ডিটেকটিভ হলেন! আসুন দেখাচ্ছি। ভারি সুন্দর পেণ্ডেন্ট হার!

নন্দা নিজের ঘরে প্রবেশ করিল; দিবাকর পিছন পিছন গেল।

নন্দা টেবিলের সম্মুখীন হইয়া দেখিল হারের বাক্স নাই। সে ক্ষণকাল অবুঝের মত চাহিয়া রহিল।

এ কি! কোথায় গেল?

দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল—কী কোথায় গেল?

নন্দা বিচলিত স্বরে বলিল—হারের কৌটো। টেবিলের ওপর রেখে এক মিনিটের জন্যে নীচে গিয়েছিলাম

দিবাকরের মুখ গম্ভীর হইল। সে বুঝিতে পারিল হারের কৌটা কোথায় গিয়াছে।

তবু সে প্রশ্ন করিল—অন্য কোথাও রাখেননি তো?

নন্দা দ্রুত গিয়া ওয়ার্ডরোব খুলিয়া দেখিল।

না, এখানেও নেই।

সে ফিরিয়া আসিয়া দিবাকরের সম্মুখে দাঁড়াইল; তাহার মুখ এই অল্পকালের মধ্যেই বিবর্ণ ও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

সে বলিল—কেউ নিয়েছে। নইলে যাবে কোথায়?

দিবাকর বলিল—আপনি বলছেন—কেউ চুরি করেছে?

তা ছাড়া আর কী হতে পারে? কর্পূরের মতো উপে যেতে তো পারে না!

দিবাকর একটু চুপ করিয়া রহিল; তাহার মুখে একটি অস্বচ্ছন্দ হাসি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল—বাড়িতে জানা চোর এক আমিই আছি। সুতরাং আমাকে সন্দেহ করাই স্বাভাবিক।

নন্দা বলিল—আমি আপনাকে সন্দেহ করতে চাই না। কিন্তু আর তো কেউ নেই। উঃ, আমি কত আশা করেছিলাম। আমার সব আশা মিছে হয়ে গেল

নন্দা হঠাৎ যেন ভাঙিয়া পড়িল; সে চেয়ারে বসিয়া দুহাতে মুখ ঢাকিল। দিবাকর ক্ষণকাল করুণচক্ষে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

শেষে বলিল—আপনি যে আমাকে সন্দেহ করতে চান না সেজন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু এখন আপনি কি করবেন?

নন্দা মুখ তুলিল।

কী করব?—একথা তো আর লুকিয়ে রাখা যায় না; দাদুকে বলতে হবে। সব কথাই এখন দাদুকে বলতে হবে।

সব কথা?

নন্দা উঠিয়া দাঁড়াইল, একটু ঝোঁক দিয়া বলিল—হ্যাঁ, সব কথা। দাদুকে ঠকিয়েছিলাম তার ফল এখন পাচ্ছি। কোনও কথাই আর চেপে রাখা চলবে না, দিবাকরবাবু।

নন্দা দ্বারের দিকে পা বাড়াইল।

দিবাকর বলিল—আমার একটা অনুরোধ আপনি রাখবেন?

অনুরোধ!

আজ কর্তাকে কিছু বলবেন না। যা হারিয়েছে তা যদি রাত্তিরের মধ্যে না পাওয়া যায় তখন যা হয় করবেন।

নন্দা তীক্ষ্ণ চক্ষে দিবাকরকে নিরীক্ষণ করিল; একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—আচ্ছা বেশ। আজ রাত্তিরটা সময় দিলাম।

সে আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িল। দিবাকর একবার মাথা ঝুঁকাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

.

অতঃপর কয়েক মিনিট অতীত হইয়াছে।

বাড়ি হইতে ফটকে যাইবার পথের ধারে একটা হাসুহেনার ঝোপের আড়ালে দিবাকর লুকাইয়া আছে এবং বাড়ির সদর লক্ষ্য করিতেছে। তাহার চোখে শিকারপ্রতীক্ষ ব্যাধের দৃষ্টি।

সদর দরজা দিয়া মন্মথ বাহির হইয়া আসিল; একবার হাত দিয়া নিজের পকেট অনুভব করিল, তারপর দ্রুতপদে ফটকের দিকে চলিল।

দিবাকরের কাছাকাছি আসিতেই দিবাকর হঠাৎ একটা চিৎকার ছাড়িয়া ঝোপের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং ছুটিয়া গিয়া মন্মথকে একেবারে জড়াইয়া ধরিল।

পালান পালান! সাপ! সাপ!!

অ্যাঁ! সাপ!

দুজনে জাপটা-জাপটি করিয়া প্রায় পতনোম্মুখ হইল; তারপর একসঙ্গে ফটকের দিকে ছুটিল। ফটকের বাহিরে আসিয়া মন্মথ হাঁপাইতে হাঁপাইতে থামিল।

মন্মথ জিজ্ঞাসা করিল-কি সাপ?

দিবাকর বলিল—হাস্নুহেনার ঝাড়ের মধ্যে ছিল—ইয়া বড় কেউটে সাপ। আর একটু হলেই মেরেছিল ছোবল! যাক, আর ওদিকে যাবেন না; আমি সাপ মারার ব্যবস্থা করছি।

কি আপদ!

মন্মথ আর একবার নিজের পকেট অনুভব করিয়া দেখিল, পকেটের জিনিস পকেটেই আছে। সে তখন আর কোনও কথা না বলিয়া চলিয়া গেল।

.

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। লিলির ঘরে নৃত্য গীত চলিতেছে। দাশু পিয়ানো বাজাইতেছে; লিলি নাচিতেছে। ফটিক ঘরের এক কোণে বসিয়া নৃত্যের তালে তালে তুড়ি দিতেছে; অন্য কোণে মন্মথ বসিয়া অপলক নেত্রে চাহিয়া আছে। লিলি নাচিতে নাচিতে গাহিতেছে

আমার কল্পনাতে চলছে জাল-বোনা
মনের ওপর রঙের আলপনা।
আমরা দুজন বাঁধব সুখনীড়
অজানা কোন্ গিরি-নদীর তীর
রইব দূরে কারুর কথা মানব না!
কল্পনাতে চলছে জাল-বোনা।

মোদের ছোট্ট খেলাঘর
খেলব মোরা নতুন বধুবর
সোনার স্বপন প্রেমের স্বপন ভাঙব না!
কল্পনাতে চলছে জাল-বোনা।

ডাকবে ময়ুর মোদের আঙিনায়
নাচবে হরিণ তরুণ ভঙ্গিমায়
মোরা দেখব শুধু ভুলেও তাদের বাঁধব না!
কল্পনাতে চলছে জাল-বোনা!

নাচগান সমে আসিয়া থামিলে লিলি মন্মথর সম্মুখে গিয়া হাসিমুখে দাঁড়াইল। মন্মথ উঠিয়া মুগ্ধনেত্রে চাহিল।

লিলি বলিল—কেমন লাগল, মন্মথবাবু?

মন্মথ গদগদ স্বরে বলিল—কি বলব, ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আপনার জন্যে সামান্য উপহার এনেছি, তাই দিয়ে মনের ভাব বোঝাবার চেষ্টা করি। —

মন্মথ পকেট হইতে মখমলের কৌটাটি বাহির করিল। দাশু ও ফটিক উপহারের নামে কাছে আসিয়া জুটিল; মন্মথ বেশ একটু আড়ম্বরের সহিত বাক্সটি খুলিয়া লিলির সম্মুখে ধরিতে গিয়া চমকিয়া উঠিল। বাক্স শূন্য, হার নাই! মন্মথ বুদ্ধিভ্রষ্টের মতো চাহিয়া রহিল।

অ্যাঁ–কোথায় গেল!

সে ক্ষিপ্রহস্তে দুই পকেট খুঁজিয়া দেখিল কিন্তু কিছু পাইল না। তাহার মুখ পাংশু হইয়া গেল

নিশ্চয় কেউ আমার পকেট মেরেছে

দাশু ও ফটিক হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। লিলির অধরেও একটা চাপা হাসি খেলিয়া গেল

লিলি জিজ্ঞাসা করিল–কি ছিল, মন্মথবাবু?

জড়োয়া পেণ্ডেন্ট হার। বাড়ি থেকে যখন বেরিয়েছি তখনও ছিল—অ্যাঁ!

দিবাকরের সর্পভীতির কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। তবে কি তবে কি-? মন্মথ ধীরে ধীরে চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

লিলি সদয় কৌতুকের ভঙ্গিতে বলিল—তবে বোধহয় রাস্তায় কোথাও পড়ে গেছে। কী আর হবে? যা গেছে তার জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই। আসুন মন্মথবাবু, এক গ্লাস শরবত খান। ওরে কে আছিস!

মন্মথ মোহগ্রস্তের ন্যায় বসিয়া রহিল; দাশু ও ফটিক শিস্ দিতে দিতে ঘরের অন্যদিকে চলিয়া গেল। হঠাৎ মন্মথ লাফাইয়া উঠিল; তাহার মুখ-চোখ উত্তেজনায় লাল হইয়া উঠিয়াছে।

বুঝেছি কে নিয়েছে। এ ছাড়া আর কেউ নয়। দেখে নেব—আজ দেখে নেব আমি!

সে ঝড়ের মতো বাহির হইয়া গেল। বাকী তিনজন জিজ্ঞাসুনেত্রে পরস্পরের পানে চাহিল।

ফটিক বলিল—ব্যাপার কি?

দাশু হাত উল্টাইয়া নিশ্বাস ফেলিল—বুঝলাম না।

.

নন্দা তাহার ঘরে আলো জ্বালিয়া পড়িতে বসিয়াছিল; কিন্তু পড়ায় তাহার মন বসিতেছিল না। তাহার মুখখানি বিষণ্ণ ও উৎকণ্ঠিত।

কিছুক্ষণ বই নাড়াচাড়া করিয়া সে উঠিয়া পড়িল। বারান্দায় বাহির হইয়া দেখিল, দিবাকরের ঘরের দরজা ভেজানো রহিয়াছে। সে সন্তর্পণে দরজা ঠেলিয়া দেখিল, ঘর অন্ধকার, ভিতরে কেহ নাই। নন্দার উৎকণ্ঠা আরও বাড়িয়া গেল। কোথায় গেল দিবাকর?

তবে কি তাহাকে মিথ্যা স্তোক দিয়া পলায়ন করিয়াছে? নন্দা নীচে নামিয়া চলিল।

হল-ঘরের ঘড়িতে রাত্রি সাড়ে আটটা বাজিয়াছে। নন্দা সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে নামিতে দেখিল মন্মথ সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিতেছে। মন্মথর মুখ ক্রোধে বিবর্ণ; সে একবার কটমট চক্ষে চারিদিকে তাকাইয়া লাইব্রেরি-ঘরের দিকে চলিল।

লাইব্রেরিতে যদুনাথ বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছিলেন; মন্মথ বুনো মোষের মতো প্রবেশ করিতেই তিনি বই হইতে মুখ তুলিলেন।

মন্মথ! আজ দেখছি নটার আগেই ফিরেছ। কি হয়েছে?

মন্মথ ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—দাদু, তুমি ঐ দিবাকরটাকে তাড়িয়ে দাও।

যদুনাথ চশমা খুলিয়া বিস্ফারিত চক্ষে চাহিলেন।

দিবাকরকে তাড়িয়ে দেব! কেন, কি করেছে সে?

মন্মথ একটু থমকিয়া বলিল—সে-তাকে আমার পছন্দ হয় না।

যদুনাথ ভ্রু তুলিয়া বলিলেন—পছন্দ হয় না। কিন্তু কেন? একটা কারণ থাকা চাই তো! আমি তো দেখছি সে ভারি ভাল ছেলে, কাজের ছেলে। ভুবনটা ছিল চোর। দিবাকর আসার পর সংসার খরচ অর্ধেক কমে গেছে, তা জানো?

কিন্তু ও ভাল লোক নয়, ভারি বজ্জাত

বজ্জাত! কোনও প্রমাণ পেয়েছ?

প্রমাণ আবার কি? আমি জানি ও ভারি বদ্‌ লোক।

যদুনাথ ভ্রূকুঞ্চন করিয়া সরোষে মাথা নাড়িলেন—

ছি মন্মথ! যার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই তাকে তুমি বজ্জাত বলতে পার না! তুমি যদি দেখাতে পারো যে দিবাকর কোনও অন্যায় কাজ করেছে, আমি এই দণ্ডে তাকে বিদেয় করে দেব। কিন্তু বিনা অপরাধে বাড়ির কুকুর-বেড়ালকেও আমি তাড়াব না। এ তোমার কি রকম স্বভাব হচ্ছে? তুমি তাকে পছন্দ কর না বলে তার অন্ন মারতে চাও?

মন্মথ মুখ গোঁজ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, উত্তর দিল না।

যদুনাথ বলিলেন-যাও। আর যেন এরকম কথা আমাকে শুনতে না হয়। ন্যায়বান হবার চেষ্টা কর, মন্মথ। নিজের চাকরবাকরের প্রতিও কর্তব্য আছে একথা ভুলে যেও না।

মন্মথ মুখ কালীবর্ণ করিয়া চলিয়া গেল। দ্বারের বাহিরে পর্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া নন্দা সমস্তই শুনিয়াছিল; মন্মথ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলে সেও সংশয়-মন্থর পদে উপরে চলিল।

উপরে মন্মথ নিজের দরজা ধাক্কা দিয়া খুলিয়া সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল; দেখিল দিবাকর পিছনে হাত দিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহার শান্ত মুখে একটু মোলায়েম হাসি। সে বলিল-দরজাটা বন্ধ করে দিন।

দরজা বন্ধ করিয়া মন্মথ প্রজ্বলিত চক্ষে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—ইউ! তুমি আমার ঘরে কি করছ?

কিছু না, এই ছবিখানা দেখছিলাম।

পিছন হইতে হাত বাহির করিয়া দিবাকর লিলির ফটোখানা মন্মথর চোখের সামনে ধরিল। মন্মথ ক্ষণেকের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেল, তারপর এক ঝাপটায় ছবিটা কাড়িয়া লইয়া পকেটে পুরিল।

ইউ স্কাউন্ড্রেল! বেরোও আমার ঘর থেকে। গেট আউট।

দিবাকর শান্তভাবে বলিল-বেরুচ্ছি। কিন্তু তার আগে আপনাকে দুএকটা কথা বলতে চাই। মন্মথবাবু, আপনি যে স্ত্রীলোকের ফটো যত্ন করে দেরাজে লুকিয়ে রেখেছেন তার আসল পরিচয় বোধহয় জানেন না—

মন্মথ চাপা গর্জনে বলিল—চোপ্ রও উল্লুক! চোর কোথাকার!

বাহিরে বারান্দায় এই সময় না নিজের ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল; মন্মথর উগ্র কণ্ঠস্বর শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ঘরের মধ্যে দিবাকরের মুখের হাসি মিলাইয়া

গিয়াছিল। সে একটু ভ্রূ তুলিয়া বলিল—চোর! আপনি আমাকে চোর বলছেন! কেন? আমি আপনার পকেট থেকে এই জিনিসটা তুলে নিয়েছিলাম বলে?

দিবাকর পকেট হইতে হারটি লইয়া আঙুলের ডগায় তুলিয়া ধরিল। এবারও মন্মথ ঝাপটা মারিয়া হারটা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। ঠিক সময়ে দিবাকর হাত সরাইয়া লইল।

মন্মথ দাঁতে দাঁত পিষিয়া বলিল—তুমি—তুমি।

দিবাকর হার পকেটে রাখিয়া বলিল—হ্যাঁ, এ হার আমি আপনার পকেট থেকে তুলে নিয়েছিলাম। কিন্তু এ হার আপনার পকেটে গেল কি করে, মন্মথবাবু? নন্দা দেবীর হার পকেটে নিয়ে আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?

সে খবরে তোমার দরকার নেই, পাজি রাস্কেল কোথাকার! আমি যাচ্ছি দাদুকে বলতে যে তুমি আমার পকেট মেরেছ।

বেশ তো, চলুন না আমিও সঙ্গে যাচ্ছি। আপনার যা বলবার আপনি বলবেন, আমার বক্তব্য আমি বলব। আপনার বোনের নতুন গয়না নিয়ে আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন, জানতে পারলে কর্তা খুব খুশি হবেন। চলুন তাহলে, আর দেরি করে কাজ নেই।

মন্মথ একটা চেয়ারে জবুথবু হইয়া বসিয়া পড়িল; তাহার আর যুদ্ধস্পৃহা রহিল না। ক্লান্তকণ্ঠে বলিল—যাও– যাও আমার সামনে থেকে

দ্বারের বাহিরে নন্দা প্রায় হতজ্ঞান হইয়া শুনিতেছিল। কে চোর তাহা বুঝিতে তাহার বাকী ছিল না।

দিবাকর বলিল—মন্মথবাবু, আপনি কোন পথে চলেছেন তা একবার ভেবে দেখেছেন কি? নিজের বোনের গয়না চুরি করে আজ আপনি এক অপদার্থ স্ত্রীলোককে দিতে যাচ্ছিলেন। আপনি জানেন না, আপনার মতো অনেক লোকের সর্বনাশ করেছে লিলি—এই তার পেশা–

মন্মথর ক্ষাত্রতেজ আর একবার চাগাড় দিয়া উঠিল।

দ্যাখো, ভাল হবে না বলছি

দিবাকর বলিল—আমি কর্তাকে সব কথাই বলে দিতে পারি। শুনে তিনি সম্ভবত আপনাকে বাড়ি থেকে বার করে দেবেন। কিন্তু আমি তা চাই না। এখনও সামলে যান, মন্মথবাবু, নইলে আপনার ইহকাল পরকাল সব যাবে, লোকালয়ে মুখ দেখাতে পারবেন না।

যাও তুমি

যাচ্ছি। কিন্তু মনে রাখবেন।

দিবাকর দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে আসিয়াই নন্দার সহিত তাহার চোখাচোখি হইয়া গেল। কোনও কথা হইল না; দিবাকর ঘাড় নিচু করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। নন্দা লজ্জা-লাঞ্ছিত মুখে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে দিবাকরের অনুসরণ করিল।

দিবাকর ঘরে গিয়া চেয়ারে বসিয়াছিল, নন্দা আস্তে আস্তে টেবিলের পাশে দাঁড়াইল। দিবাকর চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না। তারপর দিবাকর গম্ভীর মুখে হারটি পকেট হইতে বাহির করিয়া নন্দার সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিল।

নন্দা হারের পানে ফিরিয়াও চাহিল না। কাতর চক্ষু দিবাকরের পানে তুলিয়া ম্রিয়মাণ কণ্ঠে বলিল—দিবাকরবাবু, কি বলে আপনার কাছে ক্ষমা চাইব?

দিবাকর শুষ্কস্বরে বলিল—ক্ষমা চাওয়ার কোনও কথাই ওঠে না, নন্দা দেবী। কিন্তু আশা করি, এর পর আপনার দাদুকে আর কিছু বলবার দরকার হবে না।

নন্দা অবরুদ্ধস্বরে বলিল—দাদুকে কী বলব। দাদা আমার হার চুরি করেছিল এই কথা দাদুকে বলব! উঃ দিবাকরবাবু, সত্যি বলছি আপনাকে, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। শেষে দাদা এই করলে!

দিবাকর বলিল—মন্মথবাবুকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। উনি বড় অসৎ সঙ্গে পড়েছেন।

নন্দা বলিল—এখন বুঝতে পারছি দাদা কিসে এত খরচ করে। কিন্তু থাক ওকথা। দিবাকরবাবু, আপনাকে অন্যায় সন্দেহ করেছিলাম, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

দিবাকর নিশ্বাস ফেলিল—ক্ষমা করবার কিছু নেই, নন্দা দেবী। আমাকে সন্দেহ করে কিছুমাত্র অন্যায় করেননি। কিন্তু এবার আমাকে যেতে হবে।

নন্দা শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল—যেতে হবে।

হ্যাঁ, আমি চাকরি ছেড়ে চলে যেতে চাই। দেখুন, আমি যতদিন এ বাড়িতে থাকব, আপনার সন্দেহ যাবে না; আমি চোর একথা আপনি ভুলতে পারবেন না। তার চেয়ে চলে যাওয়াই ভাল।

আর কখনও আমি আপনাকে অবিশ্বাস করব না।

দিবাকর ম্লান হাসিয়া বলিল—এখন তাই মনে হচ্ছে বটে এর পরে যখনই বাড়িতে কিছু ঘটবে, আপনি আমাকে সন্দেহ করবেন। আপনি এক দণ্ড প্রাণে শান্তি পাবেন না। তার কী দরকার? আপনার অশান্তি আর বাড়াব না।

নন্দার চক্ষু সহসা অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

আপনি এখনও আমাকে ক্ষমা করতে পারেননি, তাই চলে যেতে চাইছেন।

না, সেজন্যে নয়। আপনার অশান্তির কথা ভেবেই আমি

আমার অশান্তির কথা আপনাকে ভাবতে হবে না।

আপনি আমার জন্যে যা করেছেন—

আমি আপনার জন্যে যা করেছি তার জন্যে যদি আপনার এতটুকু কৃতজ্ঞতা থাকে তাহলে আপনি চলে যেতে পারেন না।

দিবাকর ক্ষণেক নীরব রহিল। শেষে বলিল—এই যদি আপনার হুকুম হয়—

নন্দা বলিল—হ্যাঁ, এই আমার হুকুম।

নন্দা দ্রুতপদে দ্বারের পানে চলিল। পিছন হইতে দিবাকর ডাকিয়া বলিল—আপনার হার ফেলে যাচ্ছেন।

নন্দা কিন্তু দাঁড়াইল না।

6

চন্দ্রহীন রাত্রি। নন্দার ঘরে ক্ষীণ নৈশ-দীপ জ্বলিতেছে। নন্দা এখনও শয়ন করে নাই, জানালায় দাঁড়াইয়া নক্ষত্রখচিত অন্ধকারের পানে চাহিয়া আছে। আজ সে নিজের মনের কথা জানিতে পারিয়াছে; দিবাকরের প্রতি তাহার মনের ভাব শুধুই করুণা বা সহানুভূতি নয়।

তাহার চোখদুটি তারায় তারায় সঞ্চরণ করিতেছে। তারপর তাহার কণ্ঠ হইতে মৃদু বিগলিত সঙ্গীত বাহির হইয়া আসিল

দুজনে কইব কথা কানে কানে কানে কানে
যেন তা কেউ না জানে কেউ না জানে।
যে কথা যায় না ধরা যায় না ছোঁয়া
তাহারি বেদন রবে গোপন প্রাণে।
দুজনে কইব কথা–।
যদি রই দূরে দূরে– দূরে দূরে—
তুমি রও পথের পাশে, আমি রই গৃহচূড়ে
তবুও ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যালোকে
দুজনে কইব কথা চোখে চোখে।
দুজনে কইব কথা–।
যদি বা দেখা না পাই হারাই দিশা

নয়নে নেমে আসে অন্ধ নিশা
তখনও ক্ষণে ক্ষণে–ক্ষণে ক্ষণে–
দুজনে কইব কথা মনে মনে।
দুজনে কইব কথা–।

কোনও অশরীরী যদি জানালার বাহিরে উপস্থিত থাকিত তাহা হইলে দেখিতে পাইত, নন্দার জানালার পাশে আর একটি জানালায় একজন বিনিদ্র শ্রোতা দাঁড়াইয়া আছে ও তন্ময় হইয়া গান শুনিতেছে।

.

রাত্রি আরও গভীর হইয়াছে। দিবাকর আপন শয্যায় শয়ন করিয়া নিষ্পলক নেত্রে শূন্যে চাহিয়া আছে। ভোগবতীর ন্যায় কোন্ অন্তর্গূঢ় পথে তাহার চিন্তার ধারা প্রবাহিত হইতেছে তাহা তাহার মুখ দেখিয়া অনুমান করা যায় না।

নীচে হল-ঘরে ঘড়িতে দুইটা বাজিল। রাত্রির স্তব্ধতায় তাহার আওয়াজ উপরে ভাসিয়া আসিল। দিবাকর বিছানায় উঠিয়া বসিল। বস্ত্রাদি সংবরণ করিয়া খাট হইতে নামিল এবং নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইল।

বারান্দা পার হইয়া সে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে লাগিল। এই সময় নন্দার ঘরের দ্বার অল্প একটু খুলিয়া গেল। নন্দা মুখ বাড়াইয়া ক্ষণেক সিঁড়ির দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার মুখ আবার সংশয়ের ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়াছে।

নন্দা বাহির হইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া সিঁড়ির মাথা পর্যন্ত গেল, নীচে উঁকি মারিল; তারপর দ্রুত ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল দিবাকর ফিরিয়া আসিতেছে। তাহার হাতে কি একটা রহিয়াছে, অন্ধকারে ভাল দেখা গেল না।

দিবাকর লঘুপদে নন্দার দ্বারের সম্মুখ দিয়া নিজের ঘরের দিকে যাইবে এমন সময় নন্দার দ্বার সহসা খুলিয়া গেল। দিবাকর থতমত খাইয়া হাত পিছনে লুকাইল।

নন্দা ইশারা করিয়া তাহাকে কাছে ডাকিল, খাটো গলায় বলিল–কোথায় গিয়েছিলেন?

দিবাকর বলিল—নীচে। একটু দরকার ছিল।

এত রাত্রে কী দরকার?

দিবাকর চুপ করিয়া রহিল।

নন্দা তখন বলিল—আপনার হাতে ও কি? লুকোচ্ছেন কেন?

একখানা বই।

বই!! কী বই? দেখি—

একটু ইতস্তত করিয়া দিবাকর বইখানি নন্দার হাতে দিল। নন্দা বই চোখের কাছে আনিয়া শিরোনামা পড়িয়া অবাক হইয়া গেল। মহাত্মা গান্ধীর আত্মজীবনী, বাংলা অনুবাদ।

মহাত্মা গান্ধীর আত্মজীবনী! এ বই-?

নন্দা উৎফুল্ল বিস্ময়ে দিবাকরের পানে চাহিল। দিবাকর একটু নীরব থাকিয়া ধরাধরা গলায় বলিল—পড়ব। মহাপুরুষদের জীবনী আমার মতো পথহারাকে পথ দেখাবার জন্যেই তো লেখা হয়েছে।

নন্দার হৃদয় যেন দ্রবীভূত হইয়া টলমল করিতে লাগিল। সে বইখানি দিবাকরের হাতে ফিরাইয়া দিল। মহাপুরুষের পূত জীবনচরিতের উপর তাহাদের হাতে হাত মিলিত হইল।

.

সোনালী রৌদ্রভরা প্রভাত।

বাড়ির পাশে গোলাপ বাগান; শিশিরে ঝলমল করিতেছে। নন্দা একটি গানের কলি মৃদুকণ্ঠে গুঞ্জন করিতে করিতে ফুল তুলিতেছিল। তাহার মুখখানি শিশির-খচিত অর্ধ-বিকচ গোলাপ ফুলের মতোই নবোন্মোষিত অনুরাগের বর্ণে রঞ্জিত।

কয়েকটি সবৃন্ত গোলাপ তুলিয়া নন্দা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল। ঠাকুরঘর হইতে ঠুং ঠুং ঘন্টির আওয়াজ আসিতেছে। যদুনাথ পূজায় বসিয়াছেন; যুক্ত করে মুদিত চক্ষে মন্ত্র পড়িতেছেন, আর মাঝে মাঝে ঘণ্টি নাড়িতেছেন। নন্দা আসিয়া দুইটি গোলাপ ফুল ঠাকুরের সিংহাসন প্রান্তে রাখিয়া প্রণাম করিল, তারপর নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

ড্রয়িংরুমে দিবাকর খোলা জানালায় পিঠ দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছে, কাগজে তাহার মুখ ঢাকা পড়িয়াছে। নন্দা আসিয়া টেবিলের ফুলদানিতে ফুল রাখিল। দিবাকর কাগজে মগ্ন, নন্দার আগমন জানিতে পারিল না। না তখন একটু গলা ঝাড়া দিয়া নিজের অস্তিত্ব জানাইয়া দিল। দিবাকর তাড়াতাড়ি কাগজ নামাইয়া দেখিল, নন্দা ঘাড় বাঁকাইয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে।

উপরে নিজের ঘরে গিয়া নন্দা বাকি ফুলগুলি ফুলদানিতে সাজাইয়া রাখিল। কিন্তু একটি ফুলের স্থানাভাব ঘটিল, ফুলদানিতে ধরিল না। নন্দা ফুলটি হাতে লইয়া এদিক ওদিক

তাকাইল, কিন্তু কোথাও ফুলটি রাখিবার উপযুক্ত স্থান পাইল না। তখন সে মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া ঘর হইতে বাহির হইল।

দিবাকরের ঘরে চুপি চুপি প্রবেশ করিয়া নন্দা দেখিল সেখানেও ফুল রাখিবার কোনও পাত্র নাই। দিবাকরের সদ্যপরিষ্কৃত বিছানা পাতা রহিয়াছে। নন্দা গিয়া ফুলটি মাথার বালিশের উপর রাখিয়া দিল, তারপর লজ্জারুণ মুখে ঘর হইতে পলাইল আসিল।

নীচে ড্রয়িংরুমে দিবাকর তখনও সংবাদপত্র পাঠ শেষ করে নাই, যদুনাথ লাঠি ধরিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন; তাঁহার পশ্চাতে সেবক।

যদুনাথ বলিলেন—এই যে দিবাকর

দিবাকর তাড়াতাড়ি কাগজ মুড়িয়া আগাইয়া আসিল।

আজ্ঞে—

যদুনাথ চেয়ারে বসিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হয় দিবাকরের প্রতি তাঁহার প্রীতির ভাব আরও গভীর হইয়াছে। তিনি প্রশ্ন করিলেন—তারপর, কাগজে নতুন খবর কিছু আছে কি?

দিবাকর বলিল—কিছু না। তবে জিনিসপত্তরের দাম বেড়েই চলেছে; একে লগনসা চলছে, তার ওপর দোলও এসে পড়ল—

যদুনাথ বলিলেন—ওঃ তাই তো, দোল এসে পড়ল; এখনও দোলের বাজার করা হয়নি। সেবক, নন্দাকে ডাক—

সেবক হাত ঘষিতে ঘষিতে বলিল—এবার কিন্তু বাবু আমার এক শিশি চামেলির তেল চাই, তা বলে দিচ্ছি।

তুই চামেলির তেল কি করবি?

বৌ চেয়েছে। বলিয়া সেবক সলজ্জভাবে নন্দাকে ডাকিতে গেল।

দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল–কি কি বাজার করতে হবে?

যদুনাথ বলিলেন—আমি কি ছাই সব জানি! নন্দা জানে। পুজোর সময় আর দোলের সময় অনেক বাজার করতে হয়; নিজেদের জন্যে, চাকরবাকরদের জন্যে কাপড়-চোপড়, আরো কত কি। এই যে নন্দা।

সেবকের দ্বারা অনুসৃত হইয়া নন্দা প্রবেশ করিল। বলিল—

দাদু, আজ কি দোলের বাজার করতে যাওয়া হবে?

যদুনাথ বলিলেন-আজ! তা বেশ, আজই যা।

নন্দা বলিল—তুমি যাবে না?

আমি পারব না, আমার হাঁটুর ব্যথাটা বেড়েছে। মন্মথ কোথায়?

দাদা ঘুমচ্ছে। দাদা কি নটার আগে কোনও দিন বিছানা ছেড়ে ওঠে!

হুঁ, লগ্নে কেতু কিনা, ও তো আলসেকুঁড়ে হবেই। তমোগুণ—তমোগুণ। তা দিবাকর যাক তোর সঙ্গে।

নন্দা মনে মনে খুশি হইল, কিন্তু বাহিরে তাহা প্রকাশ করিল না। বলিল—বেশ তো। কেউ একজন হলেই হল।

দিবাকর বলিল—কি কি কিনতে হবে তার একটা ফিরিস্তি—

নন্দা বলিল—ফিরিস্তি আমার তৈরি আছে।

সেবক বলিল—আমার চামেলি তেল কিন্তু ভুলো না দিদিমণি।

নন্দা বলিল—আচ্ছা আচ্ছা। তুই ড্রাইভারকে গাড়ি বার করতে বল্। সকাল সকাল বেরিয়ে পড়া ভাল, বারোটার আগে ফিরতে পারব।

সেবক বলিল-ডেলেভর কোথায়? ডেলেভর তো দুদিনের ছুটি নিয়ে শ্বশুরবাড়ি গেছে।

যদুনাথ মুখ তুলিলেন—সত্যি তো, আমার মনে ছিল না। তা আজ না হয় থাক; কাল যাস নন্দা।

নন্দা ক্ষুণ্ণ হইল। বাজার করিতে যাইবার প্রস্তাবে বিঘ্ন ঘটিলে মেয়েরা স্বভাবতই মনঃপীড়া পান। দিবাকর তাহা দেখিয়া সঙ্কোচভরে বলিল—

তা যদি হুকুম করেন আমি মোটর চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব।

যদুনাথ ও নন্দা উভয়েরই চক্ষু বিস্ফারিত হইল।

যদুনাথ বলিলেন—অ্যা। তুমি মোটর চালাতেও জানো?

দিবাকর বলিল—আজ্ঞে কিছুদিন মোটর-ড্রাইভারের চাকরি করেছিলাম—

যদুনাথ খুশি হইলেন-বা বা। তুমি তো দেখছি ঝালে ঝোলে অম্বলে সব তাতেই আছ! বেশ বেশ। হবেই বা না কেন? হাজার হোক মেষ! তাহলে নন্দা, দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়—

হ্যাঁ দাদু, আমি পাঁচ মিনিটে তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

নন্দা বস্ত্রাদি পরিবর্তনের জন্য দ্রুত চঞ্চল আনন্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

.

রাজপথ। যদুনাথের মিনার্ভা গাড়ি দিবাকরের দ্বারা চালিত হইয়া একটি বৃহৎ বস্ত্রালয়ের সামনে আসিয়া থামিল। নন্দা চালকের পাশের আসনে বসিয়াছিল, উভয়ে অবতরণ করিয়া দোকানে প্রবেশ করিল।

এইরূপে এক দোকান হইতে অন্য দোকানে, বস্ত্রালয় হইতে জুতার দোকানে, সেখান হইতে মনিহারীর দোকানে গিয়া বাজার করা যখন শেষ হইল তখন গাড়ির পিছনের আসনে পণ্যদ্রব্য স্তূপীকৃত হইয়াছে।

গাড়িতে বসিয়া ফিরিস্তি দেখিতে দেখিতে নন্দা বলিল—মনে তো হচ্ছে সবই কেনা হয়েছে।

দিবাকর প্রশ্ন করিল—সেবকের চামেলির তেল?

হ্যাঁ।

তাহলে এবার ফেরা যেতে পারে?

আপনি ফেরবার জন্যে ভারি ব্যস্ত যে!

ব্যস্ত নয়। তবে এখনও গোটা পঞ্চাশেক টাকা বাকি আছে, আর একটা দোকানে ঢুকলে কিছু থাকবে না।

নন্দা হাসিয়া উঠিল। দিবাকর গাড়িতে স্টার্ট দিল, গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিল।

নন্দা বলিল—আপনি দেখছি ভারি হিসেবী।

দিবাকর বলিল—ভয়ঙ্কর। আপনিই তো শিখিয়েছেন।

একেই বলে গুরু-মারা চেলা!

এই সময় একটা মোড়ের কাছে আসিয়া দিবাকর মোটর ঘুরাইবার উপক্রম করিল; নন্দা অমনি স্টিয়ারিংয়ের উপর হাত রাখিয়া গাড়ির গতি সোজা পথে চালিত করিল। গাড়ি আঁকাবাঁকা টাল খাইয়া ঋজু পথে চলিল।

দিবাকর সবিস্ময়ে নন্দার পানে তাকাইল।

এ কি! আর একটু হলেই অ্যাসিডেন্ট হত।

নন্দা বলিল—হয়নি তো।

কিন্তু ব্যাপার কি? বাড়ির পথ যে ওদিকে!

সামনে কিন্তু সোজা পথ। বাঁকা পথের চেয়ে সোজা পথ কি ভাল নয়?

ভাল। তাহলে কি এখন সোজা পথেই যাওয়া হবে, বাড়ি ফেরা হবে না?

বাড়ি ফেরার এখনও ঢের সময় আছে, এই তো সবে সাড়ে দশটা। চলুন, শহরের বাইরে একটু ঘুরে আসা যাক। কত দিন যে ভোলা হাওয়ায় বেড়াইনি!

বেশ চলুন। এটা কিন্তু হিসেবের মধ্যে ছিল না।

নির্জন পথের উপর দিয়া মোটর ছুটিয়া চলিয়াছে। দুই পাশে অবারিত মাঠ, মাঝে মাঝে তরুগুল্ম; দূরে ভাগীরথীর রজতরেখা। নন্দা উৎফুল্ল চঞ্চল চোখে চারিদিকে চাহিতেছে, দিবাকর কিন্তু স্থির দৃষ্টিতে সম্মুখে তাকাইয়া অবিচলিত মুখে গাড়ি চালাইতেছে।

নন্দা বলিয়া উঠিল—কী চমৎকার! রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়ে যায়—

নমোনমো নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।

দিবাকর বলিল—হুঁ।

নন্দা বলিল—কিন্তু আপনি তো কিছুই দেখছেন না। চুপটি করে বসে বসে কী ভাবছেন?

দিবাকর বলিল—ভাবছি

আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গন
ঊষা দিশাহারা নিবিড় তিমির ঢাকা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

নন্দা চকিত চক্ষে দিবাকরের পানে চাহিল, যেন দিবাকরের মুখে সে রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রত্যাশা করে নাই।

কিছুক্ষণ কথা হইল না। গাড়ি ছুটিয়া চলিল। রাস্তা হইতে এক রশি দূরে ঢিপির উপর একটি ক্ষুদ্র মন্দির দেখা যাইতেছে; মন্দিরটি জীর্ণ এবং পুরাতন।

নন্দা বলিল—দেখুন দেখুন—মন্দির! বোধহয় শিব মন্দির।

দিবাকর বলিল—উহু। শিব মন্দির হলে মাথায় ত্রিশূল থাকত।

তবে কার মন্দির?

তা জানি না। হনুমানজীর হতে পারে।

কখনো না। আমি বলছি শিব মন্দির-দিবাকর মাথা নাড়িল বেশ, বাজি রাখুন।

দিবাকর বিবেচনা করিয়া বলিল—এক পয়সা বাজি রাখতে পারি। কিন্তু প্রমাণ হবে কি করে?

নন্দা বলিল—গাড়ি দাঁড় করান, চোখে দেখলেই সন্দেহ ভঞ্জন হবে।

দিবাকর গাড়ি থামাইল; নন্দা নামিয়া পড়িল।

দিবাকর বলিল—এক পয়সার জন্যে এত পরিশ্রম করতে হবে?

হ্যাঁ, নামুন। চলুন মন্দিরে। দিবাকর নামিয়া গাড়ি লক্ করিল।

দিবাকর বলিল—চলুন। কিন্তু মিছে ওঠা-নামা হবে। মন্দিরে হয়তো চামচিকে আর ইঁদুর ছাড়া কোনও দেবতাই নেই।

নন্দা উৎসাহ দেখাইয়া বলিল—-নিশ্চয় আছে। একটু কষ্ট না করলে কি দেবদর্শন হয়!

রাস্তা ছাড়িয়া দুজনে মাঠ ধরিল। ঢিপির পাদমূল হইতে ভগ্নপ্রায় এক প্রস্থ সিঁড়ি মন্দির পর্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে।

সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে তাহারা শুনিতে পাইল, কেহ একতারা বাজাইয়া মৃদুকণ্ঠে ভজন গাহিতেছে। নন্দা উজ্জ্বল চক্ষে দিবাকরের পানে চাহিল।

শুনছেন?

দিবাকর কহিল—শুনছি। ছুঁচোর কীর্তন নয়, মানুষ বলেই মনে হচ্ছে।

তাহারা মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, ভিতর হইতে এক পুরুষ বাহির হইয়া আসিলেন। বৃদ্ধ। ব্যক্তি; চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ; মাথার উপর পাকা চুল চূড়া করিয়া বাঁধা; মুখে প্রসন্ন হাসি। হাতে দুইটি ফুলের মালা লইয়া তিনি নন্দা ও দিবাকরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—এস মা! এস বাবা! এত দূরে কেউ আসে না। আজ তোমাদের দেখে বড় আনন্দ হল। এই নাও ঠাকুরের নির্মাল্য। চিরসুখী হও তোমরা, ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ কর।

বৃদ্ধ দুজনের গলায় মালা দুটি পরাইয়া দিলেন। বৃদ্ধের ভুল বুঝিতে পারিয়া দুজনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া পড়িল। নন্দা তাড়াতাড়ি টাকা বাহির করিতে করিতে আরক্ত মুখে বলিল—

মন্দিরে কোন্ ঠাকুর আছেন?

পুরোহিত বলিলেন—মা, আমার ঠাকুরের নাম ননীচোরা। বৃন্দাবনে যিনি গোপিনীদের ননী চুরি করে খেতেন ইনি সেই বাল-গোপাল।

নন্দা মন্দিরের দ্বারে টাকা রাখিয়া প্রণাম করিল; দিবাকরও প্রণাম করিল। পুরোহিত আবার আশীর্বাদ করিলেন—

আমার প্রেমময় ঠাকুর তোমাদের মঙ্গল করুন। চিরায়ুষ্মতী হও মা, ফলে ফুলে তোমাদের সংসার ভরে উঠুক—

দিবাকর ও নন্দা তাড়াতাড়ি নামিয়া চলিল; পুরোহিত স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অনেকগুলি ধাপ নামিয়া নন্দা একটি চত্বরের মতো স্থানে বসিল। মুখে লজ্জার সহিত চাপা কৌতুক খেলা করিতেছে। সে এপাশে ওপাশে চাহিয়া নিরীহভাবে বলিল—বেশ জায়গাটি। ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না।

দিবাকরের মুখ গম্ভীর, কিন্তু চোখে দুষ্টামি উকিঝুঁকি মারিতেছে।

হুঁ-কিন্তু আমি ভাবছি

কি ভাবছেন?

ভাবছি ঠাকুরেরও চুরি করা অভ্যেস ছিল।

ঠাকুর তো খালি ননী চুরি করতেন।

শুধু ননী নয়, শুনেছি আরও অনেক কিছু চুরি করেছিলেন।

যেমন–?

যেমন গোপিনীদের মন।

তা সত্যি। – নন্দা যেন চিন্তিত হইয়া গালে হাত দিল।

দিবাকর বলিল—কি ভাবছেন?

নন্দা বলিল—ভাবছি সব চোরেরই কি এক রকম স্বভাব!

দিবাকর চকিত হইয়া বলিল—তার মানে?

নন্দা বলিল—মানে সব চোরই কি মেয়েদের মন চুরি করে!

দিবাকর দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করিল-না না, ও সব বাজে গুজব। চোরেদের স্বভাব মোটেই ওরকম নয়। দেখুন, আপনি চোরেদের নামে মিথ্যে দুর্নাম দেবেন না।

নন্দা বলিল-অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে আপনি কখনও কোনও মেয়ের মন চুরি করেননি?

দিবাকর মাথা নাড়িল-না, কখখনো না। ও সব আমার ভালই লাগে না।

নন্দা মুখ টিপিয়া হাসিল। এই সময় মন্দির হইতে একতারা সহযোগে ভজনের সুর ভাসিয়া আসিল। দুজনে শান্ত হইয়া শুনিতে লাগিল।

নাচ নাচ মন-মোর—
　　আওল নওল কিশোর।
　　প্রেম-চন্দনে অঙ্গ রঙ্গই।
　　নাচত মাখন-চোর
　　নাচ নাচ মন-মোর।
　　চূড়া-পর, মরি, পিঞ্ছ নাচত, নাচে গলে বনমাল
　　মণি-মঞ্জীর চরণপর চঞ্চল, চপল করে করতাল।
　　নাচ রে শ্যাম কিশোর, বৃন্দাবন চিত-চোর,
　　গোপবধু মন প্রীতিরস-ঘন
　　পুলকভরে তনু ভোরনাচ নাচ মন-মোর।

ঘণ্টাখানেক পরে।

যদুনাথের ফটক। দিবাকর গাড়ি চালাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

এদিকে হল-ঘরের টেবিল ঘিরিয়া তিনজন বসিয়া ছিলেন : যদুনাথ, মন্মথ ও পুলিস ইন্সপেকটর। সেবক নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল। ইন্সপেকটর গম্ভীর মুখে বলিতেছিলেন—

যখন চোরের জুতো জোড়া নিয়ে গিয়েছিলাম তখন ভাবিনি যে ও থেকে চোরের কোনও হদিস পাওয়া যাবে। রুটিন মতো জুতো জোড়া পরীক্ষার জন্য হেড় অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আজ হেড অফিস থেকে খবর পেয়েছি

যদুনাথ সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন—কী খবর পেয়েছেন?

ইন্সপেকটর বলিলেন—আমরা ভেবেছিলাম ছিচকে চোর। কিন্তু তা নয়। জুতো থেকে সনাক্ত হয়েছে যে চোর-কানামাছি!

এই সময় একটা আকস্মিক শব্দ শুনিয়া সকলে ফিরিয়া দেখিলেন নন্দা ও দিবাকর অদূরে দাঁড়াইয়া আছে। দিবাকরের হাতে একটা জুতার বাক্স ছিল, তাহা তাহার হাত হইতে খসিয়া মাটিতে পড়িয়াছে। নন্দা যেন পাথরে পরিণত হইয়াছে। দিবাকরের মুখ ভাবলেশহীন; সে নত হইয়া জুতার বাক্সটা তুলিয়া লইল।

যদুনাথ ইন্সপেকটরকে অধীর প্রশ্ন করিলেন—কানামাছি! সে আবার কে?

ইন্সপেকটর বলিলেন—কানামাছির নাম শোনেননি? একজন নামজাদা চোর। খবরের কাগজে তার কথা নিয়ে প্রায়ই আলোচনা হয়।

নন্দা নিঃশব্দে আসিয়া যদুনাথের পিছনে দাঁড়াইয়াছে। সে একবার দিবাকরের দিকে চোখ তুলিল; তাহার চোখে চাপা আগুন।

মন্মথ বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, কাগজে পড়েছি বটে। আপনি বলতে চান সেই কানামাছি আমাদের বাড়িতে চুরি করতে ঢুকেছিল? কিন্তু জুতো থেকে তা বুঝলেন কি করে?

ইন্সপেকটর বলিলেন-এর একটা ইতিহাস আছে। প্রায় তিন বছর ধরে এই চোর অনেক বড় মানুষের বাড়িতে চুরি করতে ঢুকেছে, অনেক টাকা চুরি করেছে। একলা আসে একলা যায়, তার সঙ্গী-সাথী নেই। কিন্তু একবার সে একজনের বাড়িতে চুরি করতে ঢুকেছিল, বাড়ির লোকেরা জেগে উঠে তাকে তাড়া করে। কানামাছি পালালো, কিন্তু তার পুরোনো জুতো জোড়া ফেলে গেল। সেই জুতো পুলিসের কাছে আছে। আপনার বাড়িতে যে-জুতো পাওয়া গেছে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেল, অবিকল কানামাছির পায়ের ছাপ। সুতরাং

সেবক সানন্দে হাত ঘষিতে লাগিল; যদুনাথ কিন্তু বিচলিত হইয়া পড়িলেন—

এ তো বড় ভয়ানক কথা। সূর্যমণির ওপর যদি কানামাছির নজর পড়ে থাকে—অ্যাঁ–। ইন্সপেকটরবাবু, এ চোর তো আপনাদের ধরতেই হবে।

ইন্সপেকটর বলিলেন—ধরা কিন্তু সহজ নয়। কানামাছির চেহারা কেমন আমরা দেখিনি। দেখেছি কেবল তার পায়ের ছাপ। ভেবে দেখুন, কলকাতা শহরের লক্ষ লক্ষ লোকের সঙ্গে পায়ের ছাপ মিলিয়ে চোরকে ধরা কি সম্ভব? একমাত্র তাকে যদি হাতে হাতে ধরা যায় তবেই সে ধরা পড়বে। কিন্তু কানামাছি ভারি সেয়ানা চোর। আমার বিশ্বাস সে

আমাদেরই মতো ভদ্রলোক সেজে বেড়ায়, তার বন্ধুবান্ধবও তাকে চোর বলে চেনে না। এরকম চতুর-চূড়ামণিকে ধরা কি সহজ, যদুনাথবাবু?

নন্দার অধরোষ্ঠ খুলিয়া গেল; সে যেন এখনি দিবাকরের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করিয়া দিবে। কিন্তু তাহার দৃষ্টি পড়িল দিবাকরের উপর। দিবাকর শান্তভাবে তাহার পানে চাহিয়া আছে, যেন সব কিছুর জন্যই সে প্রস্তুত। নন্দা অধর দংশন করিয়া উদগত বাক্য রোধ করিল।

যদুনাথ অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে বলিলেন—কিন্তু—তাহলে—আমার সূর্যমণি!

ইন্সপেকটর বলিলেন—আপনার সূর্যমণি সম্বন্ধে খুবই সাবধান হওয়া দরকার। পুলিসের দিক থেকে কোনও ত্রুটি হবে না; আপনিও যাতে সাবধানে থাকেন তাই খবর দিয়ে গেলাম!–আচ্ছা, আজ তাহলে উঠি। যতদূর জানা আছে, কানামাছি রাত্রে ছাড়া চুরি করে না। আপনি রাত্রে বাড়ি পাহারা দেবার ব্যবস্থা করুন।

যদুনাথ উঠিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, আজই আমি দুটো চৌকিদার রাখব। কানামাছি—কি সর্বনাশ—আঁ!

ইন্সপেকটর গমনোম্মুখ হইলেন—আচ্ছা নমস্কার!

নন্দা এতক্ষণে কথা কহিল—একটা কথা। চোরের নামই কি কানামাছি?

ইন্সপেকটর বলিলেন—চোরের নাম কেউ জানে না। কানামাছি নামটা খবরের কাগজের দেওয়া। আসল নামের অভাবে ঐ নামই চলে গেছে।

নন্দা কেবল বলিল-ও—

.

পূর্ব ঘটনার পর মিনিট পনেরো গত হইয়াছে।

দিবাকর নিজের ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া ছিল, দ্বার খোলার শব্দে ফিরিয়া দেখিল নন্দা প্রবেশ করিতেছে। নন্দার চোখ দুটি সূর্যমণির মতোই জ্বলজ্বল করিতেছে।

নন্দা দরজা ভেজাইয়া দিয়া দিবাকরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, বিদ্রূপশাণিত কণ্ঠে বলিল—আপনি কি সুন্দর গল্প বলতে পারেন! কী অদ্ভুত আপনার উদ্ভাবনী শক্তি! ধন্য আপনি!

দিবাকর চক্ষু নত করিল।

নন্দা বলিয়া চলিল—কানামাছি। খবরের কাগজওয়ালাদের কি স্পর্ধা আপনাকে কানামাছি বলে! আপনি কানাও নয়, মাছিও নয়। আপনি পাকা চোরনামজাদা চোর—চতুর চুড়ামণি!!

দিবাকর অস্ফুটস্বরে বলিল—আমার একটা কথা শুনবেন?

নন্দা তীব্রস্বরে বলিল—আপনার কথা আমি ঢের শুনেছি, অভিনয়ও ঢের দেখেছি। কি অপূর্ব অভিনয়! গরীব-অসহায়—পেটের দায়ে চুরি করতে আরম্ভ করেছেন—

দিবাকর বলিল—অন্তত ও কথাটা মিথ্যে নয়। সত্যিই আমি পেটের দায়ে চুরি করতে আরম্ভ করেছিলাম।

নন্দা বলিল—চুপ করুন। আপনার একটা কথাও সত্যি নয়। সত্যি কথা বলতে আপনি জানেন। আজই আপনি বলেছেন যে মেয়েদের মন চুরি করতে আপনি জানেন না; কিন্তু মেয়েদের চোখে কি করে ধুলো দিতে হয় তা আপনি বেশ জানেন। মেয়েদের কাছে ন্যাকা সেজে কাজ আদায় করতে আপনার জোড়া নেই।

আমাকে দুটো কথা বলতে দেবেন?

কী বলবেন আপনি? আমাকে বোধহয় বোঝাবার চেষ্টা করবেন যে আপনি সূর্যমণি চুরি করতে আসেননি।

না, আমি সূর্যমণি চুরি করতেই এসেছিলাম।

নন্দার বিদ্যুৎ শিখার মতো আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল—

উঃ! অসহ্য! নির্লজ্জতারও একটা সীমা আছে।

সে ঝড়ের মতো ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, ক্ষণেক পরে তাহার ঘরের দরজা দমাস্ করিয়া বন্ধ হইল। দিবাকর তাহাকে অনুসরণ করিবার উপক্রম করিয়াছিল, শব্দ শুনিয়া আবার জানালায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সে একবার জানালা দিয়া বাহিরে উঁকি মারিল।

নন্দা নিজের ঘরে গিয়া দরজায় ছিটকিনি লাগাইয়া দিয়াছিল। রাগে ফুলিতে ফুলিতে ওয়ার্ডরোবের সামনে দিয়া যাইবার সময় সে আয়নায় দেখিল, পূজারী প্রদত্ত মালাটি এখনও তাহার গলায় দুলিতেছে। সে একটানে মালা ছিড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিল। দেয়ালে নন্দার একটি ছবি টাঙানো ছিল, ছিন্ন মালা ছবির ফ্রেমে আটকাইয়া ঝুলিতে লাগিল। ঠাকুরের আশীর্বাদী মালাটা যেন কিছুতেই নন্দাকে ছাড়িবে না।

নন্দা গিয়া খাটের কিনারায় বসিল; ক্লান্তিভারাক্রান্ত একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দুহাতে মুখ ঢাকিল। তাহার উত্তপ্ত ক্রোধ এতক্ষণ তাহাকে খাড়া করিয়া রাখিয়াছিল, এখন সে যেন ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

ঘরের জানালা খোলা ছিল। এই সময় দিবাকরকে জানালার বাহিরে দেখা গেল। সে নিঃশব্দে জানালা ডিঙাইয়া ঘরের ভিতরে আসিল; একবার চকিত চক্ষে নন্দাকে দেখিয়া লইল।

জানালার কাছেই নন্দার পড়ার টেবিল। দিবাকর দেখিল টেবিলের উপর কয়েকটা ফটো পড়িয়া রহিয়াছে; তন্মধ্যে একটি নন্দার। দিবাকর ছবিটি পকেটে পুরিয়া ঠোঁটের উপর হাত রাখিয়া একটু কাশিল। নন্দা চমকিয়া চোখ তুলিল; দিবাকরকে দেখিয়া সুচীবিদ্ধবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল।

এ কি! আমার ঘরে ঢুকলেন কি করে?

নন্দা তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দিবাকর শুষ্কস্বরে বলিল—শুধু দরজা বন্ধ করে নামজাদা চোরকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না।

নন্দা বুঝিল, একদিন দিবাকর যেমন ঐ জানালা দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল, আজ তেমনি অবলীলাক্রমে প্রবেশ করিয়াছে। নন্দার মুখের ভাব তিক্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল—দেখছি আমার জানালাও বন্ধ করা উচিত ছিল। কিন্তু আমাকে এমনভাবে উত্যক্ত করছেন কেন? আর কি চান আপনি?

দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল—আমার সত্যিকার পরিচয় আপনি কাউকে বলেছেন কি?

নন্দা বলিল—না বলিনি এখনও। কিন্তু বলব, শিগগিরই বলব।

দিবাকর বলিল—বেশ, বলবেন। কিন্তু তার আগে আমার কথাও আপনাকে শুনতে হবে। ভয় নেই, আমি নিজের সাফাই গাইব না, চোখে ধূলো দেবার চেষ্টাও করব না। নিছক সত্যি কথা বলব। বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছে।

নন্দা কথা কহিল না, ওষ্ঠাধর চাপিয়া দিবাকরের পানে চাহিয়া রহিল। ইহাকেই অনুমতি বলিয়া গ্রহণ করিয়া দিবাকর ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল—

চুরি করবার যে একটা নেশা আছে তা বোধহয় আপনি জানেন না; জানবার কথাও নয়। প্রথম যখন আমি চুরি করতে আরম্ভ করি তখন আমার বয়স পনেরো-ষোল বছর। বাবা সামান্য চাকরি করতেন, কিছু সঞ্চয় করতে পারেননি। তিনি হঠাৎ মারা গেলেন; সংসারে রইলাম শুধু মা আর আমি। কেউ সাহায্য করল না, কেউ একবার ফিরে তাকাল না। আমার তখনও রোজগার করবার বয়স হয়নি—একদিন মরীয়া হয়ে চুরি করলাম। সেই আরম্ভ—কিন্তু মাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলাম না, তিনি একরকম অনাহারেই মারা গেলেন।

দিবাকর একটু চুপ করিল। নন্দা তীক্ষ্ণ অবিশ্বাস লইয়া শুনিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু শুনিতে শুনিতে তাহার মুখের ভাব একটু একটু করিয়া পরিবর্তিত হইতে লাগিল। দিবাকর নীরস আবেগহীন কণ্ঠে আবার আরম্ভ করিল

নিজের বলতে আমার আর কেউ রইল না। পৃথিবীতে আমি একা; কেউ আমাকে চায় না, আমার মরা বাঁচায় কারুর আসে যায় না। আমার মন কঠিন হয়ে উঠতে লাগল। আমার ওপর যখন কারুর মমতা নেই, তখন আমারই বা কারুর ওপর মমতা থাকবে কেন? সংসার যখন আমার শত্রু তখন আমিও সংসারের শত্রু। এইভাবে বড় হয়ে উঠলাম। আমি নির্বোধ নই; জানতাম, যদি একবার ধরা পড়ি তাহলে সমাজ আমাকে ছাড়বে না, দাগী করে ছেড়ে দেবে। খুব সাবধানে চুরি করতে শিখলাম। আর শিখলাম ধনীকে ঘৃণা করতে। যাদের টাকা আছে তারাই আমার শত্রু; তারা সম্পত্তি আগলে নিয়ে বসে আছে, যে সেদিকে হাত বাড়াবে তাকেই তারা পায়ের তলায় পিষে ফেলবে। তারা নিষ্ঠুর, তারা পরের সম্পত্তি ফাঁকি দিয়ে নিজেরা বড়মানুষ হয়ে বসেছে; তারাই আমার মুখের অন্ন কেড়ে খাচ্ছে–

নন্দা তপ্তকণ্ঠে বলিল—মিথ্যে কথা। বড়মানুষ মাত্রই গরীবের মুখের অন্ন কেড়ে খায় একথা সত্যি নয়।

দিবাকর বলিল—পুরোপুরি সত্যি না হলেও একেবারে মিথ্যেও নয়। যাক, আমি নিজের মনের অবস্থা বর্ণনা করছি। একটা কথা আপনাকে মিথ্যে বলেছিলাম, আমার শিক্ষা সম্বন্ধে। চুরির টাকায় আমি এম-এ পাস করেছি, অশিক্ষিত নই। আধুনিক মনীষীদের চিন্তাধারার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। Proudhon বলেছেন, Property is theft; যার সম্পত্তি আছে সেই চোর। মনে আছে কথাটা আমাকে খুব উৎসাহ দিয়েছিল। যারা বিত্তবান তারাই যদি চোর তবে আমার হতে লজ্জা কি?...ক্রমে আমি কঠিন অপরাধী হয়ে

www.bengaliebook.com

উঠলাম; চুরির নেশা আমাকে চেপে ধরল। সুবিধে পেলেই চুরি করতে আরম্ভ করলাম। এইভাবে গত তিন বছর কেটেছে। এখন আর আমার টাকার দরকার নেই, কিন্তু নেশা ছাড়তে পারি না।

দিবাকর আবার থামিল। নন্দা সম্মোহিত হইয়া শুনিতেছিল, নিজের অজ্ঞাতসারেই বলিয়া উঠিল–

তারপর?

দিবাকর নন্দার দিকে না চাহিয়া বলিতে লাগিল।

তারপর একটা বাড়িতে চুরি করতে গেলাম। আটঘাট বেঁধেই গিয়েছিলাম, কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম। ভেবেছিলাম তারা আমাকে পুলিসে ধরিয়ে দেবে, কিন্তু তারা ধরিয়ে দিলে না। দয়া মায়া আশা করিনি, দয়া মায়া পেলাম, সমবেদনা পেলাম; সৎপথে চলবার প্রেরণা পেলাম। যে বাড়িতে চোর হয়ে ঢুকেছিলাম সেই বাড়িতে আশ্রয় পেলাম–

সে কোন্ বাড়ি?

দিবাকর প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিয়া চলিল—কিন্তু তবু আমার চুরির নেশা গেল না। একদিকে লোভ, অন্যদিকে কৃতজ্ঞতা—দুয়ের মধ্যে টানাটানি শুরু হল। এমনি ভাবে কিছুদিন চলল। তারপর সব ভেসে গেল।

ভেসে গেল!

আমার মনে স্নেহ মমতা ভালবাসার স্থান ছিল না, শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল না; সব পাথর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একদিন কোথা থেকে এক প্রবল বন্যা এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল। শুধু রয়ে গেল ভালবাসা শ্রদ্ধা আর আত্মগ্লানি।

দিবাকরের কথা শুনিতে শুনিতে নন্দা এক পা এক পা করিয়া টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; তাহার মুখে সংশয়ভরা অবিশ্বাস আর ছিল না, চোখে এক নূতন দীপ্তি ফুটিয়া ছিল। দিবাকর পকেট হইতে চকচকে চাবিটি বাহির করিয়া অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল

যতদিন আমার প্রাণে ভালবাসা ছিল না, ততদিন আত্মগ্লানিও ছিল না। কিন্তু এখন মনে হল আমি নরকের কীট, আমার সর্বাঙ্গে পাঁক লেগে আছে, যাকে ভালবাসি তার পানে চোখ তুলে চাইবার অধিকার আমার নেই—

নন্দা টেবিলের দিকে দৃষ্টি নত করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল-কাকে আপনি ভালবাসেন তা তো বললেন না।

দিবাকর নিবন্ত স্বরে বলিল—সে কথা বলবার নয়। —এই চাবি তৈরি করেছিলাম চুরি করব বলে, যা চুরি করতে এসেছিলাম, ইচ্ছে করলেই তা চুরি করতে পারতাম। কিন্তু আর সে ইচ্ছে নেই। এখন আমাকে কেটে ফেললেও আর চুরি করতে পারব না।

চাবিটি টেবিলে রাখিয়া দিয়া সে ক্লান্তচক্ষে নন্দার পানে চাহিল।

আমার যা বলবার ছিল শেষ হয়েছে। এখন আপনি পুলিসে খবর দিতে পারেন। আমি পাশের ঘরে থাকব।

দিবাকর দ্বার খুলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

.

হল-ঘরের ঘড়িতে তিনটা বাজিতে কয়েক মিনিট বাকি আছে। মন্মথ টেবিলের সম্মুখে বসিয়া অলসভাবে একটা মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইতেছিল। ঘরে আর কেহ নাই। যদুনাথ এখনও তাঁহার চিরাভ্যস্ত দিবানিদ্রা শেষ করিয়া ঘর হইতে বাহির হন নাই।

টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। মন্মথ নিরুৎসুকভাবে যন্ত্র তুলিয়া কানে দিল

হ্যালো

তারের অপর প্রান্ত হইতে যে কণ্ঠস্বরটি ভাসিয়া আসিল তাহাতে মন্মথ তড়িৎপৃষ্টের ন্যায় খাড়া হইয়া বসিল, তাহার ব্যাজার-ভরা মুখ মুহূর্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে একবার সচকিতে চারিদিকে চাহিল।

তারপর বলিল—অ্যাঁ—লিলি! হুঁ হুঁ, আমি মন্মথ। কি বললে—তুমি একলা আছ?

লিলি নিজের বাসা হইতে টেলিফোন করিতেছে। দাশু ও ফটিক তাহার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। লিলি কণ্ঠস্বরে মধু ঢালিয়া ফোনের মধ্যে বলিল—হ্যাঁ, কেউ নেই। আমি একলা।

মন্মথ সন্দিগ্ধভাবে বলিল—দাশুবাবু? ফটিকবাবু?

লিলি মুখের একটা ভঙ্গি করিয়া দাশু ও ফটিকের পানে কটাক্ষপাত করিল—

তাঁরা আর আসবেন না। তাঁদের আমি—। তাঁদের কথা দেখা হলে বলব; কিন্তু আপনিও কি আমাকে ভুলে গেছেন, মন্মথবাবু?

ভুলে গেছি! কি বলছ তুমি? আমি এখনি তোমার কাছে যাচ্ছি

শুনুন, এখন আসবেন না। আজ রাত্রে আমার সঙ্গে ডিনার খাবেন, কেমন? শুধু আমি আর আপনি, আর কেউ নয়।

আচ্ছা, সেই ভাল। তোমাকে যে কত কথা বলবার আছে, লিলি—হেঁ হেঁ—আচ্ছা—আচ্ছা—নিশ্চয়।

মন্মথ টেলিফোন রাখিয়া আহ্লাদে প্রায় লাফাইতে লাফাইতে উপরে চলিয়া গেল।

ওদিকে লিলি টেলিফোন বন্ধ করিয়া সপ্রশ্ন নেত্রে দাশু এবং ফটিকের পানে চাহিল। দাশু উত্তরে সন্তোষসূচক ঘাড় নাড়িল-হা, আজই একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলা চাই, আর দেরি নয়। চল ফটিক, আমাদেরও তৈরি থাকতে হবে।

7

বেলা আন্দাজ সাড়ে চার। লাইব্রেরি-ঘরে বসিয়া যদুনাথ একটি জ্যোতিষের বই দেখিতেছেন; নন্দা চায়ের সরঞ্জাম লইয়া চা প্রস্তুত করিতেছে। নন্দার মুখখানি গম্ভীর, একটু শঙ্কিত। এক পেয়ালা চা ঢালিয়া সে যদুনাথের সম্মুখে ধরিল।

দাদু, তোমার চা।

যদুনাথ বই সরাইয়া রাখিয়া চা লইলেন, কথাচ্ছলে বলিলেন

আজ একাদশী কিনা, বাতের ব্যথাটা বেড়েছে। মন্মথ কোথায়?

দাদা কি জানি কোথায় বেরুল।

আর দিবাকর?

বোধ হয় নিজের ঘরে আছেন। ডেকে পাঠাব?

না, দরকার কিছু নেই। ছেলেটার ওপর আমার ভারি মায়া পড়ে গেছে। বড় ভাল ছেলে।

নন্দা একটু হাসিয়া বলিল—মেষ কিনা, তাই তোমার মায়া পড়েছে।

যদুনাথ বলিলেন-না না, সত্যি ভাল ছেলে। তোর ভাল লাগে না?

নন্দা প্রশ্নটা এড়াইয়া গেল। বলিল—দাদা ওঁকে পছন্দ করে না।

যদুনাথের মুখ গম্ভীর হইল। বলিলেন, সে আমি জানি। কিন্তু ওর সঙ্গে কোনও রকম অসদ্ব্যবহার করে না তো?

নন্দা বলিল—না। দাদা ওঁকে এড়িয়ে চলে, উনিও দাদাকে এড়িয়ে চলেন। দাদু, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

কি কথা?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নন্দা আস্তে আস্তে বলিল—মনে করো, একজন অপরাধ করার পর তার অনুতাপ হয়েছে, আর সে অপরাধ করতে চায় না। তবু কি তাকে শাস্তি দিতে হবে?

যদুনাথ তীক্ষ্ণ সন্দেহভরা দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিলেন

হঠাৎ একথা কেন? নন্দা

হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—অমনি। জানবার কৌতূহল হল, তাই জিগ্যেস করছি।

যদুনাথ গম্ভীর মুখে বলিলেন-নন্দা, বড় কঠিন প্রশ্ন করেছ; একেবারে দণ্ডনীতির গোড়ার কথা! দ্যাখ, মানুষ যখন অপরাধ করে তখন তার ফলে কারুর না কারুর অনিষ্ট হয়, সমাজের ক্ষতি হয়। অনুতাপ খুব ভাল জিনিস, কিন্তু অনুতাপে তো ক্ষতিপূরণ হয় না। মানুষ যেকাজ করেছে। তার ফল—ভাল হোক মন্দ হোক—তাকে ভোগ করতে হবে। এটা শুধু মানুষের আইন নয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আইন। আগুনে যে হাত দিয়েছে তার হাত পুড়বে, হাজার অনুতাপেও তার জ্বলুনি কমবে না। কেমন, বুঝতে পারছ?

পারছি।

এই হচ্ছে অনাদি নিয়ম। মানুষ তার সমাজব্যবস্থায় এই নিয়ম মেনে নিয়েছে। না মেনে উপায় নেই, না মানলে সমাজ একদিনও চলবে না। পাপ যে করেছে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। অপরাধীকে দণ্ডভোগ করতে হবে।

কিন্তু অনুতাপ

অনুতাপ ভাল; যার অনুতাপ হয়েছে তাকে আমরা স্নেহের চক্ষে সহানুভূতির চক্ষে দেখব, কিন্তু তার প্রাপ্য দণ্ড থেকে তাকে নিষ্কৃতি দেবার অধিকার আমাদের নেই। দণ্ড ভোগ করে তবে সে কর্মফলের হাত থেকে মুক্তি পাবে, তার দাঁড়িপাল্লা আবার সমান হবে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নন্দা ভয়ে ভয়ে বলিল—আচ্ছা দাদু, মনে কর—মনে কর দাদা যদি কোনও অপরাধ করে থাকে

যদুনাথ চমকিয়া বলিলেন—দাদা-মন্মথ!

নন্দা বলিল—না না, আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মনে কর দাদা যদি কোনও অপরাধ করে, কিন্তু তারপর অনুতপ্ত হয়, তবু কি তুমি তাকে শাস্তি দেবে? জেলে পাঠাবে?

যদুনাথ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন—

মন্মথ যদি জেলে যাবার মতো অপরাধ করে তাহলে আমি তাকে জেলে পাঠাব। আমার বুক ভেঙে যাবে, তবু তাকে জেলে পাঠাব। না, একটা কথা জেনে রাখো। ন্যায় অন্যায় বোধ যদি না থাকে তাহলে জীবনে কিছুরই কোনও মূল্য থাকে না; জীবনটাই খেলো হয়ে যায়। আমি জীবনে অনেক দাগা পেয়েছি, অনেক জিনিস হারিয়েছি। তোমাদের মা-বাবা, তোমাদের ঠাকুরমা-সবই একে একে আমাকে ছেড়ে গেছেন। কিন্তু তবু আমি মনের জোর হারাইনি। শেষ পর্যন্ত সবই যদি যায়, তবু ন্যায়ধর্মকে আঁকড়ে থাকব। ওই আমার শেষ সম্বল।

শুনিতে শুনিতে নন্দার চোখে জল আসিয়াছিল; সে আঁচল দিয়া চোখ মুছিল।

.

দ্বিতলে দিবাকরের ঘর। দিবাকর নিজের বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া আছে। নন্দার যে ফটোখানা সে চুরি করিয়াছিল, তাহাই ডান হাতের বুকের উপর ধরিয়া একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া আছে। ক্রমে তাহার ক্লান্ত চক্ষু মুদিয়া আসিল, ছবিখানা হাত হইতে খসিয়া বুকের উপর পড়িয়া রহিল! তন্দ্রার মধ্যে সে একবার অস্ফুট স্বরে বলিল—না না, নন্দা-তা হয় না।

নন্দা আসিয়া ধীরে ধীরে তাহার শয্যাপাশে দাঁড়াইল, করুণ-মধুর নয়নে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। দিবাকরের বুকের উপর উল্টানো ছবিটা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কার ছবি?

নন্দার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে অতি লঘু হস্তে ছবিখানা দিবাকরের বুকের উপর হইতে তুলিয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে দিবাকরের চটকা ভাঙিয়া গেল, সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

নন্দা!

নিজের মুখে নন্দার নাম শুনিয়া সে নিজেই থতমত খাইয়া গেল। নন্দা ছবিটা দেখিয়া হাসিমুখ তুলিল।

হ্যাঁ, নন্দা। চণ্ডীদাস কি বলেছেন জানো?

দিবাকর শয্যা হইতে নামিয়া দাঁড়াইল।

চণ্ডীদাস?

নন্দা বলিল—হ্যাঁ গো, কবি চণ্ডীদাস, রজকিনী রামীর চণ্ডীদাস। গান শোনোনি? চণ্ডীদাস কয়, আপন স্বভাব ছাড়িতে না পারে চোরা।

দিবাকর অবরুদ্ধস্বরে বলিল—নন্দা, আমি

নন্দা বলিল—কখন ছবিটা চুরি করলে? উঃ, কি সাংঘাতিক চোর তুমি! আমার চোখের সামনে চুরি করলে তবু দেখতে পেলাম না!

দিবাকর আর্তস্বরে বলিল—নন্দা, কেন তুমি জানলে? আমি বলতে চাইনি

কিন্তু এখন তো ধরা পড়ে গেছ। এখন কি করবে?

কি করব! আমি চোর—দাগী আসামী

মুহূর্তে নন্দার মুখ গম্ভীর হইল; সে দিবাকরের মুখের উপর অপ্রগলভ চক্ষু রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল

তুমি চোর, তুমি দাগী আসামী; আচ্ছা বেশ, কিন্তু আমি তবে কি? চোরের বোন। তফাত কতখানি? আমি কোন অধিকারে তোমাকে নিচু নজরে দেখব।

না না, সে অন্য কথা। মন্মথবাবু প্রকৃতিস্থ নয়, তিনি কি করছেন তা নিজেই জানেন না। কিন্তু আমি যে সাদা চোখে জেনে শুনে অপরাধ করেছি

কিন্তু এখন তো তুমি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছ।

তা পেরেছি, কিন্তু নিজের অতীতকে ভুলতে পারছি কই? অতীতের দেনা যতক্ষণ না শোধ করছি ততক্ষণ যে আমার নিষ্কৃতি নেই, নন্দা।

অতীতের দেনা?

যা করেছি তার ফল ভোগ করতে হবে না? পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না?

নন্দার মুখ পাণ্ডুর হইল; দাদুও তো ওই কথাই বলিয়াছিলেন। সে স্খলিতস্বরে বলিল— প্রায়শ্চিত্ত! কী প্রায়শ্চিত্ত! কি করতে চাও তুমি?

দিবাকর একবার কপালের উপর দিয়া করতল সঞ্চালিত করিল—

তা এখনও ঠিক জানি না। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, না করলে শান্তি নেই। নন্দা, আর আমি এখানে থাকব না, চলে যাব।

নন্দা ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল—কেন! কেন! তার কি দরকার।

দিবাকর বলিল—আমার দরকার আছে। তোমাকে ছেড়ে চলে যাওয়া আমার প্রায়শ্চিত্তের প্রথম পর্ব।

নন্দার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া দিবাকর তাহার আরও কাছে আসিয়া মিনতির সুরে বলিল–কেঁদো না, নন্দা। আমাকে হাসিমুখে যেতে দাও

নন্দা গিয়া দরজায় পিঠ দিয়া দাঁড়াইল।

না, তুমি যেতে পাবে না।

দিবাকর কাছে গিয়া ধীর স্বরে বলিল—না, আমার মন বড় দুর্বল, আমাকে প্রলোভন দেখিও। তুমি আমাকে মানুষ তৈরি করেছ, তুমি আমার পথ আগলে দাঁড়িও না, আমাকে মনুষ্যত্বের পথে হাঁটতে দাও। নন্দা, আমার কথা শোনো।

দিবাকর আঙুল দিয়া নন্দার চিবুক তুলিয়া ধরিল।

নন্দা অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে বলিল—চলে যাবে?

দিবাকর বলিল—আবার আমি ফিরে আসব। যেদিন আমার ঋণ শোধ হবে সেইদিন আমি তোমার কাছে ফিরে আসব।

আসবে?

আসব, শপথ করছি। কিন্তু তুমিও একটা শপথ কর। তুমি আমাকে সাহায্য করবে, আমার প্রায়শ্চিত্ত যাতে পূর্ণ হয় তার চেষ্টা করবে। তুমি সাহায্য না করলে আমি যে কিছুই পারব না, নন্দা। বল, সাহায্য করবে।

কান্নায় বুজিয়া যাওয়া স্বরে নন্দা বলিল-করব।

দিবাকর তখন নন্দার হাত ধরিয়া পাশে সরাইয়া দিল। বলিল—এবার আমি হালকা মনে যেতে পারব।—চললাম নন্দা, আবার দেখা হবে।

দিবাকর চলিয়া গেল। অশ্রুবাষ্পের ভিতর দিয়া নন্দা যেন দেখিতে পাইল, দিবাকর চলিয়া যাইতেছে; সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিল; হল-ঘর পার হইয়া বাগানের পথ দিয়া চলিয়াছে; ফটক উত্তীর্ণ হইয়া রাস্তায় নামিল; ঘনায়মান সন্ধ্যায় নগরের জনসমুদ্রে মিলাইয়া গেল।

.

রাত্রি আন্দাজ আটটা। লিলির ড্রয়িংরুম। লিলি সোফায় বসিয়া আছে, আর মন্মথ নতজানু অবস্থায় তাহার দিকে ঝুঁকিয়া তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়াছে। মানুষ যে অবস্থায় কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া প্রবৃত্তির খরস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়ে মন্মথর সেই অবস্থা। সে উন্মাদনার ঝোঁকে বলিতেছে—লিলি, আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমাকে চাই—তোমাকে না পেলে আমি পাগল হয়ে যাব।

পুরুষকে প্রলুব্ধ করার কলাবিদ্যায় লিলি সুনিপুণা; কতখানি আকর্ষণ করিয়া কখন ঢিলা দিতে হয় তাহা তাহার নখাগ্রে। সে বঙ্কিম ভঙ্গি করিয়া ঠোঁটের কোণে হাসিল

সবাই ঐ কথা বলে! ও তোমাদের মুখের কথা।

মুখের কথা! লিলি, তুমি জানো না, তোমার জন্যে আমি নিজের বোনের গয়না চুরি করেছিলাম। তোমার জন্যে আমি কী না পারি! যদি হৃদয় খুলে দেখাতে পারতাম তাহলে বুঝতে।

পুরুষের হৃদয় নেই, শুধু ছলনা।

লিলি হঠাৎ উঠিয়া ব্যাল্কনিতে গিয়া দাঁড়াইল। নীচে অন্ধকার বাগান; লিলি রেলিংয়ের উপর কনুই রাখিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। মন্মথ আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল।

কিন্তু কেহই জানিতে পারিল না যে ঠিক ব্যালকনির নীচে অন্ধকারে দিবাকর দাঁড়াইয়া আছে।

মন্মথ ব্যগ্রস্বরে বলিল—লিলি, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না। তোমার জন্যে আমি আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি, মানুষ খুন করতে পারি

লিলি বলিল-ওসব কিছুই করবার দরকার নেই। তুমি আমাকে ভালবাসে কিনা খুব সহজে প্রমাণ করতে পারে।

মন্মথ সাগ্রহে বলিল—কি করব বল?

কিন্তু সে তুমি পারবে না।

একবার বলে দ্যাখো পারি কিনা। একবার মুখ ফুটে বল, লিলি।

লিলি গম্ভীর মুখে মন্মথর দিকে ফিরিল—

তুমি একবার বলেছিলে তোমার বাড়িতে একটি সুন্দর রুবি আছে; যদি সেই রুবি আমাকে এনে দিতে পারো, তবেই বুঝব তুমি আমায় ভালবাস।

মন্মথর মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল।

রুবি—সূর্যমণি! কিন্তু সে যে—সে যে আমাদের ঠাকুর, দাদু রোজ তার পুজো করেন—

লিলি মুখ বাঁকাইয়া বলিল—আমি জানতাম তুমি পারবে না। তুমি কেবল মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলতে পার।—সর, পথ ছাড়ো।

লিলি আবার কক্ষে ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিল, কিন্তু মন্মথ হাত দিয়া তাহার পথ আগলাইয়া রহিল।

লিলি, আমার একটা কথা শোনো

আর কি শুনব? তোমার প্রেমের দৌড় বুঝতে পেরেছি। তোমার চেয়ে দাশুবাবু ফটিকবাবু ভাল, তারা অন্তত কৃপণ নয়।

মন্মথর মনে যেটুকু দ্বিধা ছিল দাশু ফটিকের উল্লেখে তাহা দূর হইল। সে তীব্র জ্বরাক্রান্ত চোখে চাহিয়া লিলির দুই কাঁধের উপর হাত রাখিল।

লিলি, আমি যদি সূর্যমণি এনে তোমায় দিই, তাহলে তুমি আমার হবে?

তাহলে বুঝব তুমি আমায় সত্যিই ভালবাস।

আর তুমি? তুমি আমায় ভালবাস না?

লিলি লজ্জাভিনয় করিয়া বলিল—সে কথা মেয়েরা কি মুখ ফুটে বলতে পারে?

মন্মথ গাঢ়স্বরে বলিল—লিলি, চল দুজনে পালিয়ে যাই। আমি সূর্যমণি চুরি করে আনব, তারপর দুজনে পালিয়ে গিয়ে নির্জনে বাস করব; কেউ জানবে না, শুধু তুমি আর আমি। —

ডার্লিং!

ডার্লিং! আজ রাত্রে আমি আসব—দুপুর রাত্রে আসব–সূর্যমণি নিয়ে আসব যেমন করে পারি। তুমি আমার জন্যে রাত বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা কোরো।

আমি সারা রাত তোমার পথ চেয়ে থাকব।

বাহুতে বাহু শৃঙ্খলিত করিয়া দুজনে আবার ঘরে ফিরিয়া গেল। ব্যাকনির নীচে দাঁড়াইয়া দিবাকর অবিচলিত মুখে সমস্ত শুনিয়াছিল; আর অধিক শুনিবার প্রয়োজন ছিল না।

.

রাত্রি সাড়ে আটটা। যদুনাথের হল-ঘরে কেহ নাই; কেবল নন্দা স্বপ্নাবিষ্টের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। নন্দা কাছেই ছিল, সে ক্ষণেক শব্দায়মান যন্ত্রটার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর ছুটিয়া গিয়া যন্ত্রটা তুলিয়া কানে ধরিল। যদি দিবাকর হয়।

হ্যালো

তারের অপরদিক হইতে কোনও শব্দ আসিল না।

হ্যালো হ্যালো

কোনও অনির্দিষ্ট স্থানে একটি টেবিলের সম্মুখে দিবাকর টেলিফোন কানে দিয়া বসিয়া আছে; তাহার মুখে স্নেহ-বিধুর হাসি। কিছুক্ষণ শুনিবার পর সে নরম সুরে বলিল—তুমি কথা বল, নন্দা, আমি শুনি।

ওদিকে নন্দার মুখ উজ্জ্বল হইয়া আবার পার হইয়া গেল।

তুমি—তুমি? কোথা থেকে কথা বলছ?

দিবাকর বলিল—তা জেনে কোনও লাভ নেই, নন্দা। তার চেয়ে তুমি কথা বল, তোমার গলার আওয়াজ শুনতে ইচ্ছে করছে।

নন্দা ধরাধরা গলায় বলিল—শুধু গলার আওয়াজ শুনতে ইচ্ছে করছে? আর—দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে না?

দিবাকর প্রতিধ্বনি করিল—ইচ্ছে হচ্ছে না!

তবে ফিরে আসছ না কেন?

বলেছি তো, নন্দা, আসব। কিন্তু এখন নয়। একটা কথা শোনো।–আজ রাত্রে তুমি সজাগ থেকো, ঘুমিও না।

নন্দা সাগ্রহে বলিল——তুমি আসবে?

দিবাকর বলিল—তা ঠিক জানি না। কিন্তু তুমি জেগে থেকো।

আচ্ছা। —-ওঃ!

নন্দার দৃষ্টি পড়িল, যদুনাথ সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছেন।

নন্দা নিম্নস্বরে বলিল—দাদু আসছেন। দাদু তোমাকে বাড়িময় খুঁজে বেড়াচ্ছেন—

নন্দা টেলিফোনের শ্রবণ-যন্ত্রটি টেবিলের উপর রাখিল, তারের সংযোগ কাটিয়া দিল না। তাহার ইচ্ছা যদুনাথ অন্যত্র চলিয়া গেলে আবার দিবাকরের সহিত কথা কহিবে। যদুনাথ কিন্তু চলিয়া গেলেন না, নন্দার সম্মুখে আসিয়া ক্ষুব্ধ মুখে বলিলেন—সে নিজের ঘরে নেই, চলে গেছে। আমাকে না বলে চলে গেছে। (লাঠি ঠুকিয়া) আমি জানতে চাই এর জন্যে দায়ী কে? নিশ্চয় কেউ তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে, নইলে সে আমাকে না বলে চলে যাবে কেন?

টেলিফোনের অপর প্রান্তে দিবাকর যদুনাথের কথাগুলি শুনিতে পাইতেছে; তাহার চক্ষু বাষ্পোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ওদিকে যদুনাথ আরও উত্তপ্ত হইয়া বলিয়া চলিয়াছেন।

আমার কথার উত্তর কেউ দেবে? বাড়ির সবাই যেন বোবা হয়ে গেছে। দিবাকর কোনও দিন আমাকে না জানিয়ে বাড়ির বাইরে যায় না, আজ কোথায় চলে গেল সে! কেন চলে গেল? নিশ্চয় কেউ তাকে চলে যেতে বলেছে তাই সে চলে গেছে। আমি তো কোনও দিন তাকে একটা কটু কথা বলিনি। নন্দা, তুই তাকে কটু কথা বলেছিস?

নন্দা নতমুখে উচ্চৈঃস্বরে বলিল-না দাদু।

যদুনাথ বলিলেন—তবে অমন ভাল ছেলেটা কেন চলে গেল। নন্দা, সত্যি বল, তুই তাকে তাড়িয়ে দিসনি?

নন্দা অধর দংশন করিয়া বলিলেন—না দাদু।

যদুনাথ বলিলেন—তবে আর কেউ দিয়েছে। সে তো অমনি অমনি চলে যাবার ছেলে নয়

এই সময় মন্মথ সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া যদুনাথ বারুদের মতো জ্বলিয়া উঠিলেন—

এই মন্মথ! তুমি—তুমি দিবাকরকে তাড়িয়েছ! তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।

মন্মথ বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিল।

কি হয়েছে? আমি তো কিছুই জানি না।

যদুনাথ বলিলেন—এ বাড়ির কেউ কিছু জানে না, সবাই ন্যাকা। সব্বাইকে তাড়িয়ে দেব আমি, দূর করে দেব বাড়ি থেকে। যত সব চোর বাটপাড় গাঁটকাটার দল

যদুনাথ আফসাইতে লাগিলেন। মন্মথ চোরের মতো উপরে চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে সেবক আসিয়া একপাশে দাঁড়াইয়াছিল, সে ভয়ে ভয়ে বলিল-বাবু

যদুনাথ সিংহ বিক্রমে তাহার দিকে ফিরিলেন।

তোমার আবার কী দরকার?

সেবক বলিল—খাবার দেওয়া হয়েছে।

যদুনাথ বলিলেন-খাবার! খাব না আমি খিদে নেই আমার

তিনি নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—ভাল চাও তো ফিরিয়ে নিয়ে এস তাকে, যেখান থেকে পারো ফিরিয়ে নিয়ে এস। নইলে

তিনি দড়াম করিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন। সেবক ফ্যালফ্যাল করিয়া ইতি-উতি চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল। নন্দা আবার টেলিফোন তুলিয়া লইল। বলিল—শুনলে?

দিবাকর বলিল—শুনলাম।

তবু আসবে না?

আসব নন্দা। আমি শপথ করেছি আসব। কিন্তু তুমি তোমার শপথ ভুলে যাওনি তো?

না।

আজ রাত্রে সতর্ক থেকো, জেগে থেকো।

আচ্ছা। তোমার দেখা পাবার আশায় জেগে থাকব।

কিছুক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলিয়া সে টেলিফোন নামাইয়া রাখিল।

.

রাত্রি বারোটা। যদুনাথের দ্বিতলের বারান্দা।

মন্মথ নিজের ঘর হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিল। তাহার গায়ে বিলাতী পোশাক, পায়ে রবারের জুতা। সে কান পাতিয়া শুনিল, কোথাও শব্দ নাই। তখন সে সন্তর্পণে নীচে নামিয়া গেল।

নন্দা নিজের ঘরে জাগিয়া ছিল। ক্ষীণ রাত্রি-দীপ জ্বালিয়া সে মুক্ত জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল; আশা করিতেছিল, দিবাকর আসিবে। মন্মথর বহির্গমন সে জানিতে পারিল না।

মন্মথ নীচে নামিয়া যদুনাথের শয়নঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছে। সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, যদুনাথ নাসিকাধ্বনি করিয়া ঘুমাইতেছেন। মন্মথ তখন লঘু হস্তে দ্বার ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

যদুনাথের বালিশের পাশে চাবির গোছা রহিয়াছে, যদুনাথ বিপরীত দিকে ফিরিয়া ঘুমাইতেছেন। মন্মথ হাত বাড়াইয়া দৃঢ়মুষ্টিতে চাবির গোছা ধরিয়া ধীরে ধীরে তুলিয়া লইল। যদুনাথ জাগিলেন না।

বাহিরে আসিয়া মন্মথ চাবি দিয়া ঠাকুরঘরের দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

যদুনাথের ফটক হইতে কিছু দূরে রাস্তার পাশে একটি ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া আছে; ট্যাক্সির চালক দাড়িওয়ালা শিখ গাড়ির বনেট খুলিয়া খুটখাট করিতেছে।

মন্মথকে দ্রুতপদে বাড়ির দিক হইতে আসিতে দেখা গেল। ট্যাক্সির পাশাপাশি আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—ট্যাক্সি, যায়েগা?

চালক বনেট বন্ধ করিয়া ভাঙা গলায় বলিল—যায়েগা।

মন্মথ গাড়িতে উঠিয়া বসিল, শিখ চালক গাড়ি চালাইয়া দিল। শিখ চালক যে ছদ্মবেশী দিবাকর, দাড়িগোঁফের ভিতর হইতে মন্মথ তাহা চিনিতে পারিল না।

.

লিলির ড্রয়িংরুমে দাশু ও ফটিক পাশাপাশি সোফায় বসিয়া আছে। লিলি টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া একটি কাচের সোরাই হইতে গেলাসে বরফ-জল ঢালিতেছে। সকলের মুখের ভাব চিন্তাকুল। তাহারা মন্মথর প্রতীক্ষা করিতেছে।

দাশু হাতঘড়ি দেখিয়া বলিল—সাড়ে বারোটা।-লিলি, তোমার পাখি উড়েছে। সব পণ্ড হল।

লিলি বলিল—না, সে আসবে, নিশ্চয় আসবে—ঐ!

বাড়ির সদরে মোটর আসিয়া থামার শব্দ হইল। লিলি ছুটিয়া দ্বারের কাছে কান পাতিয়া শুনিল, তারপর হাত নাড়িয়া দাশু ও ফটিককে ইশারা করিল। তাহারা ত্বরিতে পাশের ঘরে লুকাইল।

ক্ষণেক পরে মন্মথ আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার চেহারা উস্কখুস্ক, হাত-পা কাঁপিতেছে, চোখে জ্বরগ্রস্তের তীব্র দৃষ্টি। লিলি উদ্ভাসিতমুখে তাহার হাত ধরিয়া ভিতরে টানিয়া আনিল এবং দরজা ভেজাইয়া দিল। মন্মথ সভয়ে চারিদিকে চাহিল—

এখানে আর কেউ নেই তো!

না না না, শুধু তুমি আর আমি। তোমার জন্য একলাটি জেগে বসে আছি। জানতাম তুমি আসবে।

মন্মথ সোফার উপর বসিয়া পড়িল। বলিল—

কি করে যে এসেছি। লিলি, চল, এখনি পালিয়ে যাই। আমি ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

লিলি আগ্রহে বলিল—যাব যাব। কিন্তু কী এনেছ আগে দেখি।

মন্মথ পকেট হইতে সূর্যমণি লইয়া মুঠি খুলিয়া লিলির সম্মুখে ধরিল; ডিম্বাকৃতি সিন্দুরবর্ণ মণি তীব্র আলোক সম্পাতে ঝলমল করিয়া উঠিল। লিলি মণিটি মন্মথর হাত হইতে প্রায় কাড়িয়া লইয়া দুই চক্ষু দিয়া গিলিতে লাগিল।

সোফার পিছন দিকের দরজা দিয়া দাশু ও ফটিক নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিল। উভয়ের হাতে পুলিসের রুলের মতো একটি করিয়া খেঁটে।

মন্মথ বলিল—দেখলে তো? এবার চল—

এই সময় দাশুর ঘেঁটে তাহার মাথায় পড়িল। মন্মথ একটা অব্যক্ত চিৎকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই ফটিক তাহার মাথায় আর এক ঘা দিল। মন্মথ অজ্ঞান হইয়া সোফার পায়ের কাছে পড়িয়া গেল।

দাশু বলিল—ব্যস, কাম ফতে!

ফটিক বলিল–চল এবার কেটে পড়া যাক।

লিলি বলিল—দ্যাখো দ্যাখো—কত বড় রুবি?

লিলি দুই আঙুলে সূর্যমণি তুলিয়া ধরিল; দাশু ও ফটিক সৃক্কণী লেহন করিয়া দেখিতে লাগিল।

ফটিক বলিল—আর আমাদের খেটে খেতে হবে না।

দ্বারের নিকট হইতে ব্যঙ্গ-পূর্ণ হাসির শব্দ আসিল। তিনজনে চমকিয়া দেখিল, এক দাড়িওয়ালা শিখ দাঁড়াইয়া আসিতেছে; তাহার হাতে পিস্তল।

দাশু চমকিয়া বলিল-কে তুমি? কোন হ্যায়?

দিবাকর বলিল—চেহারা দেখে চিনতে পারবে না। তবে নাম শুনেছ বোধ হয়—কানামাছি।

লিলি অব্যক্ত স্বরে বলিল—কানামাছি!!

তিনজনে বাক্যব্যয় না করিয়া মাথার উপর হাত তুলিল। দিবাকর লিলির হাত হইতে সূর্যমণি লইয়া পকেটে রাখিল।

দাশু ও ফটিককে বলিল—তোমরা দুজনে সোফায় বোসো। হাত নামিও না। চালাকি করতে গেলে বিপদে পড়বে।

দাশু ও ফটিক ঊর্ধ্ববাহু হইয়া সোফায় বসিল। মন্মথ অজ্ঞান অবস্থায় মেঝেয় পড়িয়াছিল, দিবাকর তাহার প্রতি একবার দৃকপাত করিয়া লিলিকে বলিল—তুমি ওর মুখে জলের ছিটে দাও।

জলের গ্লাস দিবাকর লিলিকে দিল; লিলি যন্ত্রচালিতবৎ মন্মথর মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিল। দিবাকর তখন তাহাদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া কোণাচে ভাবে টেলিফোনের দিকে চলিল। বলিল—

তোমাদের দিকে আমার নজর আছে। একটু বেচাল দেখলেই গুলি করব।

দিবাকর বাঁ হাতে টেলিফোন তুলিয়া একটা নম্বর দিল। তাহার চক্ষু কিন্তু তিনজনের উপর নিবদ্ধ।

যদুনাথের হল-ঘর। নন্দা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছে। দীর্ঘকাল নিজের ঘরে প্রতীক্ষা করিয়া আর মনের অস্থিরতা দমন করিতে না পারিয়া চুপি চুপি নীচে নামিয়া আসিতেছে।

টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। নন্দা ছুটিয়া আসিয়া টেলিফোন তুলিয়া লইল—হ্যালো—তুমি! কি! কী হয়েছে? দাদার বিপদ! প্রাণের আশঙ্কা!—কোথায়?

টেলিফোনের শব্দে যদুনাথের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল; তিনি আলুথালু বেশে বাহির হইয়া আসিলেন।

নন্দা! তুই এত রাত্রে? কার ফোন?

নন্দা বলিল—দাদু, দাদা বিপদে পড়েছে প্রাণ-সংশয়। (টেলিফোনে) আঁ, কি ঠিকানা?...আচ্ছা, দাদু আর আমি এখনি যাচ্ছি

যদুনাথ বলিলেন-কে ফোন করেছে?

দিবাকরবাবু।

দিবাকর! চল চল, আর দেরি নয়।

৪

লিলির ঘর। দিবাকর টেলিফোন রাখিয়া ফিরিয়া আসিল। মন্মথর এতক্ষণে জ্ঞান হইয়াছে; সে মেঝেয় বসিয়া বুদ্ধিভ্রষ্টের মতো মাথাটি দক্ষিণে বামে আন্দোলিত করিতেছে।

দিবাকর লিলিকে বলিল—তুমিও সোফায় গিয়ে বোসো-ওদের মাঝখানে। হাত তোলো।

লিলি আদেশ পালন করিল। দিবাকর মন্মথর বাহু ধরিয়া টানিয়া দাঁড় করাইল। মন্মথ বিভ্রান্তভাবে বলিল—অ্যাঁ–কি?...আমার সূর্যমণি!

দিবাকর বলিল—কোথায় সূর্যমণি?

মন্মথ ফ্যালফ্যাল করিয়া এদিক ওদিক তাকাইল, লিলির উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল।

ঐ–লিলি! আমার সূর্যমণি নিয়েছে।

লিলি বলিল—আমি নিইনি। ঐ যে আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে নিয়েছে। ও কে জানেন? কানামাছি!

ত্রাস-বিকৃতমুখে মন্মথ দিবাকরের পানে তাকাইল।

অ্যাঁ–কানামাছি! দিবাকর কানামাছি! তবে আমার কি হবে! সূর্যমণি—আমার যে দুকূল গেল।

মন্মথ আর্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দিবাকর মন্মথর বাহু ধরিয়া নাড়া দিল। বলিল—কেঁদো না, মন্মথবাবু, তোমার দাদু এখনি আসছেন।

দাদু-আঁ, দাদু আসছেন! তবে এখন আমি কোথায় যাই!

দিবাকর ত্বরান্বিত স্বরে বলিল—মন্মথবাবু, পাগলামি কোরো না, তোমার দাদু আর নন্দা দেবী এখনি এসে পড়বেন। শোনো, আমি যা বলছি করো।

মন্মথ আবার ক্রন্দনোমুখ হইয়া বলিল—আঁ—কিন্তু আমি যে

দিবাকর প্রচণ্ড ধমক দিয়া বলিল—যা বলছি করো।

মন্মথ বলিল-আচ্ছা–কি করব?

দিবাকর মন্মথকে পিস্তল দিল—এই পিস্তল নাও। এইবার ওদের পিছনে গিয়ে দাঁড়াও।—বেশ, ওদের ওপর নজর রাখবে, কেউ একটু নড়লেই তাকে গুলি করবে।

ধমক খাইয়া মন্মথ একটু ধাতস্থ হইয়াছে। সে পিস্তল উঁচাইয়া সোফার পিছনে দাঁড়াইল। দিবাকর তখন দ্রুতপদে দ্বারের কাছে গিয়া শুনিল; বাহিরে মোটরের শব্দ হইল।

দিবাকর ঘরের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল; তাহার মুখ কঠিন, চোখে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি। ফৌজী কাপ্তেনের মতো কড়া সুরে সে বলিল—ওঁরা এসে পড়েছেন।—যদি প্রাণের মায়া থাকে, তোমরা কেউ একটি কথা বলবে না। যা বলবার আমি বলব।

তাহার হিংস্র চেহারা দেখিয়া কেহ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না। দিবাকর আসিয়া সোফার পাশে দাঁড়াইল; দুই হাত তুলিয়া এমনভাবে দাঁড়াইয়া রহিল যেন সেও দাশুদের দলে, মন্মথ পিস্তল দিয়া সকলকে শাসাইয়া রাখিয়াছে।

যদুনাথ প্রবেশ করিলেন; সঙ্গে নন্দা। ঘরের মধ্যে বিচিত্র পরিস্থিতি দেখিয়া দুজনেই দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

এ কি! মন্মথ!—দিবাকর!

দিবাকর ছুটিয়া আসিয়া যদুনাথের পায়ের কাছে পড়িল। তাঁহার জানু জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুলস্বরে বলিল-ক্ষমা করুন—আমাকে ক্ষমা করুন। আমি অপরাধ করেছি, আপনার সূর্যমণি চুরি করেছি।

যদুনাথ ক্ষণকালের জন্য হতভম্ব হইয়া গেলেন।

আমার সূর্যমণি! চুরি করেছ! কোথায় আমার সূর্যমণি?

দিবাকর সূর্যমণি তাঁহার হাতে দিয়া বলিয়া চলিল—আমি আর এই তিনজন মিলে (সোফায় উপবিষ্ট তিনজনকে দেখাইয়া) সূর্যমণি চুরি করে এখানে নিয়ে আসি কিন্তু মন্মথবাবু কি করে আমাদের মতলব জানতে পেরেছিলেন তিনি এসে আমাদের ধরে ফেলেছেন।

মন্মথ অবাক হইয়া শুনিতেছিল এবং দিবাকরের প্ল্যান বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নন্দাও চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শুনিতেছিল, কিন্তু একটা কথাও বিশ্বাস করে নাই। সত্য ঘটনা যে কী তাহা সে কতকটা অনুমান করিতে পারিয়াছিল।

যদুনাথ বিহ্বলভাবে গিয়া মন্মথকে জড়াইয়া ধরিলেন।

মন্মথ, তুই আজ বংশের মুখ রক্ষে করেছিস।

এদিকে নন্দা ও দিবাকরের কাছে কেহ ছিল না। নন্দা দিবাকরকে চাপা গলায় বলিল

কেন মিছে কথা বলছ! তুমি সূর্যমণি চুরি করনি।

দিবাকর তেমন চাপা স্বরে বলিল-নন্দা, আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও। তুমি শপথ করেছ আমাকে সাহায্য করবে।

নন্দা অধর দংশন করিয়া বলিল—কিন্তু

দিবাকর বলিল—সাহায্য করবার এই সময়। ঐ টেলিফোন রয়েছে, যাও, পুলিসে খবর দাও।

নন্দা দ্বিধান্বিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। যদুনাথ মন্মথকে ছাড়িয়া দিবাকরের কাছে ফিরিয়া আসিলেন, ক্ষুব্ধ ব্যথিত ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিলেন-দিবাকর, তুমি যে আমার সূর্যমণি চুরি করবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। কিন্তু যখন অপরাধ করেছ তখন তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। বুঝতে পেরেছি তোমার লজ্জা হয়েছে, অনুশোচনা হয়েছে। কিন্তু তোমাকে ক্ষমা করার অধিকার আমার নেই। মন্মথ, পুলিসে খবর দিতে হবে।

মন্মথ অভিভূতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। দিবাকর নন্দাকে চোখের ইশারা করিল। নন্দার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, কিন্তু সে অবরুদ্ধস্বরে বলিল—দাদু, আমি পুলিসকে টেলিফোন করছি

নন্দা ঘরের কোণে গিয়া টেলিফোন তুলিয়া লইল।

.

রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে।

যদুনাথের গৃহ। নন্দা নিজের ঘরে চেয়ারে বসিয়া আছে; তাহার হাঁটুতে মাথা রাখিয়া মন্মথ মেঝের উপর নতজানু হইয়া আছে। নন্দার মুখ রক্তহীন, চোখের কোলে কালো ছায়া।

মন্মথ সহসা মুখ তুলিয়া বলিল-নন্দা, আমি আর পারছি না। আমি যাই, দাদুকে সত্যি কথা বলি।

নন্দার অধর কাঁপিতে লাগিল।

তাতে কোনও লাভ হবে না। এর ওপর আবার এতবড় ঘা খেলে দাদু বাঁচবেন না। তুমি বুঝতে পারছ না দাদা, শুধু তোমার জন্যে নয়, দাদুকে বাঁচাবার জন্যেও তিনি এই অপরাধের বোঝা নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন।

মন্মথ বলিল–কিন্তু কেন? কেন? আমরা তার কে? কি দরকার ছিল আমাদের জন্যে এ কাজ করবার?

নন্দা নরম স্বরে বলিল—হয়তো একদিন বুঝতে পারবে। তুমি যে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছ আপাতত এই যথেষ্ট।

মন্মথ বলিল—যা বোন, আমি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি, আর কখনও ও-পথে যাব না।

সে আবার নন্দার হাঁটুতে মাথা রাখিল। নন্দা নীরবে তাহার চুলের উপর হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

.

প্রায় একমাস কাটিয়া গিয়াছে।

সকালবেলা হল-ঘরের টেবিলের সম্মুখে বসিয়া যদুনাথ খবরের কাগজ পড়িতেছেন। টেবিলের উপর তাঁহার চা ও প্রাতরাশ রাখা রহিয়াছে, কিন্তু তিনি তাহা স্পর্শ করেন নাই। তাঁহার মুখ বেদনা-পীড়িত।

সংবাদপত্রে স্থূল শিরোনামায় লেখা রহিয়াছে

কানামাছির কারাবাস।

তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ইত্যাদি—

যদুনাথ কাগজ পড়িতেছেন, সেবক আসিয়া তাঁহার চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইল; কুণ্ঠিত স্বরে বলিল— বাবু, মোকদ্দমার কিছু খবর আছে নাকি?

যদুনাথ কাগজ মুড়িয়া সরাইয়া রাখিলেন। বলিলেন

হ্যাঁ, রায় বেরিয়েছে। দিবাকরকে তিন বছর জেল দিয়েছে। দিবাকর চোর ছিল সত্যি; কম বয়সে দুরবস্থায় পড়ে মন্দ পথে গিয়েছিল। কিন্তু তবু

তবু কি বাবু?

কোথায় যেন একটা গলদ আছে। দিবাকর আমার সূর্যমণি চুরি করেছিল এ যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। বড় ভাল ছেলে ছিল রে। কপাল—সবই কপাল। ওর ভাগ্য তো আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

নিশ্বাস ফেলিয়া যদুনাথ চায়ের পেয়ালা টানিয়া লইলেন। এই সময় দেখা গেল নন্দা ও মন্মথ পাশাপাশি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছে। মন্মথর পরিধানে ধুতিচাদর; দেশী পোশাক।

তাহারা আসিয়া যদুনাথের সম্মুখে দাঁড়াইল।

নন্দা বলিল—দাদু, আমরা একটু বেরুচ্ছি।

যদুনাথ বলিলেন—ও—তা বেশ তো। কোথায় যাচ্ছ?

নন্দা বলিল—একটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

যদুনাথ বলিলেন—আচ্ছা, এস।

নন্দা ও মন্মথ দ্বারের দিকে চলিল। যদুনাথ চায়ে চুমুক দিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন; ত্বরিতে চাশের চশমা খুলিয়া একদৃষ্টে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিলেন; যেন অনুমানে বুঝিতে পারিলেন তাহারা কোন্ বন্ধুর সহিত দেখা করিতে যাইতেছে। তিনি দুই তিনবার আনুকূল্যসূচক ঘাড় নাড়িলেন। তাঁহার মুখ ঈষৎ উৎফুল্ল হইল।

.

জেলখানার ভীম লৌহদ্বার পার হইয়া নন্দা ও মন্মথ পাষাণপুরীতে প্রবেশ করিল।

দিবাকর নিজ প্রকোষ্ঠে ছিল; সেইখানেই সাক্ষাৎ হইল। তিনজনেই কুণ্ঠিত, অপ্রতিভ। নন্দা চোখের জল চাপিবার চেষ্টা করিতেছে।

মন্মথ সহসা দিবাকরের হাত চাপিয়া ধরিয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—দিবাকরবাবু, আমি আপনার কাছে মাফ চাইতে এসেছি। আমাকে মাফ করুন।

দিবাকর শান্তকণ্ঠে বলিল—মাফ করবার কিছু নেই, মন্মথবাবু। আমি যা করেছি, নিজের প্রয়োজনেই করেছি। তিন বছর পরে আমি যখন জেল থেকে বেরুব, তখন আমার অপরাধ ধুয়ে যাবে; তখন আমি নতুন মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করব। —মন্মথবাবু, আমি দেখেছি, ভাল মেয়ের ভালবাসা অতি অধম মানুষকেও সৎ পথে টেনে আনে; আর মন্দ মেয়ের মোহ সাধু লোককেও নরকে টেনে নিয়ে যায়। আশা করি আপনি যে শিক্ষা পেয়েছেন তা সহজে ভুলবেন না।

মন্মথ গাঢ়স্বরে বলিল—না, ভুলব না।

নন্দা চোখ মুছিল। তারপর হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—

দাদু দাদার বিয়ের ঠিক করেছেন।

মন্মথ সঙ্কুচিতভাবে সরিয়া গেল।

দিবাকর বলিল—বাঃ বেশ। (ঈষৎ হাসিয়া) আর তোমার বিয়ে? কর্তা এখনও তোমার বিয়ে ঠিক করেননি, না?

নন্দা অপলক-চক্ষে দিবাকরের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল—আমার বিয়েও ঠিক হয়ে। আছে। কিন্তু দাদু বলেছেন, তিন বছরের মধ্যে আমার বিয়ের যোগ নেই।

দিবাকরের চোখের সহিত নন্দার চোখ নিবিড় আশ্লেষে আবদ্ধ হইয়া গেল।